দেবতা ও আরাধনা।

পণ্ডিত স্মরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
প্রণীত।

পঞ্চম সংস্করণ

শ্রীহরিদাস বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

৩৪ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩৩২ সাল।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

নিবেদন।

মানুষকে যত প্রকার শক্তি লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে হয়, সে সমস্তই দৈবীশক্তি। মানুষ যেন একটি কেন্দ্র, জগতের সমুদয় শক্তি তিনি নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন,—তিনি নিজে কি? চৈতন্ত পুরুষ। চৈতন্য পুরুষই কেন্দ্র;—ঐ কেন্দ্রতেই উহাদিগকে একত্রিত করিতেছেন। তারপরে খুব প্রবল তরঙ্গাকারে উহাদিগকে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দিতেছেন। এইরূপ যিনি করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মানুষ। শক্তিকে স্ববশে আনা—শক্তির দ্বারা ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া লওয়াই মানুষের কাজ। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আরাধনার প্রয়োজন। তাই হিন্দুর দেবতা ও আরাধনা।

দেবতা অসীম, শক্তি অসীম—সাধনা অনন্ত। মানুষের ক্ষুদ্র শক্তিতে এই সমস্ত শক্তির আলোচনা-আন্দোলন ও তত্ত্ব নিরূপণ করা ব্যক্তিগত ক্ষমতার আয়ত্ত নহে। তবে দেবতা ও আরাধনার মূলতত্ত্ব এই গ্রন্থে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। মন্ত্রের স্বর-কম্পন, ভাব ও তত্ত্বেরও আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, ব্যাপার অতীব গুরুতর। ইহাতে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিবার আশা দুরাশা মাত্র; তবে পাশ্চাত্য-শিক্ষা-বিকৃত-মস্তিষ্ক কোন পথহারা ব্যক্তির যদি এতদ্গ্রন্থ পাঠে, দেবতা ও আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

অনন্তপুর
২৩শে মাঘ ১৩১৪ বং। } শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

দেবতা ও আরাধনা।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সন্দেহের কথা।

শিষ্য। সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া, কত যুগ-যুগান্তর হইতে হিন্দুধর্ম্ম তাহার বিমল-স্নিগ্ধ-কিরণ বিকীর্ণ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে,—কত অতীত কাল হইতে এই ধর্ম্মের আলোচনা, আন্দোলন ও সাধন-রহস্য উদ্ভেদ হইতেছে, কত বৈজ্ঞানিক, কত দার্শনিক ইহার সম্বন্ধে বাদানুবাদ, তর্কবিতর্কাদি করিয়াছেন, কিন্তু এই ধর্ম্ম এখনও কি অসম্পূর্ণ বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন আছে?

গুরু। এ প্রশ্ন কেন?

শিষ্য। বর্ত্তমান যুগের সভ্য-শিক্ষিত পাশ্চাত্যদেশীয়গণ, তথা পাশ্চাত্য-শিক্ষা-দৃপ্ত-ভারতবাসীর মধ্যে অনেকেই হিন্দুগণকে পৌত্তলিক,— জড়োপাসক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন।

গুরু। হিন্দুগণ বহুদিন হইতে অধীনতা-শৃঙ্খল পরিয়া জড়বৎ হইয়াছে, কাজেই হিন্দু জড়োপাসক হইতে পারে, অর্থাৎ তাহাদিগকে যাহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে,—নতুবা যে সকল ধর্ম্মের অস্থি মজ্জায় পৌত্তলিকতা, সেই সকল ধর্ম্মযাজকগণ হিন্দুকে পৌত্তলিক বলে! যাহাদের ধর্ম্ম এখনও খঞ্জ বালকের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম নহে, তাহারাই হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাবাদ করে,—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। হিন্দুর ধর্ম্ম, বিজ্ঞান-সম্মত। হিন্দুধর্ম্ম দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ। আশা করি, অতি-অল্প দিনের মধ্যেই হিন্দুধর্ম্মের অমল-ধবল কৌমুদীতে সমগ্র দেশের, সমগ্র মানব, সমগ্র জাতি উদ্ভাসিত এবং প্রফুল্লিত হইবে। সকলেই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইবে।

শিষ্য। হিন্দু জড়োপাসক,—হিন্দু পৌত্তলিক; অনেকেই একথা বলিয়া থাকে।

গুরু। হিন্দুধর্ম্ম বুঝিতে পারে না বলিয়াই ঐরূপ বলিয়া থাকে।

শিষ্য। হিন্দু, খড় দড়ী মাটী রং ও অভ্র রাংতা দিয়া ছবি প্রস্তুত করিয়া, ঈশ্বর-জ্ঞানে তাহারই পূজা করিয়া থাকে।

গুরু। তাহাতে কি দোষ হয়?

শিষ্য। সেই যে পুতুল প্রস্তুত করিয়া পূজা করা হয়, তাহার কি কোন ক্ষমতা আছে? আমরাই তাহা প্রস্তুত করিয়া থাকি,—আমরাই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া থাকি,—আমরাই তাহার কর্ত্তা। তাহার কোন জ্ঞান নাই,—কোন শক্তি নাই,—তবে তাহার পূজা বা আরাধনা করিবার উদ্দেশ্য কি? তৎপরে অগ্নি, জল, বাতাস, দিক্ ও কাল প্রভৃতি

জড় পদার্থের পূজাতেও আমরা শরীর পাত করিয়া থাকি। কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ, ঐ সকল ব্যাপারে ব্যয় করিয়া থাকি। অধিকন্তু, মূঢ় বিশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া অগ্নিপূজারূপ যজ্ঞকার্য্যাদি করিয়া অগ্নি, জল, মেঘ, আকাশ, বায়ু, এমন কি, আধিব্যাধি মহামারী প্রভৃতিকে বশীভূত করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। এ সকল আমাদের ভ্রমাত্মক বিশ্বাস ও কুসংস্কার; তাহা হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ বলিয়া থাকেন।

গুরু। তুমি যদি হিন্দুধর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা কর, তবে দেখিবে, হিন্দু যাহা করে, তাহার একবিন্দুও কুসংস্কার বা মিথ্যা নহে। হিন্দু যাহা বুঝে, এখনও তাহার ত্রিসীমায় পঁহুছিতে অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের বহু বিলম্ব। হিন্দুধর্ম্ম গভীর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে পূর্ণ,—ইহা বুঝিতে চেষ্টা কর; জানিতে পারিবে, তোমাদের জড় বৈজ্ঞানিক বা অন্যান্য দেশের অথবা অস্মদেশের হিন্দুধর্ম্ম-নিন্দুকগণ সুশিক্ষিত ও সজ্জন হইলেও তাঁহাদিগের দৃষ্টি, চিরপ্ররূঢ় সংস্কারের শাসনে স্থূল গঠিত জড় প্রাচীরের পর পারে যাইতে অনিচ্ছুক। তাঁহারা জানেন না যে, এই অতি বিচিত্রতাময় সৃষ্টি-রাজ্যের সীমা কোথায়? তাঁহারা জড়াতিরিক্ত কিছু বুঝেন না বলিয়াই, হিন্দুকে জড়োপাসক বলিয়া থাকেন।

শিষ্য। আমাদের শাস্ত্রে তেত্রিশকোটী দেবতার কথা আছে,—তাহা কি সত্য? যথার্থই কি দেবতা আছেন?

গুরু। দেবতা নাই? ধর্ম্ম নাই? তবে আছে কি?

শিষ্য। দেবতারা কোথায় থাকেন?

গুরু। স্বর্গে।

শিষ্য। স্বর্গ কোথায়?

গুরু। সূক্ষ্মের রাজ্যে।

শিষ্য। সে কোথায়?

গুরু। তাহা বলিবার আগে, তোমাকে অন্য কতকগুলি বিষয় জানিতে ও শিখিতে হইবে, নতুবা বুঝিতে পারিবে কেন?

শিষ্য। দেবতাগণ থাকেন স্বর্গে, আমরা থাকি মর্ত্ত্যে,—এখান হইতে আমরা মন্ত্রাদি পাঠ করি, আর তাঁহারা সেখান হইতে কার্য্য করেন কেমন করিয়া? আমাদের কথা কি তাঁহারা শুনিতে পান?

গুরু। এ সকল বিষয় তোমাদের বোধগম্য হয় না, কাজেই বিশ্বাসও কর না। ভারতের পুরাতনকালের ঋষিগণ বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়, আরও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু তোমাদের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও এত দিন পরে এখন বলিতেছেন,—এমন হইতে পারে।* বায়ুর কম্পনে চিন্তা শক্তি দূর হইতে বহুদূরে গিয়া পঁহুছে। আমেরিকা হইতে ভারতে সংবাদ পাঠাও—টেলিগ্রাফের তার নাই থাকুক,—কোন যন্ত্র-শক্তির সাহায্য নাই থাকুক, চিন্তাশক্তি সেখানে যাইয়া পঁহুছিবে। দেবতায় চিন্তাশক্তি আরোপণ করিলে, দেবতার দ্বারা কার্য্য করাইয়া লওয়া যায়; কিন্তু সে সকল জানিবার আগে, তোমাকে বুঝিতে হইবে, দেবতা কি, স্বর্গ কি,—মানুষ কি, মর্ত্ত্য কি। ইহা না বুঝিলে, কেমন করিয়া দেবশক্তি বুঝিতে পারিবে? কেমন করিয়া দেব-শক্তি-বশীকরণ করিতে হয়, কেমন করিয়া তাঁহাদের দ্বারায় আপন অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইতে হয়,—এ সকল বুঝিতে পারিবে না। অতএব, সর্ব্বাগ্রে সেই বিষয়ের একটু আলোচনা করিতে হইবে। ভরসা করি, তুমি সমাহিত চিত্তে ঐ সকল বিষয়ের তত্ত্বালোচনায় যত্নবান্ হইবে।

* Eather vibrations have power and attributes abundantly equal to any demand—even the transmission of thought.—Sir William Crookes.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকট ভাব।

শিষ্য। সর্ব্বাগ্রে আমাকে দেবতা কি, তাহাই বুঝাইয়া বলুন। তাহা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে।

গুরু। দেবতা কি, তাহা বলিতে হইলেই আধ্যাত্মিক জগতের আলোচনাও একটু করিতে হইবে। এ বিষয় তোমাকে পূর্ব্বে বিস্তৃত-রূপেই বলিয়াছি, * বোধ হয়, তাহা তোমার স্মরণ-পথারূঢ়ই আছে। তথাপিও সংক্ষিপ্তরূপে এস্থলেও তাহার একটু উল্লেখ করিতে হইতেছে।

এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম। দেবতা বল, অসুর বল, ভূত বল, মানুষ বল, বৃক্ষ বল, পর্ব্বত বল, জল বায়ু অগ্নি যাহাই কিছু বল,—সমস্তই ব্রহ্ম। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে॥

পঞ্চদশী।

"এই পরিদৃশ্যমান নামরূপধারী প্রকাশমান জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে নামরূপাদি বিবর্জ্জিত কেবল এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। আর এখনও তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সেই ভাবেই অবস্থিত আছেন।"

শিষ্য। কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। সৃষ্টির আগে নামরূপবিবর্জ্জিত ব্রহ্ম ছিলেন, এবং এখনও সেই ভাবে আছেন,—

* মৎপ্রণীত "জন্মান্তর-রহস্য" নামক পুস্তকে।

একথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? নির্গুণ ব্রহ্মই ত মায়াদ্বারা অন্বিত হইয়া জগদ্রূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। একথা ত আপনারই নিকটে শ্রুত হইয়াছি। এই জগৎ-প্রপঞ্চ মহদাদি অণু পর্য্যন্ত, যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই ব্রহ্ম। ভাগবতেও পাঠ করা গিয়াছে,—

"এই বিশ্ব, ভগবান্ নারায়ণে অবস্থিত করিয়াছে, সেই ভগবান্ সৃষ্টি কার্য্যাদির জন্য মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া বহু গুণান্বিত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং অগুণ হইয়া আছেন।" †

গুরু। আমি পূর্ব্বে সেইরূপ কথাই বলিয়াছি। তবে একটু বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্বটুকু এই যে, বিশ্ব, ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত এবং ব্রহ্ম, বিশ্বে পরিবর্ত্তিত; একথা যদি বলা যায়, তাহা হইলে, ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব থাকে না। ঘটাদির মুখ্য কারণ মৃত্তিকাদি যেমন ঘটত্বে পরিণত হইলে মৃত্তিকাত্ব থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্ম যদি জগতের সূক্ষ্ম কারণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আপনাতে এই দেদীপ্যমান জগতের প্রকাশ করেন; তাহা হইলে, তিনি আপনি বিশ্বরূপে পরিবর্ত্তিত হইলেন, বুঝিতে হইবে। যদি ব্রহ্মের এই পরিবর্ত্তন নিত্য হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের স্বরূপত্ব থাকে না,—একেবারে তিনি গিয়া জগৎ হন; প্রলয়ে বিশ্বসমুদয়ের সহিত তিনিও লয় প্রাপ্ত হয়েন। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, "তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বেও যেমন ছিলেন, এখনও তেমনিই আছেন।"

শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্লোকের অনুবাদ পাঠ করিলে, তাহাতেও ঐকথাই আছে—"তিনি অগুণ হইয়া আছেন।"

শিষ্য। কোন পদার্থই স্বভাবে থাকিয়া অপর পদার্থের উৎপত্তি করিতে পারে না। সমস্তই ক্রমবিবর্ত্তনে (Evolution) অন্বিত হয়। ফুলের কুঁড়ি শতদলে পরিণত হইয়া সৌরভ-সৌন্দর্য্যে জগৎ মাতায়।

† শ্রীমদ্ভাগবত, ২য়, ৬ষ্ঠ, ৩১ শ্লোঃ, অনুবাদ।

আবার ফলের সৃষ্টি করিয়া ফুল মরিয়া যায়। ব্রহ্ম, স্বরূপ অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়া, কি প্রকারে বিশ্বের বিকাশ করিলেন।

গুরু। ব্রহ্ম কি কোন দ্রব্য? দ্রব্য ধর্ম্মত্ব তাঁহাতে নাই। নাই বলিয়াই, জড়-বিজ্ঞান তাঁহাকে বুঝিতে পারে না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারে যে, যতদূর আলোচিত হইল, তাহার পরে আরও কিছু থাকিল,—আলোচনার শেষ হইল, কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের শেষ হইল না। যাহা খুঁজিয়াছি—তাহা পাই নাই; কিন্তু খোঁজা শেষ হইয়া গিয়াছে। এত খুঁজিয়া খুঁজিয়া জড় বই আর কিছুই পাইলাম না; কিন্তু শেষ মিটিল না। যে অন্ধকার লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহাই লইয়া ফিরিয়া গেলাম। *

ইহার কারণ এই যে, যে বস্তু খুঁজিতে হইবে, তাহার মত দর্শন-শক্তির আবশ্যক হইবে। ব্রহ্মবস্তু-তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে, ব্রহ্ম-তত্ত্বের সত্ত্বা-সম্ভাবিত হওয়া প্রয়োজন। যোগী ভিন্ন তাহা সম্ভবে না।

ব্রহ্ম নামরূপবিবর্জ্জিত। তিনি কি প্রকার, তাহা বুঝাইবার শক্তি কাহারও নাই। কেহ তাহা অনুভবও করিতে পারে না। বেদান্ত বলেন,—"তিনি সকলের শুধু, সকলি তাঁহার।" কিন্তু সেই তিনি যে কেমন তাহা বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই। তিনি অবাঙ্-মনসগোচর।

---

* পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানের বিখ্যাত পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার একথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন,—"শেষ রহস্য যেমন, তদ্রূপই থাকিয়া গেল। জৈবনিক কূট প্রশ্নাবলীর মীমাংসা হইল না, কেবল মাত্র ইহাকে পশ্চাতে প্রক্ষেপ করা হইল। আকাশব্যাপ্ত বিক্ষিপ্ত ভৌতিক পদার্থ কোথা হইতে আসিল, নেবুলার মত উহার প্রকৃত কারণ দেখাইতে পারে না। যৌগিক পদার্থ ও বিক্ষিপ্ত পদার্থের কারণ নির্দ্দেশ করা সমান ভাবেই আবশ্যক। একটি পরমাণুর উৎপত্তি সেইরূপ রহস্যময়, যেরূপ একটি গ্রহের উৎপত্তি রহস্যময়। প্রকৃত কথা বলিতে

তিনি নির্গুণ অবস্থায় থাকিয়া সগুণাবস্থার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কেমন করিয়া করেন, তাহাও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্লতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

মুণ্ডকোপনিষৎ।

"উর্ণনাভ যেমন স্বশরীরাভ্যন্তর হইতে তন্তু বাহির করিয়া আবার পুনরায় গ্রহণ করে, পৃথিবীতে যেমন ওষধি জন্মে, জীবিত মানুষ হইতে যেমন কেশলোম উদ্গত হয়, তেমনি সেই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমুদয় ক্ষর বা বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে।

তিনি কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাও উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে।

যস্তুর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ।
স্বভাবতো দেব একঃ সমাবৃণোৎ॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

"উর্ণনাভ (মাকড়সা) যেমন আপন শরীর হইতে সূত্র বাহির করিয়া আপনার দেহকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, পরমাত্মা তদ্রূপ স্বকীয় শক্তিতে বিশ্বের বিকাশ করিয়া তদ্দ্বারা আপনি আচ্ছন্ন অর্থাৎ আবৃত হইয়া আছেন।"

কি আমি যাহা লিখিলাম—তাহা হইতে সৃষ্টিতত্ত্বের উচ্ছেদ হইল না, অধিকন্তু উহাকে অধিকতর রহস্যময় করিয়া ফেলিলাম।" ইহার ইংরাজিটুকু এই—

"The ultimate mystery continues as ever. The problem of existence is not solved, it is simply removed further back. The Nebular hypothesis throws no light on the origin of diffused matter and diffused matter as much needs accounting for as the concrete matter. The genesis of an atom is not easier to conceive than the genesis of a planet. Nay, indeed so far from making the universe a less mystery than before it makes it a greater mystery.

"আমি বহু হইব" অথবা "বিশ্ব রচনা করিব" ব্রহ্মের এইরূপ বাসনা সঞ্জাত হইলেই তিনি প্রকট চৈতন্য হইলেন ও সেই বাসনা মূলাতীতা মূলপ্রকৃতি হইলেন। এই মূলপ্রকৃতিরূপিণী আদ্যাশক্তিই জগতের আদিকারণ,—কিন্তু সেই অক্ষর পুরুষ হইতে স্বতন্ত্রা। সূর্য্য যেমন আপনতেজে নিজ হইতে স্থূলরূপ জল প্রকাশ করেন, এবং সূক্ষ্মভাবে পুনরায় গ্রহণ করেন, তদ্রূপ ব্রহ্ম তটস্থ হইয়া ঈশ্বর রূপে চৈতন্যের আকর হইলেন। তাঁহার শক্তির ভাব বাসনা, তাঁহাতেই লীন হইতে পারে। যে অংশে বাসনা নাই অর্থাৎ জগৎ নাই, সেই অংশ নিত্য এবং সর্ব্বাধার রূপে বর্ত্তমান। ইহা বুঝিতে হইলে, যোগ-শক্তি থাকিবার প্রয়োজন। ইহা তোমার আমার মত বদ্ধ জীবের না বুঝিলেও চলিতে পারে। ব্যক্তজীব, অব্যক্তের ভাব লইয়া কি করিবে? আর বুঝিবেই বা কি প্রকারে? আমাদের সম্মুখে অহো-রাত্র যে অণু সকল ঝিলিমিলি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের স্থূলচক্ষুতে আমরা তাহা দেখিতে পাই না,—পাই না এই জন্য যে, তাহাদিগের রূপের অনুরূপ চক্ষুর সূক্ষ্মশক্তির বিকাশ আমাদিগের নাই;—বিকাশ করিতে পারিলে, দেখিতে পাইব।

গুণ অতিশয় সূক্ষ্মতম পদার্থ,—কাজেই আগে সূক্ষ্মের রাজত্ব, সূক্ষ্ম হইতেই স্থূলের বিকাশ হয়। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"হে নারদ! যাহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ হইয়াছে, এই ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মক বিরাটরূপী বিশ্বপ্রকাশ হইয়াছে,—তিনিই ঈশ্বর। সূর্য্য যেমন সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়াও সকল হইতে অতিক্রান্ত ভাবে আপন মণ্ডলে রহিয়াছেন, ঈশ্বরও সেই প্রকার এই ব্রহ্মাণ্ডরূপী দ্রব্য প্রকাশ করিয়া সকলের অতিক্রান্ত ভাবে রহিয়াছেন।

ভা, ২য়। ৬ষ্ঠ। ২৩ শ্লোঃ। অঃ।

কাল, চৈতন্য, সদসদাত্মিকাশক্তি—ইহাদিগের মিলনে প্রধান ও

মহত্তত্ত্বাবস্থা হয়। সেই অবস্থায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের প্রকাশ হয়। ঐ তিনগুণে ঈশ্বর প্রতিবিম্বিত অর্থাৎ আকৃষ্ট হইলে অহঙ্কার প্রকাশ হয়। ঐ অহঙ্কার হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে মন, দেবতা, ইন্দ্রিয় ও ভূতাদির প্রকাশ হয়। এই সকল কারণাবস্থায় যখন ঈশ্বরের বাসনা ও স্বরূপ-চৈতন্য পতিত না হয়, তখনই ইহাদের অজীব অণ্ড বলে। ইহাই ব্রহ্মাণ্ড। তদনন্তর ঈশ্বর স্বরূপ-চৈতন্য ও বাসনার সহিত মিশ্রিত হইলে এই বিশ্ব বা বিরাট দেহ প্রকাশ হয়। ব্রহ্মাণ্ডে ও বিশ্বে এইমাত্র প্রভেদ। ঈশ্বরের কারণাবস্থার পরিণতির নাম ব্রহ্মাণ্ড এবং কার্য্যাবস্থার পরিণতির নাম বিশ্ব। সূর্য্য যেমন সকলের প্রকাশক, কিন্তু সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি সত্ত্বে আপন মণ্ডলে রহিয়াছেন; ঈশ্বরও তদ্রূপ আপনার শক্তিসমূহ হইতে বিশ্ব ও ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রকাশ হইয়া স্বরূপে আপনাতে রহিয়াছেন;—

এক্ষণে বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, নির্গুণ ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া যখন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলেন, তখনই প্রকট অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বর হইলেন। আর জগতের উপাদান কারণ হইলেন প্রকৃতি। অব্যক্ত সৃষ্টিবীজ ব্রহ্ম-সত্ত্বে নিহিত ছিল,—সেই বীজ হইতে বিশ্বের বিকাশ হয়, এ কথা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। *

* An entire history of any thing must include its appearance out of the imperceptible and its disappearance into the imperceptible. Be it a single object or the whole universe, any account which begins with it in a concrete form, is incomplete; since there remains an era of its knowalbe. existence undescribed and unexplained"—H. Spencer.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আদ্যাশক্তি।

গুরু। আমি ইতঃপূর্ব্বে পুরুষ ও প্রকৃতি কি, কিপ্রকারে তাঁহারা সৃষ্টি কার্য্য করিয়া থাকেন, কিপ্রকারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সৃষ্টি হয়,—সে সমুদয় বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি, বর্ত্তমানে কেবল দেবতা কি এবং কি প্রকার আরাধনায় তাঁহাদিগকে স্ববশে আনিয়া সাধন সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়, তাহাই বলিব ; ইহা তুমি স্মরণ রাখিও। যেহেতু সে সকল বিষয়ের যখন একবার মীমাংসা করা হইয়াছে, তখন আর তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া ভাল নহে,—কেননা, একই বিষয়ের পুনঃপুনঃ আলোচনা করিতে গেলে, অনেক সময় নষ্ট হইয়া থাকে। *

শিষ্য। আমি পুনরায় আর সে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে চাহি না, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উত্তমরূপেই স্মরণ রাখিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনি যে পুরুষ ও প্রকৃতির কথা বলিলেন, সেই প্রকৃতিই কি আদ্যাশক্তি মহামায়া ?

গুরু। বোধ হয়, তোমার বুঝিতে বাকি নাই যে, ব্রহ্ম যখন নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, তখনই তিনি ব্রহ্ম,—আর সগুণ বা প্রকট হইলেই ঈশ্বর বা পুরুষ। আর সেই ইচ্ছা বা বাসনা-শক্তিই প্রকৃতি বা

* এই গ্রন্থ পাঠ করিবার আগে, মৎপ্রণীত "জন্মান্তর-রহস্য" নামক পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলে ভাল হয়। তাহাতে প্রলয় হইতে জীব-সৃষ্টি কাল পর্য্যন্ত বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সে গুলি না বুঝিলে, এ সকল কথা বুঝিতে গোল বা সন্দেহ হইতে পারে।

আগ্যাশক্তি মহামায়া। সেই পুরুষ ও প্রকৃতি সর্ব্বত্রগামী ও সর্ব্ব বস্তুতেই অবস্থিতি করিতেছেন। ইহ সংসারে তদুভয় বিহীন হইয়া কোন বস্তুই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরব্রহ্মের সৃষ্টিকারিণীশক্তি হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উদ্ভব হইলে, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর হইলেন। তাঁহারা সকলেই সর্ব্বতোভাবে ত্রিগুণ সমন্বিত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য সম্পাদন কবিতেছেন। ইহ সংসারে যে যে বস্তু দৃশ্য হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই ত্রিগুণ বিশিষ্ট। দৃশ্য অথচ নির্গুণ, এপ্রকার বস্তু জগতে কখনও হয় নাই এবং হইবেও না। পরমাত্মা নির্গুণ, তিনি কদাচই দৃশ্য হয়েন না;—পরম প্রকৃতি-রূপিণী মহামায়া সৃজনাদির সময় সগুণা, আর সমাধি সময়ে নির্গুণা হইয়া থাকেন। প্রকৃতি অনাদি, অতএব তিনি সততই এই সংসারের কারণরূপে বিদ্যমান আছেন, কখনই কার্য্যরূপ হয়েন না। তিনি যখন কারণরূপিণী হয়েন, তখনই সগুণা, আর যখন পুরুষসন্নিধানে পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করেন, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাহেতু গুণোদ্ভবের অভাবে তখনই প্রকৃতি নির্গুণা হইয়া থাকেন। অহঙ্কার ও শব্দ-স্পর্শাদি গুণসমুদয় দিবারাত্রই পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে কারণরূপে এবং উত্তরোত্তর ক্রমে কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, কদাচই তাহার বিরাম হয় না। অহঙ্কার দুই প্রকার, তন্মধ্যে একটি পরাহন্তারূপ সৎপদার্থ হইতে উৎপন্ন, অপরটি মহতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতিই সেই পরাহন্তা সৎপদার্থরূপিণী; বিচারতত্ত্ব-নিপুণপণ্ডিতগণ সেই পরাহন্তারূপা প্রকৃতিকেই অব্যক্ত শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন, অতএব প্রকৃতিই জগতের কারণ,—অহঙ্কার প্রকৃতিরই কার্য্য; প্রকৃতি তাহাকে ত্রিগুণ সমন্বিত করিয়া জগতের কার্য্যসাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই পরাহন্তা

(সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব) হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বুদ্ধি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব মহত্তত্ত্ব কার্য্য এবং পরাহঙ্কার তাহার কারণ। পরন্তু মহত্তত্ত্বজাত-কার্য্যরূপ অহঙ্কার হইতে পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের কারণ হয়। সমস্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তিকালে এই পঞ্চ তন্মাত্রের সাত্ত্বিকাংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং রজসাংশ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং ঐ তন্মাত্রপঞ্চকের পঞ্চীকরণ দ্বারা পঞ্চভূত এবং পঞ্চ ভূতের মিলিত সাত্ত্বিক অংশ হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে। আদি পুরুষ সনাতন কার্য্যও নহেন, কারণও নহেন।—এই প্রপঞ্চ সমুদয়ের কারণ প্রকট পুরুষ এবং মায়া বা আদ্যাশক্তি কার্য্য।

কিন্তু, এই আদ্যাশক্তি কি প্রকার, তাহা বুঝিবার বা তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব জানিবার শক্তি সাধারণ মানবের নাই। জড়শক্তি তত্ত্বে যত পাণ্ডিত্যই থাকুক, জড়াতীত জ্ঞান-শক্তির বিশিষ্ট উন্নতি না হইলে, কেহই এই মূলপ্রকৃতি মহাশক্তির তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। তোমাদের পাশ্চাত্যজড়বিজ্ঞানের গুরু হার্ব্বাটস্পেন্সার কঠোর জড়শক্তির সাধনাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যতদূর জড় আছে, ততদূর আলোচনা করিয়াছেন—কিন্তু সে যে কি, তাহা বলিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "জড়ও শক্তি, তাহা বুঝিয়াছি,—কিন্তু শক্তি কি তাহা বুঝি নাই"। * না বুঝিবারই কথা, যোগিগণের ধ্যান ধারণা ব্যতীত এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পুরুষ-প্রকৃতির সন্ধান মিলে না।

* Supposing him (the man of science) in every case able to resolve the appearances, properties and movements of things into manifestations of Force in Space and time; he still finds that force, Space and Time pass all understanding......First principles. page. 66

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চীকরণ।

শিষ্য। গুণত্রয়ের স্বরূপ অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভেদে তিন প্রকার, সেই সমুদয়ের স্বরূপগত প্রকারভেদ, গুণত্রয়ের লক্ষণ এবং পঞ্চীকরণ আমাকে একবার বিশদ করিয়া বলুন।

গুরু। জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তিভেদে অহঙ্কারের শক্তি তিন প্রকার; তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের ইচ্ছাজনিকাশক্তি, রাজসের ক্রিয়াজনিকাশক্তি এবং তামসের অর্থজনিকাশক্তি জানিবে। তামসাহঙ্কার সম্বন্ধিনী দ্রব্যজনকশক্তি হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং ঐ সমস্ত গুণ হইতে পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, অগ্নির গুণ রূপ, জলের রস ও পৃথিবীর গন্ধ, এই সূক্ষ্ম দশটি পদার্থ মিলিত হইয়া পৃথিব্যাদিরূপ কার্য্যজনিকাশক্তি বিশিষ্ট হয়; পরে, পঞ্চীকরণ নিষ্পাদিত হইলে, দ্রব্যশক্তি বিশিষ্ট তামসাহঙ্কারের অনুবৃত্তি যুক্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রোত্র, ত্বক্, রসনা, চক্ষু ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই পঞ্চবিধ বায়ু—এই সমুদয় মিলিত হইয়া যে সৃষ্টি হয়, তাহাকে রাজস সৃষ্টি বলে। এই ক্রিয়াশক্তিময় সাধন অর্থাৎ কারণ-সংজ্ঞক ইন্দ্রিয় সকল, আর ইহাদের উপাদান কারণ, ইহাদিগকে চিদনুবৃত্তি বলে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞানশক্তি সমন্বিত পঞ্চ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অর্থাৎ দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ ও অশ্বিনী-

কুমারদ্বয় এবং বুদ্ধি প্রভৃতি চারি প্রকারে বিভক্ত অন্তঃকরণের চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই চারি অধিষ্ঠাতৃ দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু ও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ মন ইহাই সাত্ত্বিকী সৃষ্টি।

পূর্ব্বে যে সূক্ষ্ম ভূতরূপ পঞ্চতন্মাত্রের কথা বলিয়াছি, পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর সেই সকলের পঞ্চীকরণ ক্রিয়াদ্বারা স্থূল পঞ্চভূতের উৎপাদন করিয়াছেন। সেই পঞ্চীকরণ কি তাহা বলিতেছি,—

মনে কর, উদক নামক ভূত সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত প্রথমে রস-তন্মাত্রকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইল, এইরূপে অবশিষ্ট সূক্ষ্মভূতরূপ তন্মাত্র চতুষ্টয়ও পৃথক্ পৃথক্ দুইভাগে বিভাজিত হইল। এক্ষণে পঞ্চভূতের প্রত্যেকের অর্দ্ধভাগ রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট প্রত্যেক অর্দ্ধ ভাগকে পুনর্ব্বার চারিভাগে বিভক্ত কর, সেই চারিভাগের এক এক ভাগ, নিজের অর্দ্ধাংশে যোগ না করিয়া অন্য অর্দ্ধ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই যোগ কর। এইরূপ করিলে জল ও ক্ষিতি আদি স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইবে। এইরূপে জলাদির সৃষ্টি হইলে পর তাহাতে অধিষ্ঠাতৃ রূপে চৈতন্য প্রবিষ্ট হন, তখন সেই পঞ্চভূতাত্মক দেহে ‘আমিই পঞ্চ-ভূতাত্মক দেহ, এইরূপ তাদাত্ম্য ভাবে সংশয়াত্মক মনোবৃত্তির উদয় হয়। আকাশাদি ভূতগণ পঞ্চীকরণদ্বারা দৃঢ়ীভূত ও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইলে, আকাশে এক, বায়ুতে দুই, এইরূপ ক্রমে ভূত সকলে এক এক অধিক গুণ দৃষ্ট হয়। তদনুসারে আকাশের এক শব্দ গুণ ভিন্ন অপর আর কিছুই নাই; বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী গুণ নির্দ্দিষ্ট আছে। এইরূপে পঞ্চীকৃত ভূতসমূহের মিলন-প্রক্রিয়া-দ্বারা এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ ব্রহ্মের বিরাট মূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়াছে।

শিষ্য। এইরূপ পঞ্চীকরণ কি আপনিই হইয়াছিল ?

গুরু। না,—ইহারা পরস্পর কম্পনাভিঘাতে এইরূপ হইয়াছিল ; আর মূলে সেই পরমা প্রকৃতি ছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে,—

ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি।

ছন্দের দ্বারা এই বিশ্ব-রূপ প্রকাশ। ছন্দইত স্বর-কম্পন। বেদেও উক্ত হইয়াছে—

'পৃথিবী চ্ছন্দঃ। অন্তরিক্ষং ছন্দঃ। দ্যৌশ্চন্দঃ। নক্ষত্রাণি ছন্দঃ। বাক্ ছন্দঃ। কৃষিশ্ছন্দঃ। গৌশ্ছন্দঃ। অজা ছন্দঃ। অশ্বশ্ছন্দঃ।'—শুক্ল যজুর্ব্বেদসংহিতা।

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, নক্ষত্র, বাক্য, কৃষি, গরু, ছাগল, অশ্ব এ সমুদয় আর কি ? ছন্দ বা স্পন্দন ভিন্ন আর ত কিছুই নহে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, স্বর-কম্পন—"হংস" ইহাই ত জীবাত্মা। শ্বাস বহির্গত হইবার সময় হং ; আর যখন স্পন্দিত দেহে প্রবেশ করে—তখন সঃ। মানব হইতে সমস্ত পদার্থেই এই স্বর-কম্পন। স্বর-কম্পনরোধ হইলেই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, আবার গঠিয়া নূতন স্বর-কম্পনের আশ্রয়ীভূত হয়।

স্পন্দনবাদ দ্বারা সৃষ্টি-রহস্য সহজেই বুঝা যাইবে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে স্পন্দনবাদদ্বারাই সৃষ্টি-রহস্য প্রমাণীকৃত হইয়াছে। কুম্ভকার যষ্টিদ্বারা তাহার কুলালচক্রকে বেগে কাঁপাইয়া দিয়া তদ্দ্বারা মৃত্তিকাদিকে ঘট সরাবে পরিণত করে। কুলালচক্রের অতিরিক্ত কম্পন-কালে বোধ হয় যেন তাহা ঘুরিতেছে—কিন্তু বস্তুতঃ সে কম্পনেরই অধিক বেগ। থামিয়া আসিবার সময় দেখিবে, তাহা কাঁপিতেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও এক্ষণে এই কম্পনবাদ অতি শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার

এবং এতদ্দ্বারা অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। এবং ইহার উপরেই ধর্ম্মতত্ত্বকে সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। *

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মহামায়া।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণ প্রসব করিলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও জননী হইতেছেন মহামায়া। কিন্তু মায়ার আবার দেবত্ব কি? মায়ার আবার আরাধনা কি? মায়া ত মিথ্যা।

গুরু। মহামায়ার দেবত্ব নাই,—কিন্তু দেবতার উপরেও তিনি। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হরি, হর এবং ব্রহ্মারও জননী তিনি,—তিনিই পরব্রহ্মের বাসনা বা চিচ্ছক্তি।

মায়া বা এষা নারসিংহী সর্ব্বমিদং সৃজতি, সর্ব্বমিদং রক্ষতি, সর্ব্বমিদং সংহরতি; তস্মাৎ মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাৎ। য এতাং মায়াং শক্তিং বেদ স মৃত্যুং জয়তি, স পাপ্মানং তরতি, সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে॥

তাপনীয়শ্রুতি।

"এই নরসিংহ-শক্তিরূপিণী মহামায়াই এই সমুদয় বিশ্বজগতের সৃষ্টি,

* The vibratory theory explains all the various potencies of creation. In fact, I believe it to be the key that unlocks the great secret of nature. It explains the nature of love, hate friendship, light, heat, electricity, chemical combination, mesmerism and in short, every thing when properly understood.—The Religion of the Stars, page. 84.

পালন ও সংহার করিয়া থাকেন, অতএব সাধকের এই মহতী মায়াশক্তিকে জানা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি এই মায়াশক্তি জানিতে পারেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করেন এবং সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ইহলোকে মহতী সম্পদ ভোগ এবং পরলোকে অমৃতত্ব লাভ করেন।"

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া, সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ।

"হে দেবি। তুমি বিশ্বব্যাপিনী অনন্তবীর্য্যরূপিণী মহাশক্তি, তুমিই এই বিশ্বের কারণস্বরূপা; তুমিই মহামায়া, এই সমুদয় সংসার তোমারই মায়াতে বিমোহিত।"

শিষ্য। অনেকে বলেন, ঐ যে মায়াশক্তি, তাহা জড়মায়া স্বরূপা বৈষ্ণবীশক্তি!

গুরু তাহা নহে।

অথাতোহস্বোপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামোহথ হেনাং ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মরূপিণীমাপ্নোতীতি তথা ভুবনাধিশ্বরী তুর্য্যাতীতা বিশ্বমোহিনীতি।

ভুবনেশ্বরী উপনিষৎ।

"হে সৌম্যগণ। তোমরা যখন সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছ, তখন আমি অবশ্যই তোমাদিগকে সেই পরম সগুণ-নির্গুণাত্মক ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ্ বলিব। যিনি এই সমস্ত ভুবনের নিয়ন্ত্রী সেই বিশ্ববিমোহিনী স্বরূপতঃ তুরীয়চৈতন্যরূপিণী। অতএব সেই ব্রহ্মরূপা তোমাদের এই দেহ মধ্যেই বিরাজ করেন, এজন্য এই শরীরের অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্রহ্মরন্ধ্রে অন্বেষণ করিলেই প্রাপ্ত হইবে।"

অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্।
আরাধয়েৎ পরাং শক্তিং প্রপঞ্চোল্লাসবর্জ্জিতাম্॥

সূত সংহিতা।

"অতএব, সংসারনাশের নিমিত্ত সেই সাক্ষিমাত্র, সমস্ত প্রপঞ্চ ও উল্লাসাদি পরিবর্জ্জিত আত্মস্বরূপা পরাশক্তির আরাধনা করিবে।"

পরা তু সচ্চিদানন্দরূপিণী জগদম্বিকা।
সৈবাধিষ্ঠানরূপা স্যাৎ জগদ্‌ভ্রান্তেশ্চিদাত্মনি॥

স্কন্দপুরাণ।

"চিদাত্মাতে যে এই জগতের ভ্রান্তি হয়, তদ্বিষয়ে সেই সচ্চিদানন্দ-রূপিণী পরাশক্তি জগদম্বিকাই অধিষ্ঠান স্বরূপা জানিবে।"

এতৎ প্রদর্শিতং বিপ্রা দেব্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
সর্ব্ব-বেদান্ত-বেদেষু নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ॥
একং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।
যোগিনস্তৎ প্রপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্॥
পরাৎপরতরং তত্ত্বং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্।
অনন্তং প্রকৃতৌ লীনং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্॥
শুভ্রং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নির্গুণং দৈন্যবর্জ্জিতম্।
আত্মোপলব্ধিবিষয়ং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্॥

কূর্ম্ম পুরাণ।

"হে বিপ্রগণ! দেবীর মাহাত্ম্য ব্রহ্মবিদ্‌ঋষিগণকর্ত্তৃক পরিনিশ্চিত হইয়া বেদ ও বেদান্ত মধ্যে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় সর্ব্বত্রগামী নিজ কূটস্থ চৈতন্য স্বরূপ, কেবল যোগিগণই তাঁহার সেই নিরুপাধিক স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ। প্রকৃতি-পরিলীন অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ দেবীর সেই পরাৎপর তত্ত্ব পরমপদ যোগিগণই নিজ হৃদয়-কমল-মধ্যে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। হে মহর্ষিবৃন্দ! দেবীর সেই অতীব নির্ম্মল সতত বিশুদ্ধ সর্ব্বদীনতাতিদোষ-বর্জ্জিত নির্গুণ নিরঞ্জন ভাব কেবল আত্মোপলব্ধির বিষয়; একমাত্র বিমলচেতা যোগেশ্বর পুরুষেরাই সেই পরমধাম দর্শন করিয়া থাকেন।"

নির্গুণা সগুণা চেতি দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ।
সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নির্গুণা তু বিরাগিভিঃ॥

দেবীভাগবত।

"হে মুনিগণ! সেই পরব্রহ্মরূপিণী সচ্চিদানন্দময়ী পরাশক্তি দেবীকে ব্রহ্মবাদিমনীষিগণ সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুই প্রকার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; তাহার মধ্যে সংসারআসক্ত সকাম সাধকগণ তাঁহার সগুণভাব, আর বাসনা-বর্জ্জিত জ্ঞানবৈরাগ্যপূর্ণ নির্ম্মলচেতা যোগিগণ নির্গুণভাব সমাশ্রয়পূর্ব্বক আরাধনা করিয়া থাকেন।"

চিতিস্তৎপদলক্ষ্যার্থাচিদেকরসরূপিণী।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

"চিতি, এই পদ তৎপদের লক্ষ্যার্থবোধক, অতএব তিনি এক মাত্র চিদানন্দস্বরূপা।"

এতাবৎ তোমাকে যাহা বলিলাম, তাহাতে তুমি বোধ হয়, বুঝিতে পারিয়াছ, ত্রিগুণপ্রসবিনী সনাতনী মহামায়া প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার এবং হরি-হরাদি দেবতাগণের সৃষ্টি হইয়াছিল।

শিষ্য। তাহা স্মরণ আছে, কিন্তু এখনও আমার কথা আছে। কথাটা এই;—আপনি পূর্ব্বে বলিলেন, নিরুপাধিক নির্গুণব্রহ্মের সৃষ্টির বাসনাই মায়া বা আদিশক্তি;—কিন্তু এক্ষণে শাস্ত্রের যে সকল প্রমাণ শুনাইলেন, তাহাতে একেবারে সেই মহামায়াকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া গেলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি?

গুরু। নির্গুণব্রহ্ম, আর মায়া একত্বসম্পাদক বাক্যার্থ; তাই ঐরূপ বুঝাইয়াছে;—কিন্তু ফলে দোষ হয় নাই। বিশেষতঃ বেদান্তশাস্ত্রে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—মায়া মিথ্যা,—কেবল অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মেতেই মায়া কল্পিত হইয়া থাকে। কাজেই অধিষ্ঠানের সত্তা ব্যতীত মায়ার

পৃথক্ সত্তার প্রতীতি হয় না। তবে এখন মায়াতেই অধিষ্ঠানভূত সত্তারূপ ব্রহ্মেরই উপাসনা সম্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ এই আকারে মায়ার স্বরূপত্ব প্রতিপাদন হইলেও কোন বিরোধ সঙ্ঘটিত হইতে পারে না। কেননা, ব্রহ্ম-উপাসনাস্থলে কেবল ব্রহ্মের গ্রহণ না করিয়া, যেমন শক্তির ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তার অভাব প্রযুক্ত শক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মের গ্রহণ করিতে হইবে, সেইরূপ মায়ার আরাধনা করিলেই পরব্রহ্ম সত্তাবিশিষ্ট মায়ার উপাসনা বুঝিতে হইবে। ফল কথা এই যে, যেমন নিরুপাধিক বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা সম্ভবে না, সেইরূপ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া, কেবল মহামায়ার উপাসনাও সম্ভবে না। অধিকন্তু, কেবল মায়ার আশ্রয় নাই। তিনি ব্রহ্মেরই আশ্রিতা।

পাবকস্যোষ্ণতেবেয়মুষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ।
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং শিবস্য সহজা ধ্রুবা।

"যেমন অগ্নির উষ্ণতা, কিরণমালীর কিরণমালা, নিশাকান্ত হিমাংশুর জ্যোৎস্না প্রভৃতি স্বভাবশক্তি, সেইরূপ সেই পরাৎপরা পরমাশক্তি শিবময় পরব্রহ্মের স্বভাবশক্তি।"

স্বপদা স্বশিরশ্ছায়াং যদ্বল্লঙ্ঘিতুমীহতে।
পাদোদ্দেশে শিরো ন স্যাৎ তথেয়ং বৈন্দবী কলা॥

"যেমন কোন লোক নিজ পদদ্বারা নিজমস্তকের ছায়া লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিলে, প্রতিপদনিক্ষেপেই মস্তকছায়ার বিদ্যমানতা থাকে না, তদ্রূপ এই বিন্দু সম্বন্ধিনী কলাকে জানিবে, অর্থাৎ পরব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া কদাপি ব্রহ্মশক্তির সত্তা থাকিতে পারে না।"

চিন্মাত্রাশ্রয়মায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমাঃ।
অনুপ্রবিষ্টা যা সংবিৎ নির্ব্বিকল্পা স্বয়ম্প্রভা॥
সদাকারা সদানন্দা সংসারচ্ছেদকারিণী।
সা শিবা পরমা দেবী শিবাভিন্না শিবঙ্করী॥

"হে দ্বিজোত্তমগণ! চিন্মাত্রাশ্রিত মায়াশক্তির অবয়বে অনু প্রবিষ্ট যে সদ্রূপা সদানন্দময়ী সংসার-উচ্ছেদকারিণী কল্পনাদি বিরহিতা স্বয়ংপ্রভা চিৎশক্তি, সেই পরমদেবীই পরমশিবরূপিণী।"

শিষ্য। আরও একটি দুর্ব্বোধ্য কথা আছে।

গুরু। কি বল?

শিষ্য। আপনি শাস্ত্রীয় প্রমাণে যাহা ব্যক্ত করিলেন, তাহাতে বুঝিতে পারা গেল,—মায়া নির্গুণ পরব্রহ্মেরই শক্তি। কিন্তু প্রকট বা সগুণ ঈশ্বরই পুরুষ এবং প্রকৃতিই তাঁহার শক্তি; ইহা আগে বলিয়াছেন,—এইরূপ উভয় প্রকার কথাতে আমার ভ্রম জন্মিতেছে।

গুরু। ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর না বলিয়াই কথা গুলায় গোলযোগ লাগিয়া থাকে। কাষ্ঠখণ্ডে আগুন আছে, কিন্তু যতক্ষণ সে অগ্নি বাহির না হয়, ততক্ষণ কাঠ,—কাঠ কিন্তু ঘর্ষণেই হউক, আর অন্যবিধ কারণেই হউক, যেই কাঠ জ্বলিয়া উঠে, সেই সে আগুন। মায়াশক্তি ব্রহ্মে আছে—কিন্তু স্তিমিত ভাবে, যেই মায়াশক্তির বিকাশ হয়, সেইতিনি প্রকট।

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না। প্রকট হইলেন কি ব্রহ্ম?

গুরু। হইলেন, কিন্তু স্বরূপে থাকিয়া।

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। ব্রহ্ম বস্তু বুঝিবার উপায় নাই। তুমি এখন সেই চিৎঘন প্রকট ঈশ্বর, আর চিচ্ছক্তি মহামায়াকে জানিয়া রাখ। জীবের ইহার অধিক বুঝিবার শক্তি নাই বলিয়া সাংখ্যকার কপিলদেব এই পর্য্যন্তই খুঁজিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ত্রি-গুণ।

গুরু। আমি তোমাকে যে আদ্যাশক্তি মূলা প্রকৃতির কথা বলিলাম, তাহা অব্যক্ত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা। মানুষ উহা ধারণাও করিতে পারে না, মানুষের নিকট উহা সম্পূর্ণরূপে অব্যক্ত। স্ত্রী-অণু যেমন পুংঅণুর সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত এবং ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়া স্থূল প্রকৃতিতে পরিণত হয়। জড় বিজ্ঞানের মতে জড় পদার্থের পরমাণুপুঞ্জ যে প্রকার জড়শক্তির সংযোগে ক্ষোভিত ও পরিণত হয়, মূলপ্রকৃতিও তদ্রূপ পুরুষ-সংযোগে ক্ষোভিত হইয়া পরিণামবিকার এবং বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তুমি স্মরণ রাখিও—এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা প্রকৃতি আর স্থূলা প্রকৃতি পৃথক্। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

> ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
> অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
> অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
> জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
>
> শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

"আমার মায়ারূপ প্রকৃতি, ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত। হে মহাবাহো! এই প্রকৃতি অপরা (নিকৃষ্টা) এতদ্ভিন্ন আমার আর একটী জীব স্বরূপ পরা (উৎকৃষ্টা চেতনময়ী) প্রকৃতি আছে; উহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।"

আমি তোমাকে এই পরা প্রকৃতির কথা বলিলাম,—এবং ইহাই

বলিয়াছি যে, পরা প্রকৃতিই পুরুষের যোগে ক্রমবিবর্ত্তনের পথে অপরা প্রকৃতি হয়েন।

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

"হে ভারত! মহৎপ্রকৃতি আমার গর্ব্ভাধান-স্থান, আমি তাহাতে সমস্ত জগতের বীজ নিক্ষেপ করিয়া থাকি, তাহাতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয়। হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক মূর্ত্তি সম্ভূত হয়, মহৎ প্রকৃতি সেই মূর্ত্তি সমুদয়ের যোনি (মাতৃস্থানীয়) এবং আমি বীজপ্রদ পিতা।"

প্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ড যখন কারণার্ণবে প্লাবিত, ভগবান্ সমস্ত পদার্থের কর্ম্মবীজ বা জীব-বীজ নিজ অঙ্গে সংহৃত করিয়া, সেই কারণ-বারিতে শায়িত থাকেন, তখন এই পরা প্রকৃতিও নিশ্চেষ্ট থাকেন, এবং উহার গুণও ক্ষোভিত হয় না, কাজেই পরিণামও প্রাপ্ত হয় না। সে সময়ে ঐ গুণ স্পন্দন রহিত ও মৃতবৎ থাকে। তৎ-পরে, সৃষ্টির প্রাক্কালে যখন পুরুষের তেজ, মূল প্রকৃতিতে সংক্রামিত হয়, তখনই উহার গুণক্রিয়া আরম্ভ হইয়া ক্রম বিবর্ত্তিত অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমন করে।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।

ঐ মূল প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এই তিন গুণের দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। এক কথায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রকট ঈশ্বরের তিনটি গুণ-বিভাগ। ঈশ্বরকে

জানিতে হইলে ঐ দেবতাত্রয়কেই জানিতে হইবে। তিনগুণকে না জানিতে পারিলে, সগুণ অর্থাৎ পূর্ণ গুণাভিষিক্ত ঈশ্বরকে জানিবে কি প্রকারে? পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে অনেক লোকেও এই ত্রিগুণের ত্রিমূর্ত্তি স্বীকার ও সাধনা করেন। তাঁহারাও বলেন, পরব্রহ্ম অনন্ত, এই হেতু তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ং'—তিনি সতত প্রকাশশীল এবং পরিবর্ত্তনশীল এজন্য ত্রিমূর্ত্তিধারী।" *

খৃষ্টিয়ানগণও ঈশ্বরের এই ত্রিমূর্ত্তি স্বীকার করেন। যদিও তাঁহাদের ধর্ম্ম দর্শন-বিজ্ঞানের নিকট যুক্তি দেখাইতে হইলেই অবনত-মস্তক হয়, তথাপি এই গুণত্রয়ের ত্রিমূর্ত্তি তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহারা, পিতা পরমেশ্বর (God The Father) পুত্র পরমেশ্বর (God The Son) এবং কপোতেশ্বর (Holy Ghost) বলিয়া ঈশ্বরের ত্রিমূর্ত্তির আভাস প্রকাশ করেন। জ্ঞান-প্রধান বৌদ্ধ ধর্ম্মেও বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিমূর্ত্তির কথা আছে। ফলতঃ যিনি যে ভাবেই বলুন, মূলে ঈশ্বরের বিকাশিত গুণের স্বতন্ত্র পূর্ণভাবময় শক্তির স্বতন্ত্র বিকাশ ত্রিমূর্ত্তি। স্মরণ রাখিও—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব ঈশ্বরেরই মূর্ত্তি,—ঈশ্বরই।

---

* The Deity is one, because it is infinite. It is triple, because it is ever manifesting Secret Doctrine.

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ত্রি-শক্তি।

গুরু। ঈশ্বরের বাসনা চৈতন্য-মিশ্রণে যে ভাবে ক্রিয়াপর হয়েন, সেই ভাবকে শক্তি কহে। স্বতঃ বাসনা চৈতন্যাদি কাল ও সতের সহিত মিলনে যে অবস্থা হয়, তাহাকে বস্তু বলা যাইতে পারে। এক ব্রহ্মই অবস্থাভেদে বস্তু ও শক্তি এই দ্বিবিধ ব্যক্ত ভাবে পরিণত। শক্তি, উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া, বস্তুকে লইয়া যে ভাবে জগৎ প্রকাশ করেন, সেই মিশ্রচৈতন্য ভাবকে মায়া বলে। ঐ মায়া দুই ভাগে বিভক্ত। একাংশ শক্তিগত মায়া। অপরাংশ বস্তুগত মায়া। বস্তুগত মায়া পুরুষ এবং শক্তিগত মায়া প্রকৃতি। এই সংযোগে পুরুষ কার্য্যপর হইয়া জগৎরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছেন।

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার—কার্য্য জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপ ঈশ্বরের তিনটী গুণ তিনটি শক্তি লইয়া কার্য্য করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"হে নারদ! সেই ঈশ্বর ত্রি-শক্তিধারী হইতেছেন,—তাঁহাকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া আমি (ব্রহ্মা) সৃজন করিতেছি, হর তাঁহার বশীভূত হইয়া সকল বস্তু হরণ করিতেছেন এবং বিষ্ণু বিশ্ব পালন করিতেছেন।"

শ্রীমদ্ভাগবত, ২য় স্কঃ। ৬ষ্ঠ অঃ। ৩২ শ্লোঃ।

উপরে ভাগবতের যে শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ বলা হইল, তাহাতেই সমস্ত কথা বিশদ ভাবে বুঝিতে পারিবে। সগুণ ঈশ্বর ত্রি-শক্তিধারী। ত্রি-শক্তি আছে যাঁর, তিনিই ত্রি-শক্তিধারী। কাল, চৈতন্য ও সৎ এই তিনটি নিত্য চৈতন্যময় বস্তুর ক্রিয়াপর অবস্থাই তিনটি শক্তি।

দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া এই তিনটি মায়ার শক্তি। সেই ত্রি-শক্তি মিশ্রিত হইয়া মায়া নামে একটি চৈতন্যাংশের প্রকাশ হইয়া থাকে।

যিনি পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে চৈতন্য-প্রবাহ বস্তু সংগ্রহ করিয়া জগৎ প্রকাশের উপযোগী করিতেছেন, তিনি চৈতন্যময় স্বভাব পুরুষ বা ব্রহ্মা। ব্রহ্মা কি পদার্থ, তাহা বোধ হয়, বুঝিতে পারিয়াছ?

সগুণ ঈশ্বর বিশ্ব পরিপালন করিতেছেন। সর্ব্বতোভাবে আত্মবশ করণের নাম পালন। ঈশ্বর পরম চৈতন্যাবস্থা হইতে জীব বা আত্মা-রূপে মায়া-মধ্যগত হইয়া মায়ার সকল বিভূতিকে অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনাদিকে সজীব রাখিয়া আত্মবশ রাখিয়াছেন; এই পালন-কর্ত্তা বিষ্ণু। বোধ হয়, বিষ্ণু কি, তাহাও বুঝিয়াছ।

সগুণ ঈশ্বর হইতে কাল ও অহঙ্কার শক্তির এবং চৈতন্যপ্রবাহিকা শক্তির প্রকাশ হইয়া এই জগৎ সুনিয়মে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই কালই হর বা শিব নামে খ্যাত। কার হরণকার্য্য করিয়া থাকেন। সম্মিলিত সমষ্টি হইতে অভীষ্ট ভাগের উদ্ধারকে হরণ কহে। মনে কর, দশ (১০) হইতে পাঁচ (৫) উদ্ধার করিতে হইলে দুইটী (২) পাঁচ প্রকাশ হইলে, পূর্ণ দশ (১০) সংখ্যার লয় হয়। সেই প্রকার সৎ ও চৈতন্য মিশ্রণাবস্থাকে কাল, ঈশ্বরের বাসনাজাত উদ্দেশ্যরূপী জীব ও জগৎ প্রকাশ করিবার জন্য চৈতন্য ও সৎকে প্রয়োজন মতে অংশ করিয়া রূপান্তরিত করিতেছেন।

শিষ্য। ঈশ্বরের এই ত্রিগুণ শক্তি, ঈশ্বরের বশীভূত হইয়াই কি কার্য্য করিয়া থাকেন?

গুরু। তুমি লিখিতে জান, গান গাহিতে জান, শাস্ত্রপাঠ করিতে জান,—ঐ তিনটি তোমার গুণ বা শক্তি। উহারা কি তোমার বশী-ভূত থাকিয়া কার্য্য করে না? কোষাধ্যক্ষ যেরূপ কোষের বশীভূত—

তদ্রূপ ইহারা ঈশ্বরের বশীভূত। ঈশ্বরের সগুণ ভাব না পাইলে, কাহারও ক্ষমতা নাই যে, কার্য্যপর হয়।

ঈশ্বরের উপাধি অমূর্ত্ত মহামায়া ; সেই মহামায়া কেবল ত্রিগুণময়ী-সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তি-পুঞ্জীকৃতা। সেই আদ্যাশক্তিই সৃজন, পালন ও লয় করিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে কিঞ্চিৎ স্থূল যে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহাই দান করেন। তাহা লইয়াই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব স্ব স্ব কার্য্য করেন। ক্রম বিকাশেই শক্তির বিকাশ—বিবর্ত্তবাদেই প্রকৃতির প্রকাশ। ধীরে ধীরে প্রকৃতির ক্রিয়া হয়,—ইহা তোমাদের জড় বিজ্ঞানেরও মত।

শ্রীমদ্দেবীভাগবতে এই গুণত্রয়ে শক্তিদান ও সূক্ষ্মতাত্ত্বিক আলোচনা সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছে, তাহারই বঙ্গানুবাদ আমি তোমাকে শুনাইতেছি,—

"সেই আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আমাকে (ব্রহ্মাকে) মধুর বাক্যে এইরূপ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! সেই পুরুষের এবং আমার সর্ব্বদাই একত্বভাব, এবং আমাদের কোন ভেদ নাই। যে পুরুষ, সেই আমি, এবং যে আমি, সেই পুরুষ। তবে যে শক্তি ও শক্তিমানে ভেদবুদ্ধি হয়, একমাত্র মতিভ্রমকেই তাহার কারণ বলিয়া জানিবে। যে সাধক, আমাদের উভয়ের (পুরুষ ও প্রকৃতির) ভেদ বিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে, অর্থাৎ স্বরূপতঃ ভেদ না থাকিলেও কেবল কার্য্যতঃ ভেদ মাত্র, এইটি যাহার অনুভূত হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু আছেন, তিনি নিত্য সনাতন স্বরূপ হইলেও সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে তিনি দ্বৈধ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। একমাত্র দীপ উপাধি যোগে দ্বৈধ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যেমন একমাত্র মুখ, দর্পণরূপ উপাধি যোগে প্রতিবিম্বিত হয়, যেমন একমাত্র পুরুষ ছায়ারূপ উপাধিযোগে দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণোপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইলেই আমাদের ভেদ প্রতীয়মান হয়। হে ব্রহ্মন্! অনাদি ও অনন্তরূপে প্রবহমান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক প্রলয়কালে জীবের অভুক্ত কর্ম্ম সমুদয় জগতের বীজরূপে মায়ার সহিত অভিন্ন ভাবেই উহাতেই সংলীন হইয়া থাকে এবং মায়া সমস্ত প্রপঞ্চ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিঃশেষে গ্রাস করিয়া পরব্রহ্মের সহিত অভেদে অবস্থান করে, তখন ব্রহ্মবস্তু নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় নিরীহভাবে অবস্থিতি করে। তদনন্তর জীবের সেই কর্ম্ম কালযোগে পরিপক্ক হইলে, ক্ষেত্রস্থিত বীজের ন্যায় সেই নিরীহ ব্রহ্মবস্তু কাল ও কর্ম্মবশে উচ্ছূন হইয়া থাকে, সেই জন্য মায়া সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর কর্ম্মবীজ যুক্ত সেই মায়া হইতেই বৃক্ষের অঙ্কুর-পত্র-পুষ্প-ফলাদির ন্যায় এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হইতে থাকে। ইহাতে মায়া ও মায়ার কার্য্যে পরব্রহ্ম অনুস্যূত থাকেন; অতএব সৃষ্টির নিমিত্ত মায়ার যত প্রকার ভেদ হয়, ব্রহ্মবস্তুরও তত প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। যখন, এইরূপে সৃষ্টি হয়, তখন উক্তরূপে দ্বৈধভাব প্রাপ্ত হইলে দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপে সর্ব্বথা প্রভেদ প্রতীত হইয়া থাকে। পদ্মাসন। একমাত্র প্রলয়কালে আমি, স্ত্রী বা পুরুষ নহি এবং ক্লীবও নহি, কেবল সৃষ্টিকালেই বুদ্ধিদ্বারা আমার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। পদ্মজন্মন্! আমিই বুদ্ধি, আমিই স্ত্রী এবং আমিই ধৃতি, কীর্ত্তি, মতি, স্মৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, দয়া, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষমা, ক্ষান্তি, কান্তি, শান্তি এবং আমিই পিপাসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, জরা ও অজরা।

* * * পরমেষ্ঠিন্! নিত্য স্থিতিশীল ও ক্ষণস্থায়ী অমূর্ত্ত প্রভৃতি নিত্যানিত্য পদার্থ সমুদয়ই সকর্ত্তৃত্ব কারণ জন্য জানিবে, কিন্তু অহঙ্কার, সেই সমস্ত পদার্থের মধ্যে অগ্রিম অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হয়। এইরূপে

মহদাদি সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি বিকৃতির সর্ব্বপ্রকার ভেদ মাত্র; তাহাতে বিশেষ এই যে, অগ্রে প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, তদনন্তর অন্যান্য সমস্ত ভূতবর্গ,—এইরূপে তুমিও পূর্ব্বের ন্যায় যথাকালে এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিতে থাক।

ব্রহ্মন্! তুমি এই দিব্যরূপা, চারুহাসিনী, রজোগুণযুতা, শ্বেতাম্বর-ধারিণী, দিব্যভূষণে ভূষিতা, শ্বেতসরোজবাসিনী, সরস্বতী নাম্নী শক্তিকে ক্রিয়া-সহচারিণী করিবার নিমিত্ত গ্রহণ কর। এই অত্যুত্তমা ললনা তোমার প্রিয় সহচরী হইবেন; ইহাকে আমার বিভূতি জানিয়া সর্ব্বদাই পূজ্যতমা বিবেচনা করিবে, কদাচ অবমাননা করিবে না। তুমি ইঁহার সহিত সত্যলোকে গমন কর এবং এক্ষণে তথায় থাকিয়া মহত্তত্ত্বরূপ বীজ হইতে চতুর্ব্বিধ জীবনিবহের সৃষ্টি কর। প্রলয়ে ভূত সকল জীব ও কর্ম্মসমূহের সহিত মিলিত হইয়া একত্র সংস্থিত রহিয়াছে, তুমি যথাকালে পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ করিও। কাল কর্ম্ম স্বভাব এই সকল কারণে স্বভাবভূত স্বগুণসমূহ অর্থাৎ সত্ত্বাদি ও শব্দাদি গুণ সমস্ত-দ্বারা এই অখিল জগৎকে পূর্ব্বের ন্যায় সংযুক্ত কর, অর্থাৎ যাহার যেরূপ গুণ, যাহার যেরূপ প্রারব্ধ কর্ম্ম, যাহার যেরূপ ফলযোগের কাল, যাহার যেরূপ স্বভাবভূত গুণ, সেইরূপে তুমি তাহাদিগকে ফলপ্রদান করিও।" *

তদনন্তর, মহাদেবী বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—"বিষ্ণো! এই মনোরমা লক্ষ্মীকে গ্রহণ কর, এই কল্যাণরূপিণী সততই তোমার বক্ষঃস্থলবাসিনী হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই। তোমার বিহারের নিমিত্তই এই সর্ব্বার্থপ্রদায়িনী লক্ষ্মীকে তোমাকে অর্পণ করিলাম।" †

তৎপরে শিবকে সম্বোধন করিয়া মহামায়া বলিলেন;—"হে হর!

---

* শ্রীমদ্দেবী ভাগবত; ৩ স্কঃ ৬ অঃ।

† শ্রীমদ্দেবী ভাগবত; ৩ স্কঃ ৬ অঃ।

এই মহাশ্যামরূপিণী মনোরমা কালীকে গ্রহণ কর, তুমি কৈলাসপুরী রচনা করিয়া, তাহাতে ইহার সহিত মহাসুখে বিহার কর।"

"দেবতাদিগের জীবন ধারণের জন্য আমি যজ্ঞক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছি, পরন্তু, তোমরা তিনজনে সর্ব্বদাই মিলিত থাকিয়া পরস্পর অবিরোধে কার্য্য সম্পাদন করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তোমরা এই তিনজন আমার তিনটি গুণসম্ভূত দেবতা, অতএব তোমরা এই সংসারে মাননীয় ও পূজনীয় হইবে, সন্দেহ নাই ; যে মূঢ়বুদ্ধি মানব, তোমাদের ভেদ কল্পনা করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইবে ; সন্দেহ নাই।" ‡

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ব্রহ্মা ও সরস্বতী।

শিষ্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনটি অমূর্ত্ত গুণ,—ইঁহাদিগের আবার বিহারার্থ একটি করিয়া স্ত্রী হইল কেন ?

গুরু। মূর্খ! তাঁহারা কি স্ত্রী ?—শক্তি। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবেন, সৃষ্টিকার্য্যের শক্তির নাম সরস্বতী। বিষ্ণু পালন করিবেন, সেই পালন শক্তির নাম লক্ষ্মী। শিব বা মহাকাল সংহার করিবেন, মহাকালের সংহার-শক্তি কালী।

শিষ্য। তবে তাহা মহামায়া প্রদান করিলেন কেন ?

গুরু। কে দিবে ?

শিষ্য। গুণের সহজাত শক্তি, সুতরাং গুণ হইলে তাহার শক্তি ত সঙ্গে সঙ্গেই জন্মে।

‡ শ্রীমদ্দেবী ভাগবতঃ ৩ স্কঃ ৬ অঃ।

গুরু। তাহা নহে; বালক জন্মিয়াই বেদপাঠ করিতে পারে না বা হাটিয়া যাইতে পারে না; গুণ অব্যক্ত বীজের ন্যায় তাহাতে থাকে, কিন্তু ক্রমে শক্তির সাহায্যে তাহার স্ফূর্ত্তি পায়। আর যখনকার কথা হইতেছে, অর্থাৎ সৃষ্টি প্রারম্ভের কালে কিছুই ছিল না, গুণ ও শক্তির সেই নব বিকাশ। ঐ গুণত্রয় এবং শক্তিত্রয় লইয়াই সপ্তলোকের সৃজন, পালন ও লয় সংঘটিত হইতেছে। ঐ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম গুণ ও শক্তিত্রয় ক্রমে স্থূল হইতে আমাদের স্থূলতর জগৎ পর্য্যন্ত আসিয়া এই পরিদৃশ্যমান জগৎ শোভা পাইতেছে।

পরমাণু, তন্মাত্র এবং বিন্দু ইহা লইয়াই জগৎ। পরমাণুকেই গুণ বলা যায়। আর অহঙ্কারতত্ত্বের আবির্ভাবে তন্মাত্র-সাকল্যে জগৎ সৃষ্ট হয়। বিন্দু, শব্দব্রহ্মের অব্যক্ত ত্রিগুণ এবং চিদংশবীজ। ফলে বিনাশই একার্থ বাচক এবং বিনাশই নিত্য সূক্ষ্ম শক্তিব্যঞ্জক।

শিষ্য। আমার কথার উত্তর না করিয়া, কতকগুলি অতিশয় দুর্ব্বোধ্য কথা শুনাইয়া দিলেন।

গুরু। তোমার কথার উত্তর দিব বলিয়াই ঐ কথাগুলার অবতারণা করিয়াছি। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি অমূর্ত্তগুণ—তাঁহারা আবার আমাদের মত এক একটি গৃহিণী কাড়িলেন কেন? উঁহারা স্ত্রী নহেন,—সূক্ষ্ম শক্তি। মহামায়া গুণগুলিকে শক্তি-সমন্বিত করিয়া একটু স্থূল করিলেন।

ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবেন, তাঁহার সৃষ্টিশক্তি হইলেন, সরস্বতী। সরস্বতী নাদ-রূপিণী—শব্দ ব্রহ্ম; সরস্বতী সেই শব্দ ব্রহ্ম চিদংশ বীজ।

পরম ব্যোমে (স্থিতা), একপদী দ্বিপদী চতুষ্পদী অষ্টাপদী, নবপদী এবং সহস্রাক্ষরা হইতে প্রবৃত্তা সে গৌরীদেবতা সলিলসমূহ ভক্ষণ করতঃ (জগৎ) নির্ম্মাণ করিতেছেন। ঋগ্বেদ ৪১ ঋক্।

সায়নাচার্য্যের অর্থ—

"পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিতা গৌরবর্ণা বাগ্‌দেবী সৃষ্টির উপক্রমে সলিল সদৃশ বর্ণ, পদ ও বাক্যসমূহকে সৃজন করিতে করিতে বহু শব্দ প্রকাশ করিয়াছেন। কি প্রকারে? তাহাই বলিতেছেন,—প্রথমে প্রণব রূপ একপদ ব্রহ্মের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, তৎপরে ব্যাহৃতি ও সাবিত্রীরূপ পাদদ্বয়, অনন্তর বেদচতুষ্টয়াত্মক পাদচতুষ্টয়, অনন্তর বেদাঙ্গ ষট্ ও পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র এই অষ্ট, তৎপরে মীমাংসা, ন্যায়, সাঙ্খ্য যোগ, পাঞ্চরাত্র, পাশুপত, আয়ুর্ব্বেদ ও গন্ধর্ব্ববেদের সৃষ্টিতে নবপাদ বিশিষ্টা এইরূপে বিবিধবাক্যসমূহের সৃজনকারিণী হইয়া অনন্ত হইয়াছে।

সাং—২য় [অধিদৈবত পক্ষে] শব্দ-ব্রহ্মাত্মিকা শুক্লবর্ণা সরস্বতী দেবী, স্বীয় শব্দসমূহের অভিধেয় সমস্ত জগৎ পরিচ্ছন্ন করিতেছেন। কি প্রকারে? জলজন্য সমস্ত এ জগৎকে স্ব-ব্যাপ্তির দ্বারা নানাবিধ করত [এক এক বস্তুর বহুতর নাম আছে; যথা—বৃক্ষ, মহীরুহ, শাখী ইত্যাদি। যদিও বৃক্ষ ও মহীরুহের প্রকৃতি প্রত্যয়ানুগত অবয়বার্থ কিঞ্চিদ্‌বিভিন্ন, কিন্তু দেশভেদে যে ভাষা-ভেদ শোনা যায়, তাহাতেও জানা যায় যে, এক এক পদার্থ বহুভাষায় বহুনামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।] সেই সরস্বতী দেবী, অনন্তাকারা হইতে ইচ্ছা করিয়া ছন্দোভেদে একপদী প্রভৃতিরূপে বর্দ্ধনশীলা হইয়া জগৎ-কারণ পরব্রহ্মে আশ্রিতা রহিয়াছেন।

সাং—৩য় [অধিদৈবত পক্ষে] পরম ব্যোমরূপ অন্তরীক্ষে সমাশ্রিতা গৌরী দেবতা (বিদ্যুৎ সহচারিণী মেঘবাণী) এক পা, দুই পা, চারি পা, আট পা, নয় পা হইতে ক্রমে সহস্র পাদ পরিমিত স্থানে সলিলসমূহ সম্যক্ সম্পাদনপূর্ব্বক উদক ক্ষরণের হেতু হওত স্তনিতরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

সাং—৪র্থ [অধ্যাত্মপক্ষে] পরম ব্যোমরূপ অস্মদাদির হৃদয়াকাশে সমাশ্রিতা, ধ্বনিস্বরূপা গৌরীদেবতা, একপদী, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, অষ্টাপদী, নবপদী হইয়া সহস্র সহস্র অক্ষর ব্যাপিয়া ঘটাদিবাচক পদসমূহ সম্যক্ সম্পাদনপূর্ব্বক শব্দাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

সায়নাচার্য্য আরও বলেন,—"একপদী—ধ্বনিমাত্র রূপে দ্বিপদী—সুবন্ত ও তিঙন্ত রূপ পাদদ্বয় বিশিষ্টা। চতুষ্পদী—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত রূপ পাদচতুষ্টয়যুক্তা। অষ্টাপদী—সপ্ত বিভক্তি ও সম্বোধন রূপ অষ্টপদান্বিতা। নবপদী—ঐ অষ্ট এবং অব্যয়রূপ নবপাদ সমন্বিতা।"*

এক্ষণে, তুমি বোধ হয় বুঝিয়াছ,—ব্রহ্মাদিকে প্রকৃতিদেবী যে শক্তি দান করিয়াছেন, সেইশক্তি তাঁহাদিগের স্ত্রী নহেন। কার্য্য-করণাত্মিকা সূক্ষ্মতমা শক্তি। এই শক্তিদ্বারা তাঁহারা সৃজন পালন ও লয় করিতেছেন।

শিষ্য। পুরাণে পাঠ করিয়াছি, ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ। ব্রহ্মাকে চতুর্ম্মুখ বলিবার তাৎপর্য্য কি ?

গুরু। পুরাণে রূপক। কিন্তু রূপকেরও একটা মূলতত্ত্ব আছে। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই জগৎ ব্রহ্মারই চতুর্ব্বিধ অবস্থা। প্রথম, বিশুদ্ধ তুরীয় ভাব সমন্বিত অবস্থা ; তৎপরে দ্বিতীয় ফলময় কারণ অবস্থা ; তৃতীয়, কারণময় সূক্ষ্ম অবস্থা ; চতুর্থ কার্য্যময় স্থূল অবস্থা। এই অবস্থাচতুষ্টয়ের কল্পনাতেই ব্রহ্মার চারি মুখের কল্পনা করা হইয়াছে। আরও ব্রহ্মার শক্তি সরস্বতী বাক্যের দেবতা,—বৈদিক মতে সেই বাক্য চারিভাগে বিভক্ত ; যথা,—

"বাক্য, চারিপাদ পরিমিত অর্থাৎ চতুর্দ্ধা বিভক্তীকৃত। যাঁহারা মনীষী ব্রাহ্মণ, তাঁহারা তৎসমুদয়ই অবগত আছেন বস্তুতঃ তাঁহার তিন

* শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী ভট্টাচার্য্যকৃত বঙ্গানুবাদ।

গুহাতে নিহিত আছে, লক্ষিত হয় না। চতুর্থ মাত্র সাধারণ মনুষ্যে সকলেই বলে।”—ঋগ্বেদ, ৪৫ শ ঋক্। সমাধ্যায়ী-অনুবাদ।

এই হেতুতেও ব্রহ্মার চারি মুখের কল্পনা হইয়া থাকিবে।

নবম অধ্যায়।

স্পন্দন-বাদ।

শিষ্য। আদি পুরুষ ব্রহ্মা নাদ-শক্তিদ্বারা কিরূপে স্থূলতা প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন, তাহা আমাকে বলুন?

গুরু। বিষয় অত্যন্ত গুরুতর। খুব সাবধানে ইহার আলোচনা করিতে হইবে এবং যতদুর সরলে ও সহজে বুঝিতে পারা যায়,—তাহা করিতে হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা শরীরমধুনত।

তৈঃ আঃ ১।২৩।

“সৃষ্টি করিব মনে করিয়া, তিনি শরীর কম্পিত করিলেন।”

কম্পনাৎ। বেদান্ত দর্শন, ১।৩।৩৯।

বেদান্ত দর্শনেও বলিয়াছেন, কম্পন হইতেই জগৎ জাত।

ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি। শতপথ ব্রাহ্মণ।

ছন্দই বিশ্ব।

মা চ্ছন্দঃ। প্রমা চ্ছন্দঃ! প্রতিমা চ্ছন্দঃ। যজুর্ব্বেদ সংহিতা।

মা চ্ছন্দ প্রমা চ্ছন্দঃ এবং প্রতিমা চ্ছন্দ—ইহা লইয়া যথাক্রমে ভূর্লোক, অন্তরীক্ষলোক ও স্বর্লোক বা স্বর্গ।

ছন্দের একটা গতি আছে। কিন্তু এই গতিরও একটা নির্দ্দিষ্ট

স্থিতি আছে—অর্থাৎ তাল আছে। সুর ও তালবিশিষ্ট বাক্যসমূহকে ছন্দ বলে। এই ছন্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। কেন না, তিনিই বাগ্‌দেবী, অর্থাৎ বাক্য ও সুরের দেবতা।

বৈদিকমতে * বাক্য চারিপ্রকারে বিভক্ত। ঋষিগণ বলেন—ওঁকার একটি এবং তদ্বাদে মহাব্যাহৃতিত্রয়ে তিনটি, অর্থাৎ ভূঃ—পৃথিবীতে, ভুবঃ-অন্তরীক্ষে, এবং স্বঃ—স্বর্গে।

এখন কথা হইতেছে, এই স্থলে তোমাকে বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে, নাদ ব্রহ্ম। এবং ছন্দে সপ্তলোকই অধ্যাসিত ; পরে একথা পুনরায় পাড়িতে হইবে।

তোমার ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিকগণও এই স্পন্দনবাদ লইয়া খুব আন্দোলন-আলোচনা করিতেছেন। হার্ব্বার্ট, স্পেন্সার রিচ্‌মণ্ড প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্পন্দনবাদ বা স্বর-কম্পন লইয়া বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া—উহা যে জগতের অন্যতম সূক্ষ্মশক্তি তাহা স্বীকার করিতেছেন।

এই স্বর-কম্পনই আমাদের মন্ত্রবাদের মূলাত্মিকা শক্তি, তাহা সেই স্থলেই তোমাকে বুঝাইব।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বিষ্ণু ও লক্ষ্মী।

গুরু। বিশ্বের পালনকর্ত্তা-বিষ্ণু বা সত্ত্ব গুণ এবং সেই গুণশক্তি ত্রিভুবন পালনকর্ত্রী লক্ষ্মী। এই অনন্তসত্ত্বা, পুরাণে সহস্রশীর্ষধারী

* ঋগ্বেদ, ৪৫শ ঋক্।

নারায়ণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে,—ব্রহ্মের তিন প্রধান সত্তা জগৎ-ক্রিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। সৎ, চিৎ ও আনন্দ। সৎ উপাদান কারণ, চিৎ নিমিত্ত কারণ এবং আনন্দ ভোগকর্ত্তা। ভোগাবস্থায় স্বরূপানুভব অর্থাৎ সকল চেষ্টা, যাহা আনন্দ নামে কীর্ত্তিত, তাহা চরিতার্থ করিতে নিমিত্তকারণের প্রয়োজন হয়;—উপাদানকারণ, নিমিত্তকারণের সাহায্যে পরিণত হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিতেজ, কাষ্ঠখণ্ডকে আশ্রয় করিয়া অন্নাদি প্রস্তুতের নিমিত্তকারণ হয়। সেই প্রকার, এই বিশ্ব কার্য্যরূপী উপাদানসমূহে প্রকাশার্থ চেষ্টা ও নিমিত্তই একমাত্র কারণ-চৈতন্য-সত্তা। সেই চিৎসত্তাই অনন্তশিরোধারী শেষশায়ী নারায়ণ বা বিষ্ণু। অনিশ্চিতগতি কাল-শক্তিকেই পুরাণে শেষ নাগ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষ্ণুর এই চারি হাত। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, তাঁহার পদ। চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক সর্ব্বাঙ্গ,—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীবের আধার বলিয়া তাঁহার নাম অনন্তদেব এবং তিনি অনন্তশীর্ষাপুরুষ। দেবদেহে অহংকারের অর্থাৎ জীবাত্মার আশ্রয়দাতা হইয়া পঞ্চপ্রাণরূপী সর্পের আশ্রয়ে বিষ্ণু সংকর্ষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন।

সত্ত্ব গুণে ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি।

আবির্ভাব-তিরোভাবান্তরালাবস্থা স্থিতিরুচ্যতে।—কৈয়ট।

আবির্ভাব ও তিরোভাবের অন্তরাল অবস্থাকে স্থিতি বলে। ব্রহ্মার রজোগুণ বা চৈতন্য-শক্তিতে বিশ্বের আবির্ভাব এবং শিবের তমোগুণ বা সংহরণ শক্তিতে বিশ্বের তিরোভাব, ইহার অন্তরালেই স্থিতি।

লক্ষ্মী দেবী এই স্থিতি বা পালন কার্য্যের শক্তি। লক্ষ্মী দেবী মহামায়া বা আদ্যাশক্তির বিক্ষেপ শক্তি। মহামায়ার দ্বিবিধ শক্তি * এক

* অস্যাজ্ঞানস্যাবরণবিক্ষেপনামকং শক্তিদ্বয়মস্তি। বেদান্তসার।

আবরণ শক্তি; অপর বিক্ষেপ শক্তি। যে শক্তিতে আত্মা কি, আমি কে, জানিতে দেয় না, তাহাই আবরণ শক্তি; আর যে শক্তিতে সৃষ্টি-সামর্থ্য বিদ্যমান, তাহাই বিক্ষেপ শক্তি।

অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, সেই প্রকার আত্মবিষয়ক অজ্ঞান-আবৃত-আত্মাতে ভ্রমময় আকাশাদির সৃষ্টি করিয়াছে। অজ্ঞানের যে শক্তি দ্বারা সেই প্রকার সৃষ্টি হয়, তাহাকেই বিক্ষেপ শক্তি বলে। এই বিক্ষেপ শক্তিই নশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি করিয়াছে। *

লক্ষ্মীই শ্রী;—জগতে ভোগৈশ্বর্য্যের যে কিছু পদার্থ আছে, তাহাই লক্ষ্মী। সেই সৌন্দর্য্য-শোভাময় পদার্থই ত আমাদিগকে মিথ্যাজ্ঞানে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণুর সেই বিক্ষেপ শক্তিই ত স্থিতির হেতু। টাকা কড়ি বিষয় বিভব বাড়ী ঘর দুয়ার—ঐ বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবেই ত আমাদিগকে রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায়, মিথ্যাজ্ঞানে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। তিনি স্থিতিকারিণী। লক্ষ্মীই ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত বিহারে রত থাকিয়া আমাদিগকে ধনাদি দানে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনিই জগতে ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া দিতেছেন। তাই, ভগবান্ লক্ষ্মীবন্ত। তাই, যাহার টাকা আছে, ধন আছে, বিষয় বিভব আছে—ফলকথা যাহার বিক্ষেপ শক্তির যত অধিক বাঁধন আছে, তাহাকেই লোকে লক্ষ্মীবন্ত বলিয়া থাকে।

* এবমজ্ঞানমপি স্বাবৃতাত্মনি স্বশক্ত্যা আকাশাদিপ্রপঞ্চমুদ্ভাবয়তি তাদৃশং সামর্থ্যম্। তদুক্তং বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেদিতি ॥ বেদান্তসার।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বিষ্ণুর পশুযোনি।

শিষ্য। আপনি বলিতেছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সৃষ্টিবিজ্ঞানের ব্রহ্মগুণ এবং তাঁহাদিগের হইতেই প্রাথমিক সূক্ষ্ম জগতের সৃষ্টি। ইহাত বিজ্ঞানেরই কথা। তবে পুরাণাদিতে, বিষ্ণুর পশুযোনিতে জন্মের কথা দেখিতে পাওয়া যায় কেন?

গুরু। পশুযোনিতে জন্ম কি? এমন কি কোনও পুরাণে পাঠ করিয়াছ যে, বিষ্ণু পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? তুমি বোধ হয় বরাহ, কূর্ম্ম, নৃসিংহ প্রভৃতি অবতারের কথা বলিতেছ?

শিষ্য। হাঁ,—তাহাই বলিতেছি।

গুরু। অবতার বুঝাইবার সময় এই বিষয় তোমাকে বিশদ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা পাইব। তবে বিষ্ণুর ঐ বরাহাদি পশুমূর্ত্তিরও রূপকভেদ আছে।

শিষ্য। সে কি প্রকার, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। কেবল বরাহ কূর্ম্ম প্রভৃতি পাশব অবতারের কথা হয় ত তোমার জানা আছে, কিন্তু যদি শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ মনঃসংযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাক, তবে হয়শীর্ষ (ঘোড়ার মত মাথা) প্রভৃতি আরও কতকগুলি অবতারের কথাও বোধ হয় অবগত থাকিতে পার।

শিষ্য। হাঁ,—তাহাও স্মরণ হইল! ভাল, আমি শ্রীমদ্ভাগবতের সেই অংশটুকুর অনুবাদও না হয় পাঠ করিতেছি,—

"হে নারদ! আমি (ব্রহ্মা) যখন যজ্ঞ করিয়াছিলাম, তখন সেই যজ্ঞে ভগবান্ বিষ্ণু হয়শীর্ষ নামে যজ্ঞপুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সেই ভগবানের বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় ছিল। তিনি শ্বাস-প্রশ্বাস-দ্বারা বেদচ্ছন্দ ও বেদোক্ত যজ্ঞক্রিয়াসমূহ এবং বিশ্বের সকল দেবগণের আত্মময় বাক্য সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন।"*

গুরু। উহাতে কিছু বুঝিতে পার নাই?

শিষ্য। আজ্ঞা না।

গুরু। বুঝিবার চেষ্টা কর না বলিয়াই বুঝিতে পার নাই। ব্রহ্মার যজ্ঞই সৃষ্টির প্রচার। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলেই বা যজ্ঞের মন্ত্র কার্য্য ও উদ্দেশ্য সমাপ্ত হইলেই বিষ্ণু প্রকাশ হয়েন;—ব্রহ্মার সৃষ্টিরূপ যজ্ঞ সমাপ্ত হইবার উপযোগী হইলে, ভগবান্ হয়শীর্ষরূপে তথায় আবির্ভূত হইয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসদ্বারা পূর্ব্বোক্ত ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হয়শীর্ষ। হয় শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। কঠোপনিষদে ইন্দ্রিয়গণকে হয়, বা অশ্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—অন্যত্রও আছে। পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়গণকে অশ্বের সহিত তুলনা অনেক স্থলেই করিয়াছেন। তাহার কারণ, ইন্দ্রিয়শক্তির গতিও অশ্বের ন্যায় উদ্দাম ও দ্রুত এবং বল্গাদি-দ্বারা বশে রাখিলে, তদ্দ্বারা অনেক শুভকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। শীর্ষ অর্থে অগ্রভাগ।

এক্ষণে প্রকৃত কথা এই যে,—ব্রহ্মার কারণ-সৃষ্টিই যজ্ঞের প্রথম অবস্থা এবং কার্য্যসৃষ্টিই পরিণামাবস্থা। ঐ কার্য্যই জীব ও জগৎ। এই অবতারের অর্থ এই যে,—বিষ্ণু বা স্থিতির দেবতা, ভূতাদি লইয়া ইন্দ্রিয়ধারী হইয়া জীব হইলেন।

শিষ্য। অতি সুন্দর কথা। সৃষ্টিতত্ত্বের এত বৈজ্ঞানিক ও সূক্ষ্মযুক্তি অন্য কোথাও নাই। ভাগবতের ঐ স্থলে ব্রহ্মা নারদকে আরও কতকগুলি অবতারের কথা বলিয়াছিলেন, আপনি সে গুলিরও অর্থ আমাকে বলুন।

* শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্ক, ৭ম অঃ, ১১ শ শ্লোকের অনুবাদ।

গুরু। তুমি ঐ সম্বন্ধে এক একটি শ্লোক বল,—আমি এক একটির ব্যাখ্যা করি।

শিষ্য। "হে নারদ! যুগান্ত-সময়ে জগতের সকল জীবসংযুক্ত পৃথ্বীময় নৌকার সহিত মনুকে গ্রহণ করিয়া, ভগবান্ বিষ্ণু মৎস্যরূপে মদীয়মুখনিঃসৃত বেদমার্গ গ্রহণপূর্ব্বক সেই জীবময় নৌকায় প্রদান করিয়া প্রলয়-সলিলে বিহার করিয়াছিলেন।" *

গুরু। জীব অর্থে অদৃষ্ট বা কর্ম্ম, ইহারই বশে মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির জন্ম। পৃথ্বীময় অর্থে এখানে সর্ব্বভূতকারণময়। সকল জীবের যে স্বাভাবিকী জ্ঞান—তাহাই বেদ, (বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা) প্রলয় হইবার সময়, ভগবান্ আত্মদত্ত কাল কর্ম্ম স্বভাব ও মায়া সমুদয় সংহরণপূর্ব্বক আপনাতে সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। জীবপ্রকাশক শক্তির নাম মনু। জীবাদি কর্ম্ম ও অদৃষ্ট, আর ভূতাদির সূক্ষ্ম কারণই মায়া বা কারণবারি; ইহাতে প্রলয়কালের কথা বুঝা যাইতেছে, অর্থাৎ ভগবান্ প্রলয়কালের অন্তে সেই কারণবারি হইতে মনুকে বা জীব-প্রকাশিকা শক্তিকে (অব্যক্ত অদৃষ্ট বীজ) গ্রহণপূর্ব্বক বেদ বা স্বাভাবিক জ্ঞান তাহাতে অর্পণপূর্ব্বক সৃষ্টির বিকাশ করিয়াছিলেন। ভগবান্ তখন মৎস্য অবতার—কেননা, তিনি তখন মৎস্য অর্থাৎ সমভাবাপন্ন।

শিষ্য। "হে নারদ! যখন অমর ও দানবগণ, অমৃত লালসায় ক্ষীরসমুদ্রকে মন্দর পর্ব্বতদ্বারা মন্থন করেন; তখন আদিদেব ভগবান্ বিষ্ণু কূর্ম্মমূর্ত্তি ধরিয়া পৃষ্ঠোপরি পর্ব্বতকে ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই পর্ব্বত-ঘর্ষণ যেন তাঁহার পক্ষে নিদ্রাবস্থায় গাত্রকণ্ডূয়ন সদৃশ সুখময় হইয়াছিল।" †

---

* শ্রীমদ্‌ভাগবত ২য় স্ক, ৭ম অঃ, ১২শ শ্লোকের অনুবাদ।

† শ্রীমদ্ভাগবত; ২য় স্ক, ৭ম অঃ, ১৩শ শ্লোঃ।

গুরু। পূর্ব্বে জীবের অব্যক্ত বীজভাবও জ্ঞানান্বিত হইয়া জড়ে অন্বিত হইল; ইহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু সে জীব কে? জীবও ঈশ্বর। জড়ে অন্বিত বলিয়া জীবেশ্বর। এক্ষণে তাহার পরের অবস্থা, এই অবতারে বলা হইতেছে। কূর্ম্ম অর্থে স্বকীয় ইচ্ছায় আত্ম-প্রকাশ এবং স্বইচ্ছায় তাহার লয়। ঈশ্বর সগুণ হইয়া আপনাতে লীন কারণসমূহ হইতে সৃষ্টি করিতে আপনিই নিরত হইলেন। দেব ও দানবগণ অমৃতাশায় তখন উন্মত্ত। তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে—কিন্তু অমৃত বা প্রকৃতসুখ কি? তত্ত্ব কি? তাই ভগবানের কচ্ছপাকৃতি—সংহরণ ও বিকাশ দেখান, ইহাই সৃষ্টি ও লয়ের কথা।

শিষ্য। "হে নারদ! দেবগণের ভয় নাশ করিবার জন্য সেই ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক, ভীষণ ভ্রুকুটী সংযুক্ত করাল-বদন সমন্বিত দৈত্যেন্দ্রকে ত্বরায় পদাঘাতে ভূমিতে নিপাতিত করিয়া, তাহাকে আপন ঊরুদেশে ধারণ করতঃ নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন।" *

গুরু। ইহা কারণ জগতের বাহিরের কথা,—ইহা জৈবিক দেহ-তত্ত্ব। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু ইহারা দুই ভাই। শাপে দৈত্যবংশে জন্মগ্রহণ করে এবং ইহাদিগের স্বভাবই এই যে, ইহারা ভগবানের সহিত শত্রুতা করিবে,—সেইরূপ বন্দোবস্তই ছিল। ইহার প্রকৃত ভাব এই যে, অবিদ্যাগর্ভজাত যে রিপু, সে ভগবানের শত্রু; কিন্তু ভগবানের শত্রু কেহ নহে, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুও ভগবানের দ্বাররক্ষক দ্বারী ছিল,—ভগবান্‌কে লোকে সহজে না দেখিতে পায়, এই জন্যই দ্বারী, কিন্তু ব্রাহ্মণের দর্শনে দ্বারী বিঘ্নোৎপাদন করিয়াছিল; তাই ব্রাহ্মণে শাপ দিয়াছিলেন। সেই জন্যই দুই ভ্রাতার জন্ম। প্রবৃত্তি তমোগুণা হইলে

* শ্রীমদ্ভাগবত; ২য় স্ক, ৭ম অঃ, ১৪শ শ্লোঃ।

অবিদ্যা নাম ধারণ করে ;—চৈতন্য যখন ঐ প্রবৃত্তি দ্বারা আরোপিত হয়, তখন তমোগুণী হইয়া থাকে।

এখন, চৈতন্য তমোগুণে আকর্ষিত হইলে, একাংশে জগতের লোপ হয়, অর্থাৎ প্রলয় প্রকাশ হয়। অপরাংশে জীবের নাশ হয়। হিরণ্যাক্ষ যে ভাগের সংজ্ঞা, সেই ভাগ প্রথম এবং তমোগুণী, যে চৈতন্যাংশ অজ্ঞানরূপে জীবের লয় সাধন করে, তাহাই হিরণ্যকশিপু। আর সাধকের যে বিশ্বাস, তাহাই প্রহ্লাদ নামে আখ্যাত। অজ্ঞান আত্মদর্শন করিতে বাধা জন্মায়, ইহাই হিরণ্যকশিপুর দেব-পীড়ন। সাধক যখন উপাসনা অবলম্বন করেন ; তখন পরম চৈতন্য তাঁহাদের সন্নিহিত-আত্মদর্শন প্রদান করেন, এবং অজ্ঞানকে নাশ করেন,—এই অজ্ঞান নাশই হিরণ্যকশিপুর নাশ বুঝিতে হইবে।

শিষ্য। আর একটী বরাহরূপ আছে।

গুরু। হাঁ,—তাহারও ঐরূপ নিগূঢ় অর্থ আছে। বরাহ অবতার হইয়া কি করিয়াছিলেন ? না,—কারণার্ণবনিমগ্না বসুন্ধরাকে দ্রংষ্ট্রাদ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন। জীব, স্বীয় কর্ম্মফলের বীজ লইয়া প্রলয়কালে কারণবারিতে নিমজ্জমান ছিল, বরাহ হইয়া তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। বরাহ এস্থলে ক্ষীয়মান কাল। দিক্ কাল প্রভৃতি সমস্তই ঈশ্বর, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শিব ও কালী।

শিষ্য। শিব তমোগুণময়;—তমোগুণে জগতের সংহার কার্য্য হয়, তাহা বুঝিতেছি; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, শিব অর্থে মঙ্গল, যিনি সংহার করিবার দেবতা, তিনি মঙ্গলময় হইবেন কেন?

গুরু। তুমি কি বুঝিতেছ যে, শিব কেবল সংহারকার্য্য করিবার জন্যই তাঁহার সংহার-ত্রিশূল উদ্যত করিয়া বসিয়া আছেন? পুরাণে তাঁহাকে পরমযোগী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রত্নাকর তাঁহার ভাণ্ডারী, কৈলাসের ন্যায় মনোহরপুরী তাঁহার আবাসস্থলী, কিন্তু তিনি সে সকলের কিছুই চাহেন না। কিছুতেই দৃক্‌পাত করেন না। তিনি শ্মশানবাসী—চিতাভস্ম গাত্রে লেপন করেন, নরকপালে পানাহার করেন, নরাস্থিমালা ভূষণ করেন এবং ভাং ধুতুরা খাইয়া মত্ত থাকেন। কেন, যিনি ঈশ্বরের মহাগুণ—সংহরণ শক্তিতে যিনি শক্তিমান—এক কথায় ঈশ্বরের অংশ বা মহান্ ঈশ্বর, তাঁহার এমন ভাব কল্পিত হইল কেন?

তিনি সর্ব্বসাক্ষী কাল। কাল দুই প্রকার,—অখণ্ড কাল ও খণ্ড কাল। যাহা অখণ্ড কাল,—তাহাই মহাকাল,—মহাকালে অনন্ত ব্রহ্ম ব্যাপ্ত; অনন্ত দেশ ব্যাপ্ত মহাকাশ,—তাহা নির্গুণ। আর যাহা সগুণ, তাহাই খণ্ড কাল;—তাহাই জ্ঞানাধিগম্য; তাহাই জগতের কর্ম্মহেতু। মহাকাল হইতেই সৃষ্টি স্থিতি সংহাররূপী কাল। এই কালই শিব। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যখন নির্গুণে মিলিত,—স্তিমিত, তখনই মহাকাল; আর যখন গুণত্রয় পৃথক্, তখনই খণ্ডকাল। এই কালই শিব।

শিব সংহার করেন, তবে মঙ্গলময় শব্দ বাচক নাম হইল কেন, ইহাই প্রশ্ন করিয়াছিলে?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ।

গুরু। তুমি প্রত্যহ একরাশি অন্ন সংহার করিয়া থাক, তুমি কি মঙ্গলময়?

শিষ্য। আমি যে অন্ন খাই, তাহার উদ্দেশ্য আছে।

গুরু। উদ্দেশ্য কি?

শিষ্য। অন্নের সংহার করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করি। নতুবা আমি বাঁচিতাম না,—অন্নের সংহারে আমার দেহের পুষ্টি, আমার পরমায়ুর রক্ষা এবং অন্নের সহিত অধ্যাসিত অব্যক্ত বীজ গ্রহণ করিয়া, রমণী-গর্ত্ত-কটাহে প্রদান করিয়া জীবের জনন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারি।

গুরু। শিব যে সংহার করেন, তিনিও তাহাতে সৃষ্টি স্থিতি করিয়া থাকেন। ঐ দেখ, কুসুমটি ফুটিয়া রূপে রসে গন্ধে ফুলিয়া উঠিয়াছে। কালপূর্ণ হইলেই কাল উহাকে সংহার করিবেন, ফুল মরিয়া ফল হইবে, —ফলের বীজে বৃক্ষ হইয়া আবার সহস্র সহস্র ফুলের উৎপত্তি করিবে। এইরূপেই মঙ্গলময় শিব সংহরণ কার্য্যে ত্রিজগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। জীবের দেহেও এইরূপ প্রতিনিয়ত সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কার্য্য হইতেছে। সেই গুণত্রয়--সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রতিনিয়তই ভূর্ভুবঃস্বঃ এই তিনলোকের মহদাদি অণু পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থে সমস্ত জীবে এইরূপে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কার্য্য করিতেছেন।

শিবের এই সংহরণ শক্তির নাম কালী। সৃষ্টি স্থিতি সংহার কার্য্য তালে তালে সম্পাদিত হইয়া থাকে। জগতের কোন কার্য্যই বেতালে সম্পাদন হয় না। যুগ হইতে যুগান্তর তালে তালে আসিতেছে,

যাইতেছে—আবার আসিতেছে। বৎসরের পর বৎসর, মাসের পর মাস, দিনের পর দিন, প্রাতঃকালের পর সন্ধ্যা, আঁধারের পর জ্যোৎস্না সকলই তালে তালে আসে যায়। শৈশবের পর কৌমার, কৌমারের পর যৌবন, যৌবনের পর প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ের পর বৃদ্ধত্ব—তাও তালে তালে—তাই কালশক্তি কালী, তালে তালে নৃত্য করিয়া থাকেন। তাই ভক্তগণ প্রাণ ভরিয়া ভক্তি গদ্গদ কণ্ঠে বলিয়া থাকেন—

"একবার নাচ দেখি মা।"

তাই, প্রকৃতির সিদ্ধ-সাধক ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—

"দোলে দোলে রে আনন্দময়ী করাল-বদনী শ্যামা"।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশ্ব ছন্দময়; কাজেই সৃষ্টি-স্থিতি-বিধায়িনী কালী নৃত্যময়ী। মূলা প্রকৃতি হইতে স্থূলা প্রকৃতির পার্থক্য এই যে, মূলা-প্রকৃতি ত্রিগুণ প্রসবিনী—আর স্থূলা-প্রকৃতি স্থূলজগতের প্রসবিনী—অর্থাৎ বিশ্ব প্রসবিনী আমাদের মা। মূলা প্রকৃতি যখন ব্রহ্মে লিপ্তা, তখন তিনি সাম্যা ও নিষ্ক্রিয়া এবং গুণ বিরহিতা; আর স্থূলা প্রকৃতি যখন শিবে সংস্থিতা, তখনই গুণময়ী এবং বিশ্বপ্রসবিনী। তিনি সেই কালের বক্ষে দাঁড়াইয়া তালে তালে নৃত্য করতঃ ত্রিজগৎ স্পন্দিত করিয়া সংহারের পর সৃষ্টি করিতেছেন, ফুল মরিয়া ফলের সৃষ্টি করিয়া তদ্বীজে জগৎপূর্ণ করিতেছেন,—রক্তবীজ বধ করিয়া, রক্তভরা লহ লহ জিহ্বায় সেই তাথেই তাথেই নৃত্য করিতেছেন।

দেবীর রক্তবীজ বধোপাখ্যানেই আমার কথার প্রমাণ পাইবে। জগতে সকলেই রক্তবীজ,—তুমিও রক্তবীজ, আমিও রক্তবীজ; আর ঐ প্রস্ফুটিত ফুলও রক্তবীজ। রক্ত অর্থে রাগ বা অনুরাগ। অনুরাগেতেই আমরা রক্তবীজ,—দেবী আমাদিগকে সংহার করিতেছেন, কিন্তু আমরা রক্তবীজ,—একের বীজে সহস্র সহস্রের উদ্ভব হইতেছে! কেবল

বিরাগীই (যোগী) রক্তবীজ নহেন। রক্তবীজের রক্ত যদি পৃথিবীতে না পড়ে তবেই আর রক্তবীজের সৃষ্টি হয় না,—পৃথিবী অর্থে ক্ষেত্র। তাই দেবী নিজ করাল বদন বিস্তার করিয়া লেলিহান জিহ্বার উপরে রক্ত-বীজ বধ করেন।

দৈত্যকুল দেবদ্বেষী হইলে, সৃষ্টির বৈষম্য সাধন করিলে, তিনি দৈত্য-শক্তিকে সংহার করেন,—সংহার করিয়া আবার গড়েন,—সংহারে একেবারে যায় না, মন্দকে ভাল করাই সংহারের উদ্দেশ্য। অসৎকে সৎ করাই সংহারের লক্ষ্য—তাই ত্রিগুণময়ী কালী, আমাদের মঙ্গলময়ী; তাই হিন্দু, সেই কাল শক্তিকে কালের বক্ষে নৃত্য করিতে দেখিয়া, পূজা করিয়া গলদশ্রু লোচনে প্রণাম করেন,—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

কালীরূপ ও শিবলিঙ্গ।

শিষ্য। আপনি বলিতেছেন, ব্রহ্মের প্রকৃতি সূক্ষ্মা,—আর শিবের প্রকৃতি স্থূলা,—সেই স্থূলা প্রকৃতিই কালী। অর্থাৎ সেই সূক্ষ্মা প্রকৃতিরই বিকাশ স্থূলা প্রকৃতি। তাহা হইলে কালী অর্থে, আমাদিগের এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তঃপ্রকৃতিও বলা যাইতে পারে।

গুরু। নিশ্চয়ই। শাস্ত্রে তাঁহাকে জগন্ময়ী বলিয়াই আখ্যাত করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে কালীতত্ত্ব সম্বন্ধে এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে,—

উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্ ॥
শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্ব্বভূতানি শৈলজে ॥
অতস্তস্যাঃ কালশক্তের্নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ।
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ ॥
নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ।
অমৃতত্বাল্ললাটেঽস্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতম্ ॥
শশিসূর্য্যাগ্নিভির্নিত্যৈরখিলং কালিকং জগৎ।
সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্ ॥
গ্রসনাৎ সর্ব্বসত্ত্বানাং কালদন্তেন চর্ব্বণাৎ।
তদ্রক্তসঙ্ঘো দেবেশ্যা বাসোরূপেণ ভাষিতম্ ॥
সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে।
প্রেরণং স্ব-স্ব-কার্য্যেযু বরশ্চাভয়মীরিতম্ ॥
রজোজনিতবিশ্বানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠত।
অতো হি কথিতং ভদ্রে রক্তপদ্মাসনস্থিতা ॥
ক্রীড়ন্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং সুরাম্।
পশ্যন্তী চিন্ময়ী দেবী সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপিণী ॥
এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্ ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ১৩শ উল্লাস।

"মহাদেব বলিলেন, প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উপাসকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত গুণ ও ক্রিয়ানুসারে দেবীর রূপ কল্পনা হইয়া থাকে। হে শৈলজে! শ্বেত পীত প্রভৃতি বর্ণ সকল যেরূপ একমাত্র কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, তাহার ন্যায় সমুদয় পদার্থ কালীতে বিলীন হইয়া থাকে। এই জন্য যাঁহারা যোগী তাঁহারা সেই নির্গুণ,

নিরাকার, বিশ্বহিতৈষিণী কালশক্তিকে কৃষ্ণবর্ণে কল্পিত করিয়াছেন। তিনি কালরূপিণী, নিত্যা, অব্যয়া ও কল্যাণময়ী।—অমৃতত্ব প্রযুক্ত ইঁহার ললাটে চন্দ্রকলা কল্পিত হইয়াছে। সতত চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি দ্বারা কাল-সম্ভূত এই জগৎ দৃশ্যমান হইতেছে বলিয়া যোগিগণ তাঁহার ত্রিনয়ন কল্পনা করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রাণীকে গ্রাস ও কালদন্তে চর্ব্বণ করেন বলিয়া, জীবের রুধিরসন্ততি, সেই মহাকালীর রক্তবস্ত্র রূপে কল্পিত হইয়াছে। হে শিবে! তিনি বিপদ হইতে সময়ে সময়ে জীবগণকে রক্ষা ও স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করেন বলিয়া, তাঁহার হস্তে বর ও অভয় শোভা পাইতেছে। হে ভদ্রে! তিনি রজোগুণজাত বিশ্বে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া, তাঁহার রক্ত-পদ্মাসনে অধিষ্ঠান কথিত হইয়াছে। মোহময়ী সুরা পান করিয়া কালিক-জগৎ ভক্ষণপূর্ব্বক কাল ক্রীড়া করিতেছেন, চিন্ময়ী সর্ব্বসাক্ষি-স্বরূপিণী দেবী ইহা দর্শন করিয়া থাকেন। সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের হিতসাধনোদ্দেশে উক্ত গুণানুসারে সেই মহাকালীর রূপ কল্পনা করা হইয়াছে।”

মহাকালী সম্বন্ধে যাহা জানিবার প্রয়োজন, তাহা প্রায় সমস্তই উহাতে বর্ণিত হইয়াছে। সেই চিন্ময়ী অরূপা প্রকৃতির কেন রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, বোধ হয় তাহার উত্তর হইয়া গিয়াছে।

শিষ্য। হাঁ, যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আপনার কথিত তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, অল্পমেধাবী ব্যক্তিগণের জন্য দেবীর নানাবিধা মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানী জনগণ কি, সে রূপ বা মূর্ত্তি মান্য করিবে না?

গুরু। একথা তোমাকে আমি পরে বুঝাইব। কেন না, আগে

সমস্ত দেবতত্ত্ব না বুঝিতে পারিলে, আরাধনাতত্ত্বও ভালরূপে বুঝিতে পারিবে না।

শিষ্য। আপনি যাহা ভাল বুঝেন, তাহাই করুন। কিন্তু আর একটি কথা।

গুরু। কি বল?

শিষ্য। হিন্দু জাতির ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি স্ত্রী পুরুষ এবং সমস্ত বয়স ভেদেই শিব লিঙ্গ পূজনের ব্যবস্থা ও প্রচলন দেখা যায়,—শিবলিঙ্গ অর্থে কি?

গুরু। তুমি বোধ হয় লিঙ্গ অর্থে নিকৃষ্টতম স্থূল ইন্দ্রিয়-বিশেষের কথা বুঝিতেছ? তোমার মত অনেকেই বোধ হয়, তাহাই ভাবিয়াও থাকে। কিন্তু কি মহাভুল!

শিষ্য। তাহা ভাবিবার কারণও আছে।

গুরু। কি?

শিষ্য। যেরূপ ব্যাপারে ঐ লিঙ্গ গঠনাদির প্রমাণ আছে, তাহাতে ঐরূপ জ্ঞান করিবারই সম্ভাবনা।

গুরু। সে ব্যাপার কি?

শিষ্য। শিবলিঙ্গের গঠনপ্রণালীর নিয়ম আছে,—

> লিঙ্গস্য যাদৃগ্ বিস্তারঃ পরিণাহোঽপি তাদৃশঃ।
> লিঙ্গস্য দ্বিগুণা বেদী যোনিস্তদর্দ্ধসম্মিতা॥
> সর্ব্বতোঽঙ্গুষ্ঠতোহ্রস্বং ন কদাচিদপি ক্বচিৎ।
> রত্নাদিষু চ নির্ম্মাণে মানমিচ্ছাবশাদ্ভবেৎ॥ তন্ত্রম্।

"লিঙ্গের পরিমাণানুসারে তাহার বিস্তার করিবে। লিঙ্গ পরিমাণের দ্বিগুণ বেদীর পরিমাণ করিবে। যোনির ঊর্দ্ধ পরিমাণে যোনির পরিমাণ জানিবে। কোন পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণের কম করিবে না। রত্নাদি

দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ স্থলে কোন্ পরিমাণের নিয়ম নাই, আপনার ইচ্ছানুসারে লিঙ্গের পরিমাণ স্থির করিবে।"

পুরাণেও আছে,—

শিবলিঙ্গস্য যন্মানং তন্মানং দক্ষসব্যয়োঃ।
যোন্যগ্রমপি যন্মানং তদধোঽপি তথা ভবেৎ॥

লিঙ্গপুরাণ।

শিবলিঙ্গের যেরূপ পরিমাণ, তাহার বাম দক্ষিণেও সেইরূপ পরিমাণ জানিবে। এবং যোনির যে প্রমাণ, তদধোভাগেরও সেই প্রমাণ জানিবে।

শিবলিঙ্গের নিম্নভাগে যে স্থূলভাব্ আবরণ থাকে, তাহাকে বোধ হয় যোনিপীঠ বলে। শুনিয়াছি, ইহাকে গৌরীপীঠও বলে।

গুরু। ইহাতেই বুঝি ঐরূপ কদর্থের বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছ? শাস্ত্র দর্শনের অভাবেই হিন্দু হইয়া ও হিন্দুর নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত আছ। শাস্ত্র বলেন—

আলয়ং লিঙ্গমিত্যাহুর্ন লিঙ্গং লিঙ্গমুচ্যতে।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি লীয়ন্তে বুদ্বুদা ইব॥

"লিঙ্গ বা ইন্দ্রিয়বিশেষকে লিঙ্গ বলে না,—আলয়কে এ স্থলে লিঙ্গ বলিয়া জানিবে। আলয় অর্থাৎ সর্ব্বভূত যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়,—সমুদ্রে যেমন সমুদ্রোত্থিত বুদ্বুদ লয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শিব হইতে উদ্ভূত বুদ্বুদ স্বরূপ জীব সমুদয় যাহাতে লয় হয়, তাহাকে লিঙ্গ বলে।"

অন্যত্র আছে,—

প্রত্যহং পরমেশানি যাবজ্জীবং ধরাতলে।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা লিঙ্গং ব্রহ্মময়ং শিবে॥

"যাবৎ ধরাতলে জীবিত থাকা যায়, তাবৎ প্রত্যহ ব্রহ্মময় শিবলিঙ্গের পূজা করিবে।"

ব্রহ্মময় শিবলিঙ্গ বলায়, ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, উহা শিবের নিকৃষ্টতমের অঙ্গবিশেষ নহে, উহা ব্রহ্মময় পদার্থ। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে,—

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষঃ। কঠ শ্রুতি।

পরম পুরুষ শিব সর্ব্বময় হইলেও তিনি সাধকের হৃদয় মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানেই অবস্থিত,—কেননা, মহাকাশ তখন ঘটাকাশে পরিণত। সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর, তখন জীবেশ্বর হইয়া জীবের হৃদয়দেশে অবস্থিত,—তাই তিনি লিঙ্গ। প্রমাণান্তর যথা,—

আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
প্রলয়ে সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥

"আকাশ, লিঙ্গ এবং পৃথিবী তাঁহার আসন,—মহাপ্রলয়ের সময়ে দেবতাগণের নাশ হইয়া একমাত্র লিঙ্গরূপী মহাদেব বর্ত্তমান ছিলেন,—অতএব লিঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।"

আর গৌরীপীঠ বা যোনিপীঠ অর্থে নিকৃষ্টতম স্ত্রী-ইন্দ্রিয়-বিশেষ নহে। যাহা হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হইয়াছে, তাহাই যোনিপীঠ। সূতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

সদাশিবত্বং যৎ প্রাপ্তঃ শিবঃ সাক্ষাদুপাধিনা।
সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকম্॥

শিব নির্গুণ, কিন্তু মায়ার দ্বারা উপাধি বিশিষ্ট হইয়া সগুণ হয়েন, অতএব শক্তিহীন শিব নিরর্থক—অর্থাৎ সান্ত জীবের পক্ষে সেই অনন্ত অবশ্যই নিরর্থক। ব্রহ্মের গুণই শিব, কিন্তু যদি শক্তি বা মায়া কর্ত্তৃক উপাধিযুক্ত না হয়েন, তবে গুণের অবলম্বন কোথায়? অবলম্বনহীনতায় কাজেই তিনি আবার নির্গুণ। নির্গুণ হইলেই কাজেই নিষ্ক্রিয়, তাহা হইলে শিবের শিবত্বই নাই।

মহিমান্বিত শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন,—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্।

শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন, তবেই তাঁহার প্রভাব; নতুবা তিনি শব বা নিষ্ক্রিয়।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম তদ্বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

ব্রহ্ম নির্গুণ,—নির্গুণের উপাসনা সম্ভবে না, অতএব শক্তি সহযোগে তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। তাই লিঙ্গময় শিবের সহিত যোনিপীঠ বা শক্তিপীঠের সংস্থাপন।

এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, সান্ত জীব সেই অনন্ত ঈশ্বর এবং সূক্ষ্মা মূল-প্রকৃতিকে ধ্যান ধারণার বিষয়ীভূত করিতে পারে না, কাজেই এই গুণেশ্বর ও স্থূলা-প্রকৃতির আরানমা করিয়া কৃতার্থ হইবে না কেন? সেই জন্যই অধিকারভেদবিরহিত এই লিঙ্গরূপী শিবের ও শিবশক্তি কালিকার আরাধনা করিবার বিধি-ব্যবস্থা প্রচলন আছে।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মার সৃষ্টি

শিষ্য। এক্ষণে, আমাকে উপদেশ দিন, ব্রহ্মা কারণ শরীর গ্রহণ করিয়া প্রথমে কি প্রকারে সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন ?

গুরু। ঈশ্বরের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ঈশ্বর জগতের কারণ স্বরূপ,—তাই প্রলয়কালে তিনি কারণ বারিতে প্রসুপ্ত। সেই কারণের জগৎ তাঁহারই সৃষ্টি,—সেই কারণ জগৎ পদ্ম স্বরূপ। পদ্ম অর্থে ব্রহ্মাণ্ডের আভাস। ব্রহ্মা স্বয়ং সমস্ত কারণ ও শক্তিসমূহের দ্বারা সৃষ্টি-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, আপনার অধিষ্ঠান রূপ জগতের সূক্ষ্ম আভাসপদ্ম লইয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ পদ্ম সূক্ষ্ম কারণ সমূহের সহিত সৃষ্টির চতুঃসীমায় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ঐ সমুদায়ের সাহায্যে পূর্ব্বকালের লীন লোকসমূহ কল্পনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা, ব্রহ্মারূপী আত্মা, শক্তি ও কারণাদির সংযোগে পদ্মের যে অবস্থা হইল তাহাই প্রলয়ে মৃত জগৎরূপী বৃক্ষের বীজ স্বরূপহইল। এই বীজ হইতে পরবর্ত্তী জগৎ-বৃক্ষ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল।

একটি অশ্বত্থ বীজের উপমা লও,—যখন ফুল ছিল, বীজের সম্ভাবনা কোথায়? কয়েকটি শোভাময় দলমাত্র, ক্রমে তাহাতে ফল হইয়া বীজ হইল,—বীজের যাহা খোসা ভূষি তাহাতে এমন কি আছে, যাহাতে ঐ প্রকাণ্ড মহীরুহের সৃষ্টি হইয়াছে। এমন কিছু যদি রাসায়নিক বিশ্লেষণে বাহির করিতে না পার, তবে চারি পাঁচ দিন মাটীর মধ্যে থাকিয়া এক দিনে অৰ্দ্ধহস্ত পরিমিত বৃক্ষাঙ্কুর কোথা হইতে বাহির হইল; এবং ক্রমে তাহা কোন অজানা শক্তির প্রভাবে গগন ছাইয়া উঠিয়া পড়িল। ঐ ক্ষুদ্র সর্ষপ-পরিমিত বীজের মধ্যে বৃহৎ অশ্বথবৃক্ষ কারণ রূপে নিহিত ছিল। প্রকৃতির সহায়তায় সেই কারণ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হইল।

ব্রহ্মা, সেই কারণ-বীজ, নিজ শক্তি বা প্রকৃতির সাহায্যে জগতের আত্মাস্বরূপে বিরাজিত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রাহ্মী সৃষ্টি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে;—

“ব্রহ্মাও শ্রীনারায়ণে চিত্ত আবিষ্ট করিয়া, তাঁহারই আদেশানুসারে শত বৎসর দিব্য তপস্যা আচরণ করিলেন। সেই অনুষ্ঠিত তপস্যা এবং আত্মাশ্রয়িণী বিদ্যা-বলে তাঁহার বিজ্ঞানবল বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। তখন তিনি নিজের অধিষ্ঠানভূত পদ্ম ও সলিলকে, প্রলয়কাল-বলে দ্রুতবীর্য্য বায়ুদ্বারা, কম্পিত হইতে দেখিয়া সলিলের সহিত ঐ বায়ু আচমন করিলেন।

অনন্তর, স্বয়ং যে পদ্মে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই পদ্মকে আকাশ-ব্যাপী নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিলেন,—যে সকল লোক ইতিপূর্ব্বে বিলীন হইয়াছে, আমি ইহা দ্বারাই ঐ সকলের পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিব! *

* পূর্ব্বে যে কম্পনের কথা বলা হইয়াছে, এই সৃষ্টিবিজ্ঞানে তাহারই সমর্থন হইতেছে।

কর্ত্তব্য বিষয়ে নারায়ণ স্বয়ং ব্রহ্মাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আর তিনি যে পদ্মে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা চতুর্দ্দশ এবং তদপেক্ষা অধিকতর লোকও সৃষ্টি হইতে পারিত। অতএব, পিতামহ ঐ পদ্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে লোকত্রয়ে বিভক্ত করিলেন। জীবগণের যে সকল ভোগ্যস্থান প্রত্যহ বিরচিত হইয়া থাকে, এই লোকত্রয় ঐ সকলের মধ্যেই এক রচনাবিশেষ। ব্রহ্মলোক নিষ্কাম ধর্ম্মের ফল স্বরূপ।" †

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, প্রত্যেক বস্তুর নিয়ন্তা আত্মা এবং আত্মাও কোন নৈসর্গিক স্বভাব দ্বারা নিয়োজিত। সেই নিয়োগ-স্বভাবকে ঈশ্বর-স্বভাব বলে। সেই স্বভাব দ্বারা আত্মা বা আত্মারূপী ব্রহ্মা কাল ও বাসনা সহকারে জগৎ ও জীবরূপী হইয়া ঈশ্বরের লীলা সাধন করিয়া থাকেন। চতুর্দ্দশ ভুবনের অধিক ভুবন বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জগতে চতুর্দ্দশ ভুবন বিজ্ঞান কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ভাগবতকার পদ্মের আভাসে তদতিরিক্ত যদি থাকে, তাহা আজিও বিজ্ঞানের যুক্তিতে আইসে নাই—এমন যদি হয়, তাহাতেই উক্ত হইল, চতুর্দ্দশ কি ততোধিক।

ব্রহ্মা, তাহাকে অর্থাৎ সেই পদ্মকে জগৎরূপে প্রকাশ করিবার জন্য তাহার মধ্যে চৈতন্য বা আত্মারূপে গমন করিয়া, প্রথমে তিন ভাগে বিভাজিত করিলেন, সেই তিন বিভাগে "ভূঃ ভুবঃ স্বঃ" হইল। ভূর্লোকে লীলা, ভুবর্লোকে কারণের অবস্থান এবং স্বর্লোকে চৈতন্যশক্তির অবস্থান অর্থাৎ ভূমিতে জীবলীলা ভুবতে জীবের কারণ এবং স্বর্গে স্ব শক্তিতে আত্মাবস্থান। এই তিনটি অবস্থা দ্বারা জীব ভোগ মাত্র করিতে পারিবে,—মুক্ত হইতে পারিবে না। আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও

† শ্রীমদ্ভাগবত ; ৩য় স্ক, ১০ অঃ।

মৈথুন এই পাঁচটি মায়াধর্ম্মকে ভোগ বলে। জীবগণ ঐ ভোগদ্বারা জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া লয় ও সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ভোগবাসনা বিবর্জ্জিত হইলে তবেই মোক্ষ হয়।

ফলকথা, এই যে ব্রহ্মার সৃষ্টি ত্রিলোকের কথা বলা হইল,—এই ভূর্ভুবঃস্বঃ—ইহা কাম্য কর্ম্মের ফল স্বরূপ। সুতরাং প্রতিকল্পেই ইহার উৎপত্তি ও ধ্বংস হইয়া থাকে। কিন্তু সত্যলোক ব্রহ্মলোক এবং মহর্লোক প্রভৃতি লোকসমূহ নিষ্কাম-ধর্ম্মের ফল স্বরূপ; সুতরাং তাহারা নশ্বর নহে। সে সকল দ্বিপরার্দ্ধ বৎসর স্থায়ী। তাহার পরে, তত্তৎস্থান-নিবাসী ব্যক্তিদিগের প্রায়ই মুক্তি হইয়া থাকে।

শিষ্য। আপনি এখন যে, কালের কথা বলিলেন,—সে কি সেই কাল বা শিব।

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। কাল বা শিব সংহার করেন,—ইহাই জানি। তিনি সৃষ্টি কার্য্যও করেন?

গুরু। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা বুঝিতে পার নাই, তাই পুনরায় ঐরূপ বলিতেছ। পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি, জগতের সূক্ষ্ম কারণকে মহত্তত্ত্ব বলে। সেই মহত্তত্ত্ব হইতে জগৎজাত ভূতসংমিশ্রণ পর্য্যন্ত যে পরিণাম কার্য্যদ্বারা জগৎ ও জীব প্রকাশ এবং সক্রিয় হইতেছে, সে সমস্ত অবস্থা যে পরম শক্তি দ্বারা পালিত হইতেছে, সেই ঐশীশক্তিকে কাল কহে।

জীবন সংযুক্ত এই যে, কারণাদির সংযোগজাত বিশ্বলীলা—এই কার্য্যটী ঈশ্বর সেই কালদ্বারা আত্মা (ব্রহ্মাকে) কর্ম্মী করতঃ অধিক করিয়া থাকেন। এই যে, গুণময় কর্ম্মময় ও নির্গুণ অবস্থাপন্ন ঐশী তেজ তাহাকেই কাল বলে,—ইহাই শিব বা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা।

ব্রহ্মা, এইরূপে ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন,—ইহাই ব্রহ্মার সৃষ্টি। ইহাতে এই ত্রিলোকের সূক্ষ্ম ভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অদৃষ্ট সূক্ষ্ম শক্তিকেই দেবতা বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেবতত্ত্ব।

শিষ্য। বড় কঠিন সমস্যা। যে বিষয় লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে, তাহা বড়ই কঠিন ;—সুতরাং একই বিষয় পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে আপনি বিরক্ত হইবেন না। ব্রহ্মা যে, ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকের সূক্ষ্ম ভাব সৃষ্টি করিলেন,—সেই অদৃষ্ট সূক্ষ্ম শক্তিই দেব-শক্তি বলিয়া আপনি ব্যাখ্যা করিলেন, কিন্তু সে সূক্ষ্ম শক্তি জিনিষটা কি, তাহাই আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই।

গুরু। তোমাকে আমি প্রথমেই বলিয়াছি, জগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ। তাঁহার সৃষ্টি করিবার বাসনা লইয়া তিনি স্বরূপ থাকিয়া সগুণ পুরুষ হইলেন। সেই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে গুণত্রয়ের সমুদ্ভব হইল। সেই তিনগুণের শক্তিসংযোগে সূক্ষ্ম জগত্রয়ের সৃষ্টি হইল। সেই সূক্ষ্ম জগৎ কি ? না, জগতের উপাদান—অর্থাৎ জগৎ যাহাতে অবস্থিত বা জগতের যাহা বীজ স্বরূপ। তাহা কি, সে কথাও তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি,—সে পঞ্চ মহাভূত। সেই পঞ্চ মহাভূতের পঞ্চীকরণে স্থূল জগতের প্রকাশ। পঞ্চ মহাভূতের যে সূক্ষ্মাংশ, তাহাই স্থূল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা দেবতা।

"(সকলে) যাঁহাকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি বলে, তিনিই দিব্য গরুত্মান্ সুপর্ণ। এক ভাব বস্তকেই বিপ্রগণ বহুপ্রকারে বলেন,—অগ্নি বলেন, যম বলেন, মাতরিশ্বাও বলেন।"—ঋগ্বেদ। ৪৬ শ ঋক্।

এই মন্ত্রের সায়ন ভাষ্যের অনুবাদ এই,—

(ঐ আদিত্যকে) ইন্দ্র (ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট) বলে এবং মিত্র (মরণ হইতে ত্রাণকারী; দিবাভিমানী এই নামের দেবতা) বলে, বরুণ (পাপের নিবারক, রাত্র্যভিমানী দেবতা) বলে, অগ্নি (অঙ্গনাদি গুণ বিশিষ্ট দেবতা) বলে, আর ইনিই "দিব্য" দ্যুলোকে ভব "সুপর্ণ" সুপতন "গরুত্মান্" গরণ বা পক্ষ বিশিষ্ট এবং এই এই নামে যে এক পক্ষী গরুড়, তাহাও ইনি। কি প্রকারে একের নানাত্ব? তদুত্তরার্থ বলা হইতেছে—বস্তুতঃ ঐ এক আদিত্যকেই বিপ্রগণ অর্থাৎ মেধাবীরা—দেবতাতত্ত্ববেত্তারা বহুপ্রকারে বলিয়া থাকেন।" একই মহান্ আত্মদেবতা সূর্য্যনামে কথিত হয়েন।" এইরূপে উক্তি থাকা হেতু সেই সেই হেতুতেই ইন্দ্রাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন; এবং তাঁহাকে বৃষ্ট্যাদির কারণ বৈদ্যুতাগ্নি নিয়ন্তা, যম, অন্তরীক্ষে শ্বসনকারী মাতরিশ্বা বায়ু বলা যায়। সূর্য্য ও ব্রহ্মের অভিন্নভাব হেতুতেই এরূপ সর্ব্ব স্বরূপতা উক্ত হইল। *

এতাবতা স্থির হইল যে, জগত্রয়ের সৃষ্টিকারণ স্বরূপ যে অদৃষ্ট সূক্ষ্ম শক্তি, তাহাই দেবতা। অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম,—এই পঞ্চভূত ইঁহারা দেবতা। অবশ্য ইহাদিগের স্থূল ভাগ দেবতা নহে,—ইহাদিগের যে সূক্ষ্ম শক্তি, তাহাই দেবতা। পঞ্চীকরণ প্রস্তাবে তোমাকে বলিয়াছি, এই সকল দেবতার সূক্ষ্মাংশ মিশ্রণে স্থূলের উৎপত্তি,—সেই সূক্ষ্মের বিবর্ত্তনই স্থূল জগৎ। আবার বিবর্ত্তনে যে সকল সূক্ষ্ম ভূত, যে সকল অদৃষ্ট শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহারাও

* ত্রয়ী ভাষা; ৭৪—৭৫ পৃঃ।

দেবতা। জগতে যত প্রকার স্থূল পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে, সকলেরই অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন।

শিষ্য। এই ভৌতিক স্থূল পদার্থের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ একমাত্র অণু বা পরমাণুর সংযোগ বিয়োগ দ্বারাই সংঘটিত হয়, বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে জগৎ সৃষ্টি ও নির্ম্মাণের মূল ভৌতিক পদার্থ (Elements) বিদ্যমান। আপনি কি সেই ভৌতিক সূক্ষ্ম পদার্থকেই দেবতা বলিতেছেন ?

গুরু। Elements ও ত স্থূল পদার্থ। যাহার রূপ আছে, তাহাই স্থূল। কিন্তু তোমার জড় বিজ্ঞান এই Elements এর উপরে আর যাইতে সক্ষম নহেন। ইঁহাদের মতে চিচ্ছক্তি রহিত অচেতন অন্ধ জড়শক্তি ;—কেবল জড় পদার্থের সংযোগে উহাদের ক্রিয়া জড়জগতে প্রকাশিত। মাধ্যাকর্ষণ, যোগাকর্ষণ, রাসায়নিকাকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ, উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি যে সকল ভৌতিক শক্তির আবিষ্কার হইয়া জড়বিজ্ঞান স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, কিন্তু উহারা আসিল কোথা হইতে, উহাদিগের হ্রাস-বৃদ্ধি, সংযোগ-বিয়োগ কি প্রকারে ও কেন সম্পন্ন হয়, কি প্রকারে উহাদিগকে বশীভূত করা যাইতে পারে, তদ্বিষয় নির্ণয় করিতে জড়বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অক্ষম এই জন্য যে, যদিও ভৌতিক-শক্তিগুলি কেবলমাত্র জড়পদার্থ যোগে প্রকটিত, কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তিতত্ত্ব, উহাতে নিহিত আছে,—সেই তত্ত্ব যে কি, তাহা জড় বৈজ্ঞানিক জানে না। জড় জগতের ক্রিয়া দেখিয়া, ভৌতিক পদার্থ সকলের স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। যে আকাশ বা ইথর দ্বারা উহারা এই স্থূলের জগতে ব্যাপ্ত,—তাহারই শেষ সীমা কোথায়, তাহারই স্বরূপ কি,—তাহারই তত্ত্ব কি—ইহা বুঝিবার ক্ষমতাই যখন আমাদিগের নাই, তখন আমরা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব যে,

সেই আকাশ বা ইথরের অন্তর্জ্জগতে, আবার কি বস্তু আছে? কিন্তু বস্তু যে আছে তাহা বুঝিতে পারা যায়; নতুবা তাহারা সক্রিয় হয় কেমন করিয়া?

যোগবলশালী আর্য্যঋষিগণের যোগতত্ত্ব দ্বারা সেই সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল;—তাঁহারা যোগবলে সূক্ষ্মান্তর্দৃষ্টি-শক্তিতে দেখিতে দেখিতে ও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, উহারা প্রকৃত আধিদৈবিক; প্রত্যেক শক্তির মূলদেশে সূক্ষ্মজগতে চিৎশক্তি বিশিষ্ট দেবগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত। তাঁহারাই সূক্ষ্ম জগৎ হইতে স্থূল জগৎকে এমন সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলতার সহিত পরিচালন করেন। হয়ত আমাদের স্থূল জগতের অমিশ্র মিশ্র রূপে তেত্রিশ কোটি পদার্থ আছে হয়ত, তাহাদের প্রত্যেকের মূল সূক্ষ্মশক্তি দেবতাকেই তেত্রিশ কোটি দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকিবে।

কিন্তু মনে রাখিও এ সমুদয়ই সেই একের সত্ত্বা-সম্ভাবিত; সকলই ব্রহ্মের বিকাশ বা ঈশ্বরের বিরাট দেহ। শ্রুতি বলিতেছেন,—

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতি সূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

"যেমন ঘৃতের অন্তরেও তেজোবান্ মণ্ড বিস্তৃত ভাবে ও সূক্ষ্মরূপে থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বভূতের অন্তরে অতিসূক্ষ্ম ও গোপন ভাবে ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন। তিনিই একমাত্র হইয়া এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আশ্রয়ে রাখিয়াছেন, তাঁহাকে মঙ্গলময় ও সর্ব্বতোব্যাপী সাক্ষিস্বরূপে জানিলে, সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।"

অতএব, দেবতা বলিতে তাঁহারই সূক্ষ্ম অদৃষ্ট ক্রিয়া শক্তিকেই জানিবে। বেদে এই দেবতাকে দুই ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। এক কর্ম্মদেব,

অপর আজানদেব। যাঁহারা স্বকীয় উৎকৃষ্ট কৃতকর্ম্মফলে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে কর্ম্মদেব, এবং যাঁহারা সৃষ্টিকাল হইতে দেবতা, তাঁহারা আজান দেব। কর্ম্মদেব যথা,—ঋভু ও সাধ্যগণ এবং আজান দেবতা যথা,—অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হিন্দু জড়োপাসক কি না।

শিষ্য। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ অগ্নি প্রভৃতির আরাধনা করিলে, জড়ের উপাসনা করা হয় না কি? ইহাদিগকেই ত দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে।

গুরু। হিন্দু, সূর্য্য চন্দ্র বায়ু বরুণ অগ্নি প্রভৃতির আরাধনা করে,—কিন্তু উহার স্থূল বা জড়ভাগের আরাধনা করে না। আর জড়ই বা কি? সমুদয়ই ত ঈশ্বর। কিন্তু তথাপি যাহা জড়ভাগ,—তাহার আরাধনা হিন্দু করে না। তুমি দেখিয়াছ, ব্রাহ্মণগণ পার্থিব অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহার পূজা করেন, তাহাতে হোম করেন, তাহার কাছে উন্নতির কামনা বা বর প্রার্থনা করিয়া থাকেন,—কিন্তু বস্তুতই কি তাঁহারা কেবল সেই জড় অগ্নির আরাধনা করেন? তাহা নহে। আগুনের পার্থিব মূর্ত্তি যে জড়, তাহা দেখিবার ক্ষমতা অবশ্যই হিন্দুর ছিল বা আছে,—কিন্তু আগুন জ্বালিয়াই হোতা অগ্নিদেবকে আবাহন করেন,—

ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥

তৎপরে অগ্নির ধ্যান করেন,—

"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥

পার্থিব অগ্নির যে রূপ, যে আকৃতি, তাহার পূজা বা আরাধনা করা হইল কি? অগ্নি যে সত্তা লইয়া স্বীয়কার্য্য সংসাধন করিতেছেন,—অগ্নির যে অগ্নিত্ব, হিন্দু সেই সূক্ষ্ম চৈতন্যতত্ত্ব বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অগ্নিতত্ত্বেরই পূজা বা আরাধনা করিয়া থাকেন। এইরূপ অন্যান্য জড় সম্বন্ধেও জানিবে।

শ্রীভগবানের যে সর্ব্বব্যাপকতা, হিন্দুগণ তাহাকেই মহাব্যোম বা মহাকাশ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। আকাশ অর্থে শূন্য—যাহা বুঝিতে পারি না, তাহাই শূন্য। ভগবানের গুণ বুঝিতে পারি না, তাই সেই ভগবানের সর্ব্বব্যাপকতা গুণ আকাশ বা শূন্য। আকাশ বা আকাশ-তন্মাত্র পুরুষেরই রূপ।

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ।—বেদান্ত দর্শন, ১।১।২২।

ব্রহ্মৈব স ন বিয়ৎ কুতস্তল্লিঙ্গাৎ সর্ব্বভূতোৎপাদনত্বাদিলক্ষণব্রহ্ম-লিঙ্গাদিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি, সর্ব্বাণীত্যসঙ্কুচিতসর্ব্বশব্দাদ্বিয়ৎসহিত-সর্ব্বভূতোৎপত্তিহেতুত্বমবগতম্। ন চ তদ্বিয়ৎপক্ষে সম্ভবেৎ স্বস্য স্বহেতুত্বাভাবাৎ। আকাশাদেবেত্যেবকারেণ হেত্বন্তরঞ্চ নিরস্তম্। এতদপি ন তৎপক্ষে। মৃদাদের্ঘটাদিহেতোর্দৃষ্টত্বাৎ। ব্রহ্মপক্ষে তু সঙ্গতিমৎ তস্যৈব সর্ব্বশক্তিমতঃ সর্ব্বরূপত্বাৎ। যদ্যপ্যাকাশশব্দস্তত্র রূঢ়স্তথাপি শ্রৌতরূঢ়িতো ব্রহ্মণি প্রযুজ্যতে বলিষ্ঠত্বাদিতি॥ ২২॥

আকাশ সেই ব্রহ্মেরই লিঙ্গ স্বরূপ,—কিন্তু উহা ভূতাকাশ নহে। কারণ, সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ব্রহ্ম ভিন্ন ভূতাকাশ হইতে হয় না। শ্রুতিতে অসঙ্কুচিত সর্ব্বশব্দ দ্বারা আকাশ সহিত সর্ব্বভূতের উৎপত্তির হেতু

স্বরূপে আকাশকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আকাশপদে ভূতাকাশকে বুঝাইলে আকাশের কারণ আকাশ, এইরূপ অসঙ্গতি হয়। বিশেষতঃ, 'এব' শব্দ দ্বারাও হেত্বন্তরের নিরাশ করিয়াছেন, উহাও উক্ত ভূতাকাশ সম্বন্ধে সঙ্গত হয় না। কারণ, মৃদাদির ও ঘটাদির কারণতা দৃষ্ট হয়; আকাশ পদে ব্রহ্ম বোধ করাইলে আর কোন অসঙ্গতি হয় না, শক্তিমদ্ ব্রহ্মই সর্ব্বস্বরূপ। আকাশ শব্দ ভূতাকাশে রূঢ় হইলেও বলবতী শ্রৌতি প্রসিদ্ধ অনুসারে ব্রহ্মাকেই বোধ করিতেছে।—অর্থাৎ আকাশেরও ও যে আকাশ,—তাহার যে প্রাণ বা চৈতন্য, তাহাই ব্রহ্ম। হিন্দু, সেই আকাশতত্ত্বকেই আরাধনা করিয়া থাকে,—জড় আকাশকে করে না। অন্যান্য ধর্ম্মিগণ এই সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কারে আজিও অক্ষম আছেন বলিয়া বলেন,—হিন্দুগণ জড়েরই উপাসনা করিয়া থাকেন। যে ফুলের গন্ধোপাদান বুঝে না, যে ফুলের সৌন্দর্য্য-শোভা দর্শনে অক্ষম, সে অবশ্যই বুঝিতে পারে না, কেন মানুষ ঐ জড় পদার্থের অত যত্ন করে।

শিষ্য। বায়ু সম্বন্ধেও কি ঐরূপ যুক্তি আছে?

গুরু। আছে বৈ কি। আকাশ হইতেই বায়ু।

আকাশাদ্বায়ুঃ।—তৈত্তিরীয় ব্রহ্মানন্দবল্লরী।

আকাশ হইতে বায়ু; কিন্তু বায়ু যে, আকাশের সৃজিত তাহা নহে। বায়ুও সেই অব্যক্ত সত্তায় লীন ছিল, আকাশের সাথে মিশিয়া বাহিরে আসিয়া তাহা হইতে আবার ব্যক্ত হইয়াছে। লবণ যেমন পৃথিবীর পদার্থ,—কিন্তু জলের বা অন্য কোন বস্তুর সহিত মিশিয়া বাহির হইয়া আসিয়া ব্যক্ত হয়, তদ্রূপ আকাশ হইতে বায়ুর ব্যক্তভাব। যে স্থলে কার্য্য আছে, সেই স্থলেই গতি (motion) আছে। কেননা কার্য্যের শব্দ হেতু কম্পন উত্থিত হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। সেই কম্পনের প্রতিরূপকেই গতি বলা হইয়া থাকে। গতির দ্বারাই স্পর্শ জ্ঞান

হয়,—বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ দুইটি সত্তাই আছে। বায়ু জগত্ত্রয়ের প্রাণ স্বরূপ।

বায়ুর্বৈ গৌতম সূত্রেনায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চঃ লোকঃ, সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তি। শ্রুতি।

"গৌতম! মণিগণ যেমন সূত্রে গাঁথা থাকে, ভূতসমুদয় সেইরূপ বায়ু সূত্রে গাঁথা আছে।"

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

কঠশ্রুতি।

"এই সমস্ত জগৎ, প্রাণ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত ও কম্পিত বা চেষ্টমান হইতেছে। সেই ব্রহ্ম উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক। সেইরূপে তাঁহাকে যাঁহারা জানেন,— তাঁহারা অমৃত হন।"

বায়ু কাঁপিয়া কাঁপিয়া জগতের আধার হইয়াছেন। কম্পনাত্মক ব্রহ্ম ভয়ানক। কম্পনের বেগাতিশয্যে সংহারও হইতে পারে। জগতের সকলই কম্পনে অবস্থিত। কম্পনের দ্বারাই আমাদের আবেদন-নিবেদন, আমাদের মনের ইচ্ছা-কামনা কাতর প্রার্থনা সর্ব্বত্র চলিয়া যায়;—জগৎ কম্পনেই অবস্থিত। কাজেই কম্পনের দেবতা বায়ু বিশ্বের প্রাণ। কিন্তু স্থূল বায়ু নহে,—বায়ুব বায়ুত্ব তাহাই কম্পন,—সেই কম্পনই বিশ্ব প্রাণ। বেদান্ত বলিতেছেন,—

অতএব প্রাণঃ।—বেদান্তদর্শন, ১।১।২৩

"প্রাণোঽয়ং সর্ব্বেশ্বর এব ন বায়ুবিকারঃ। কুতঃ, অতএব সর্ব্ব-ভূতোৎপত্তিপ্রলয়হেতুতয়া পাদ্ব্রহ্ম লিঙ্গাদেব।" ২৩।

বায়ু দেবতা প্রাণ—কিন্তু সে বহির্ব্বায়ু বা জড় বায়ু নহে। প্রাণ হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও প্রাণেতেই তাহাদের লয়। বেদান্ত

বলিতেছেন,—"প্রাণ বহির্ব্বায়ু নহে, সর্ব্বেশ্বর। কারণ, সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ একমাত্র সেই সর্ব্বেশ্বর।"

বোধ হয়, তুমি এক্ষণে বুঝিয়াছ যে, জড় বায়ু হিন্দুর উপাস্য নহে। প্রভঞ্জনেরও যে প্রাণ,—সেই বিশ্বপ্রাণই হিন্দুর আরাধ্য। তারপরে বোধ হয়, তেজ বা অগ্নির কথা তোমার জিজ্ঞাস্য হইবে?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ। তেজ সম্বন্ধেও কিছু জানিতে বাসনা করি।

গুরু। বায়ু হইতে অগ্নির বিকাশ-বিসৃষ্টি। বায়ু হইতে যে অগ্নির উৎপত্তি, তাহা তোমাদের জড় বিজ্ঞানেরও মত। কিন্তু হিন্দুর মত একটু স্বতন্ত্র,—স্বতন্ত্র এই জন্য যে, হিন্দু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রাজ্যের সন্ধানে কৃতকার্য্য। বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি বটে, কিন্তু বায়ুই অগ্নির জনক নহে—অগ্নি বায়ুর বিকাশ বা মূর্ত্তি। অগ্নি যে ছিল না, তাহা নহে। অগ্নিতত্ত্ব ব্রহ্মেই অব্যক্ত ভাবে বিলীন ছিল,—বায়ুর স্কন্ধে চাপিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। সৃষ্টির এইরূপই ক্রমবিবর্ত্তন। অগ্নি তেজ, এই তেজেই জগৎ রক্ষিত, পালিত ও সংহৃত। অগ্নিই সৃষ্টিব্যাপারের অমূর্ত্তির মূর্ত্তিকারক। তেজোরূপী অগ্নিই ত্রিলোক ধারণ করিয়া আছেন। অগ্নিরই মূর্ত্তি আমাদের পৃথিবী—অগ্নিই ভূর্লোকের দেবতা। অগ্নির দ্বারা ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোক সূক্ষ্ম পদার্থ গ্রহণ করিতে সক্ষম। জঠরাগ্নিতে আমরা ভুক্ত দ্রব্য হজম করি। তেজেই আশোষণ করি,—ভুবর্লোকবাসিগণও অগ্নির দ্বারা ভোজন করেন, স্বর্গলোকবাসিগণও তাহাই। অগ্নি ব্যতীত কাহারই বর্দ্ধন হইতে পারে না। সৃষ্টিকার্য্যেও তেজোরূপী অগ্নি,—সংহার কার্য্যেও অগ্নি। কিন্তু সেই অগ্নি কি যাহা আমাদের সম্মুখে জ্বলিয়া নির্ব্বাণ পায়, তাহাই? তাহা নহে। অগ্নির যে প্রাণতত্ত্ব, অগ্নির যে অগ্নিত্ব, তাহাই। বেদান্ত বলেন,—

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ। বেদান্তদর্শন, ১।১।২৪।

"জ্যোতিরত্র ব্রহ্মৈব গ্রাহ্যম্। কুতঃ? চরণেতি। তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়শ্চ পুরুষঃ পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি পূর্ব্বত্রদ্যুসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বভূতপাদত্বোক্তেঃ। ইদমত্র তত্ত্বম্—পূর্ব্বং হি পাদোঽস্যেতি চতুষ্পাদ্‌ব্রহ্ম প্রকৃতং তদেবেহ যদিতি যচ্ছব্দেনানুবর্ত্তিতমিত্যস্য সন্নিধিভঙ্গাদুভয়ত্র দ্যুসম্বন্ধশ্রবণাবিশেষাচ্চ নিখিলতেজস্বী হরিরেব জ্যোতিরাদিত্যাদিরিতি॥" ২৪।

ঐ জ্যোতিঃ শব্দে প্রাকৃত তেজঃ পদার্থ, কি ব্রহ্ম? সূর্য্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী তেজঃ অথবা অগ্নি ইহারাই কি জীবের ধ্যেয়? তাহা নহে। বেদান্ত বলিতেছেন,—"জ্যোতিঃ শব্দে ব্রহ্মই বোধ করাইতেছে। কারণ, সমস্ত জগৎ পুরুষের একটি অংশবিশেষ। স্বপ্রকাশ স্বরূপ ঐ পুরুষে ত্রিপাদ অনন্ত অমৃত। শ্রুতিতে প্রাকৃতিক সমস্ত জ্যোতিঃ পদার্থই ব্রহ্মাংশভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পুরুষই নিখিল তেজের আধার স্বরূপ হইতেছেন।"

অগ্নিতত্ত্ব ঈশ্বরের সত্তা, অতএব অগ্নিপূজক হিন্দু, ব্রহ্মোপাসক, জড়োপাসক নহেন।

শিষ্য। হিন্দু, জল এবং স্থূল পৃথিবীকেও পূজা করিয়া থাকে।

গুরু। উহারাও মহাপঞ্চভূতের দুই মহাভূত। কিন্তু আকাশ, বায়ু ও অগ্নি সম্বন্ধে যেরূপ শুনিলে, অর্থাৎ উহাদিগের তত্ত্ব বা স্বরূপ যে ঐশ-পদার্থ তাহাই হিন্দু পূজা করিয়া থাকে। এই দুই মহাভূত সম্বন্ধেও তাহাই। অগ্নি হইতে জলের সৃষ্টি হয়, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু ইহাতে জলের সৃষ্টি হয় না,—অগ্নিতে জল অধ্যাসিত ছিল,—অগ্নি তাহার অবজ্ঞানক মাত্র।

অগ্নেরাপঃ। তৈত্তিরীয়।

অগ্নি হইতে জল। হিন্দু স্থূল বা জলের আরাধনা করে না,—জলের যাহা সত্তা, জলের যাহা প্রাণ, সেই রস-তত্ত্বই কারণ জল। কারণ জলই

নারায়ণ। তাই হিন্দু জানে, "আপো নারায়ণ।" জল-তত্ত্বে সৃষ্টির সত্তা; কেননা রস-তত্ত্বের উদয় না হইলে সংযোগ সাধিত হয় না। অন্ধাদি আকর্ষণে পরমাণুপুঞ্জের সংযোগ সাধিত হয়, সেই সংযোগে এক মূর্ত্তির সৃষ্টি হয়। রস-তত্ত্বেই ভৌতিক স্থিতি,—রস-তত্ত্বেই সংহার। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—ইহা জলের জড় মূর্ত্তি নহে।

জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি।

অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। তৈত্তিরীয়।

জলের আণবিক আকুঞ্চনে জাত্যন্তরবিবর্ত্তন ঘটিয়া পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এই বিবর্ত্তনে বহুর সৃষ্টি হয়। ভগবানের "বহু হইব," এই বাসনার শেষ উৎকর্ষ বা সীমা এই পৃথিবী। কিন্তু পরিদৃশ্যমান এই পৃথিবীকেই হিন্দু আরাধনা করেন না। পৃথ্বীতত্ত্ব,—যাহা লইয়া জগৎভাব, সেই ঐশ-সত্তাকেই হিন্দু আবাধনা করিয়া থাকেন। তাই হিন্দু, আধারস্থলরূপী পৃথ্বীতত্ত্বময় বাস্তুদেবতাকে প্রণাম করেন,—

অরুণিতমণিবর্ণং কুণ্ডলশ্রেষ্ঠকর্ণং, সুসিতসুভগমাস্যং দণ্ডপাণিং সুবেশম্। নিখিলজননিবাসং বিশ্ববীজস্বরূপং, নতজনভয়নাশং বাস্তুদেবং নমামি॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

হিন্দু বহু উপাসক নহে।

শিষ্য। তাহা হইলে হিন্দুগণ, জড়ের উপাসনা করেন না বটে, কিন্তু জড়ের যাহা প্রাণ বা সূক্ষ্ম-শক্তি-তত্ত্ব অথবা অব্যক্তবীজ, হিন্দুগণ

তাহারই উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আরাধনার জন্য যে সকল ধ্যান মন্ত্রাদির ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাতেও তাঁহাদের রূপ আছে বলিয়াই জ্ঞান হয়। আর বহুজড়ে, বহুদেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন,—কিন্তু একটি প্রাণ, বহুজনের আরাধনা করিলে, আরাধনার পূর্ণতা হইতে পারে কি না, এরূপ সন্দেহ অনেকে করেন।

গুরু। এতক্ষণ বুঝাইলাম কি? ভূমি, অপ্, অনল, জল, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি যাহা কিছু বল,—বা মিশ্রভূতোৎপন্ন অন্য শক্তিই বল,—ফল, এই পরিদৃশ্যমান জগত্রয়ে চেতন অচেতন প্রভৃতি যে সকল ভৌতিক পদার্থ আছে—সে সমুদয়ই ঈশ্বর। শাস্ত্রে আছে—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেবাচাহম্॥
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা; ১৫ শ অঃ।

ভগবান্ বলিতেছেন,—

"চন্দ্র, অনল ও নিখিল ভুবনবিকাশী সূর্য্য আমারই তেজে তেজস্বী। আমি ওজঃপ্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূত সকলকে ধারণ এবং রসাত্মক চন্দ্র হইয়া ওষধিসমুদয়ের পুষ্টিসাধন করিতেছি। আমি জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ু সমভিব্যাহারে দেহমধ্যে প্রবেশ করতঃ চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য পাক করিতেছি। আমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আছি, আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও উভয়ের অভাব জন্মিয়া থাকে, আমি চারিবেদ দ্বারা বিদিত হই এবং আমি বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবেত্তা। ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ, লোকে প্রসিদ্ধ আছে; তন্মধ্যে সমুদয় ভূতই ক্ষর ও কূটস্থ পুরুষ অক্ষর। ইহা ভিন্ন অন্য একটি উত্তম পুরুষ আছেন, তাঁহার নাম পরমাত্মা,—সেই অব্যয় পরমাত্মা এই ত্রিলোকমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন। আমি ক্ষর ও অক্ষর, এই দুই প্রকার পুরুষ অপেক্ষা উত্তম, এই নিমিত্ত বেদ ও লোকমধ্যে পুরুষোত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকি। হে ভারত! যে ব্যক্তি মোহশূন্য হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিদিত হয়, সেই সর্ব্ববেত্তা সর্ব্বপ্রকারে আমার আরাধনা করে।"

শিষ্য। তবে, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, সর্ব্বলোকের নিয়ন্তা, পাতা, সংহর্ত্তা ভগবান্‌কে উপাসনা করিলেই হইতে পারে, তাঁহার বিক্ষিপ্তশক্তি-সমূহকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আরাধনা করা কেন?

গুরু। ভগবান্ অনন্ত—মানুষ সান্ত। সান্ত হইয়া অনন্তের ধারণা করিবে কি প্রকারে? বিশেষতঃ আমাদের চিত্তবৃত্তি সমুদয়ের উৎকর্ষ সাধিত না হইলে, সেই চরমোৎকর্ষ পুরুষের সত্তা বুঝিতে পারিব কেন? মানবে বহির্জ্জগতে ও অন্তর্জ্জগতে যত প্রকার শক্তি ও ভাব আছে, তাহা দেবতারই সূক্ষ্মশক্তি, এই দেবশক্তি সকলের পূর্ণ চৈতন্য সাধন

করিতে না পারিলে, পূর্ণ চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। দেবশক্তি জাগ্রত করণের যে সাধনা, তাহাই দেবতার আরাধনা। মনে কর, কর্ণ শব্দেন্দ্রিয়,—শব্দ হয় ব্যোম হইতে, কিন্তু ব্যোমের যে প্রাণ বা সূক্ষ্মশক্তি বা ব্যোমতত্ত্ব,—সেই ব্যোমতত্ত্বের আরাধনা করিয়া ব্যোম-তত্ত্বের উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়। এইরূপ সমস্ত তত্ত্ব সম্বন্ধেই জানিবে। আরাধনাকে শক্তির উৎকর্ষ সাধন বলা যাইতে পারে।

ফলতঃ, হিন্দু জড়ের উপাসনা করে না। হিন্দু জানে, এই পরিদৃশ্যমান পদার্থ জড়, কিন্তু জড়েও চৈতন্যসত্তা বিদ্যমান। জড়ও ভগবানের বিভূতি। ভগবান্ই সমুদয় জড়ের অন্তরে অবস্থিত আছেন। তবে একটা একটা করিয়া চৌষট্টিটা পয়সা একত্র করিয়া যেমন একটী টাকা বাঁধা যায়, তদ্রূপ সমস্ত শক্তি, সমস্ত গুণ এক এক করিয়া জানিয়া এবং তাহাদের উৎকর্ষ সাধন করিয়া, তবে পূর্ণতার দিকে যাইতে হয়। হিন্দু জানেন,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ শ অঃ।

"হে অর্জ্জুন! যেমন সূত্রধর দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূত (পুতুল) সকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ভূত সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন।"

হিন্দু জড়োপাসনা করেন না,—জড়ের প্রাণাত্মক পরমচৈতন্যেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। তবে যে যে জড়ে তাঁহার যে শক্তির আধিক্য, —হিন্দু তাহাতেই তাঁহাকে সেই শক্তিধররূপে পূজা করিয়া থাকে।

ইহাতে হিন্দুকে বহু-উপাসকও বলিতে পার না, অথবা যাঁহারা বলেন,—তাঁহারাও অভ্রান্ত নহেন।

নবীনবাবু ওকালতী করেন, মহাজনী করেন এবং পাটের ব্যবসায় করিয়া থাকেন। একজন তাঁহার নিকটে আইন্ জানিবার জন্য গমন করিতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিবে,—"উকিলবাড়ী যাই-তেছি।" যে তাঁহার নিকটে টাকা ধার করিতে বা ধার শোধ করিতে যাইতেছে, সে বলিবে "মহাজনবাড়ী যাইতেছি।" আর যে পাট খরিদ-বিক্রয়ার্থ যাইবে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে,—"ব্যবসাদারের বাড়ী যাইতেছি।" কিন্তু ফলে, তিন জনেই নবীনবাবুর বাড়ী যাইতেছে। বিভিন্ন গুণ বা কর্ম্মজন্য যেমন এক নবীনবাবু তিন প্রকার নামে আখ্যাত হইতেছেন, তেমনি ঈশ্বর গুণ বা কর্ম্মভেদ জন্য ক্ষুদ্র, বৃহৎ, অতি বৃহৎ প্রভৃতি বহুশক্তি সমন্বিত হইয়া বহুদেবতায় অবস্থিত রহিয়াছেন, প্রয়োজন বোধে তাঁহার সেই সকল অদৃষ্ট-শক্তির আরাধনা করিতে হয়; কিন্তু আরাধনা তাঁহারই। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাস শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা, যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক,-মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না, গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা, ৯ম অঃ।

"কেহ তত্ত্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞ, কেহ অভেদভাবনা, কেহ পৃথক্ ভাবনা দ্বারা, কেহ বা সর্ব্বাত্মক বলিয়া ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপে আমাকে আরাধনা করিয়া থাকেন। আমি ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ, মন্ত্র, আজ্য (ঘৃত), অগ্নি ও হোম। আমি এই জগতের পিতা, পিতামহ, মাতা ও বিধাতা; আমি জ্ঞেয় বস্তু, পবিত্র ওঁকার, ঋক্, সাম, যজুঃ। আমি কর্ম্মফল, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, প্রভব (উৎপাদক), প্রলয় (সংহারক), আধার, লয়ের স্থান ও অব্যয় বীজ। আমি উত্তাপপ্রদান, বারিবর্ষণ ও আকর্ষণ করিতেছি, আমিই অমৃত, মৃত্যু, সৎ, অসৎ; এ কারণ লোকে আমাকে নানারূপে উপাসনা করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! ত্রিবেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপর, সোমপায়ী, বিগতপাপ মহাত্মাগণ, যজ্ঞদ্বারা আমার সৎকার করিয়া সুরলোক লাভের অভিলাষ করেন; পরিশেষে অতি পবিত্র সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট দেবভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকেন। অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে, পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন, এইরূপে তাঁহারা বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপর ও ভোগাভিলাষী

হইয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন। 'যাহারা অনন্যমনে আমাকে চিন্তা ও আরাধনা করে, আমি সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে যোগক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমাকেই পূজা করিয়া থাকে। আমি সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু; কিন্তু তাহারা আমাকে যথার্থতঃ বিদিত হইতে পারে না, এই নিমিত্ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে। দেবব্রত-পরায়ণ ব্যক্তিরা দেবগণ, পিতৃব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তিরা পিতৃগণ ও ভূত-সেবকেরা ভূতসকলকে এবং আমার উপাসকেরা আমাকে প্রাপ্ত হয়।"

গীতোক্ত বচনাবলীতে যাহা ব্যক্ত হইল, তাঁহার সারমর্ম্ম, তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ,—ভগবান্ সর্ব্বভূতপতি। সকল ভূতেই তাঁহার অধিষ্ঠান,—যে, যে প্রকারে যাহারই আরাধনা করুক, অবিধিপূর্ব্বক তাহা তাঁহারই আরাধনা হয়। যাগ, যজ্ঞ, হোম, পূজা যাহা কিছু বল, সমস্তই তিনি। তবে কথা এই যে, যে যাহার আরাধনা করে,—সে তদ্ভাব-ভাবিত হয়। অতএব, হিন্দু বহু উপাসক নহেন, অধিকারী ভেদে আরাধনার প্রকার ভেদ মাত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দেবতাপূজার প্রয়োজন।

শিষ্য। যে দেবগণের আরাধনা করে, সে দেবলোক প্রাপ্ত হয়, যে পিতৃগণের আরাধনা করে (শ্রাদ্ধাদিদ্বারা) সে পিতৃলোক প্রাপ্ত হয় ও ভূতোপাসকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হয় এবং ঈশ্বরোপাসকগণ ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়,—ইহাই বলিলেন। তবে দেবাদির আরাধনা করা ত কখনই কর্ত্তব্য

নহে। কারণ, স্বর্গাদিরও ভোগকালের ক্ষয় আছে এবং যাহা ভোগ, তাহাতেই সুখ ও দুঃখ আছে। স্বর্গেও ভোগ, ভোগের ক্ষয়েই দুঃখ। আর পুনঃপুনঃ জন্ম-জরারূপ দুঃখ ত আছেই। এবং মানুষের যদি ধর্ম্ম করিতেই হয়, তবে ঐ সকল দেবতাদির আরাধনা পরিত্যাগপূর্ব্বক এক মাত্র পরমেশ্বরকে উপাসনা করাই কর্ত্তব্য। খালে, জোলে, বিলে জলের জন্য না দৌড়াইয়া, সাগর যখন নিকটে আছে, তখন সাগরে যাওয়াই ভাল। একজন পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"অনন্ত শক্তিমান্ ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞানই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বীজ।" *

গুরু। কথা সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু পরমেশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান কি? "হে পরমেশ্বর! তুমি দয়াময়,—তুমি আমাকে ত্রাণ কর, আমাকে উদ্ধার কর"—ইহাই পরমেশ্বর-সম্বন্ধীয় প্রকৃষ্ট জ্ঞান নহে। জ্ঞান অর্থে জানা। কালীপদ মাষ্টারকে তুমি জান কি?

শিষ্য। হাঁ জানি।

গুরু। কি প্রকারে জান?

শিষ্য। তিনি আমাদের মাষ্টার ছিলেন,—সাত আট বৎসর তাঁহার নিকটে অধ্যয়নাদি করিয়াছি।

গুরু। তিনি কেমন পণ্ডিত জান?

শিষ্য। জানি,—তিনি খুব পণ্ডিত।

গুরু। তাঁহার বাড়ী কোথায় জান?

শিষ্য। না, তাহা জানি না।

গুরু। তাঁহার কয়টি সন্তান হইয়াছে জান?

* The first element of pure religion is the idea of the Almighty.—The mind of man, by a Smee. P. 137.

শিষ্য। একটি ছেলে কলেজে আসিত, তাহার নাম মহেন্দ্র; তাহাকেই জানি;—আর কয়টি আছে না আছে, তাহা জানি না।

গুরু। তাঁহার আর্থিক অবস্থা কেমন?

শিষ্য। তাহা ঠিক জানি না,—তবে খুব ভাল বলিয়া বোধ হয় না। কলেজে যাহা বেতন পান, তদ্দ্বারাই যেন কোন প্রকারে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

গুরু। তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ।

শিষ্য। আপনার সাক্ষাতে মিথ্যা কথা বলিয়াছি? কি মিথ্যা বলিয়াছি মহাশয়?

গুরু। কালীপদবাবুকে তুমি জান না,—অথচ বলিলে জানি। তাঁহাকে জানিতে হইলে, তাঁহার সমস্ত দিক্ জানিতে হইবে; তাঁহার আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, আর্থিক অবস্থা, বিদ্যাবত্তা, সাংসারিক অবস্থা, দৈহিক সুস্থাসুস্থতা—এমন কি তাঁহার দৈহিক গঠন ও গঠনের উপাদানাবলী পর্য্যন্ত জানিলে, তবে তাঁহাকে জানিয়াছ বলা যাইতে পারিবে। সেইরূপ ঈশ্বর কোন্ পদার্থ জানিতে হইলে, ঈশ্বর তত্ত্বসমুদয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর পদার্থ জানিবার চেষ্টা ও কার্য্যমাত্রের পরমকারণানুসন্ধান করা—ইহা একই কথা। বৈচিত্র্যময়ী বাহ্যপ্রকৃতির শোভা সম্পদ ও স্বভাব দর্শন করিয়া কারণের অনুমান করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু এ প্রকারের অনুমানে,—পূর্ণতম ঈশ্বরের বা কারণের স্বরূপ নির্ণয় হয় না। মনে কর, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই দুই পদার্থের একত্র মিশ্রণে জলের উৎপত্তি হয়,—তোমার এই জ্ঞান আছে। কিন্তু এই জ্ঞানই কি চরম জ্ঞান? তোমাদের পাশ্চাত্য পণ্ডিত টেট্ বলিয়াছেন, প্রাকৃতিক পরিণাম সকলের কার্য্য-কারণসম্বন্ধ নির্ণয় এবং নির্ণীত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে গণিতিক প্রমাণে প্রমাণিত করা, অর্থাৎ কোন

একটি কার্য্য কোন্ কোন্ উদাদান-কারণ-সমবায়ে সমুৎপন্ন তাহাদের মাত্রিক সম্বন্ধ কিরূপ তন্নির্দ্ধারণ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কার্য্য।" *

ঈশ্বরকে জানিতে হইলে, তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব জানিতে হইবে। ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্বই জগত্তত্ত্ব। অতএব, ঈশ্বরকে জানিতে হইলে জগৎকে জানিতে হইবে। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রকৃতির বাহির্, অন্তর্, বুদ্ধ ও অধ্যাত্ম সমস্ত স্থূল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে হইবে, সমস্ত পদার্থেরই সন্ধান করিতে হইবে। বিশ্বময় বিশ্বরূপ যে জগদ্রূপ,—জগৎ না বুঝিলে, তাঁহাকে বুঝিবে কি প্রকারে? তাঁহাকে বুঝাই যদি ধর্ম্ম বল,—তবে সেই-ই কথা; তাঁহাকে বুঝিবারই চেষ্টা কর। ব্রহ্মের ধ্যান জান?

শিষ্য। ধ্যান ত রূপ বর্ণনা?

গুরু। স্থূলতঃ তাহাই। সূক্ষ্মভাব পরে বলিব।

শিষ্য। না,—ব্রহ্মের ধ্যান জানি না।

গুরু। ব্রহ্মের ধ্যান এই—

হৃদয়-কমল-মধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং
হরি-হর-বিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যান-গম্যম্।
জনন-মরণ-ভীতিধ্বংসি সচ্চিৎস্বরূপং,
সকলভুবন-বীজং ব্রহ্ম চৈতন্যমীড়ে॥

ব্রহ্ম, পরতত্ত্ব স্বরূপ। তিনি সকল ভুবনের বীজ, সমস্ত ভুবনের হৃদয়-কমল-মধ্যে নিরীহ ও নির্ব্বিশেষ অবস্থায় অবস্থিত। হরি-হর-বিধি

---

* That which is properly called physical science is the knowledge of relations between natural phenomena and their physical antecedents, as necessary sequences of cause and effect, these relations being investigated by the aid of Mathematics.—W. Recent Advances in Physical Science. p. 348.

তাঁহাকে জানেন এবং যোগিগণ ধ্যানদ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারেন। তিনি সৎ চিৎ এবং জনন-মরণ-ভীতি-বিধ্বংসি।

সকল ভুবনের বীজ সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে, তাঁহার সূক্ষ্ম অদৃষ্ট-শক্তি দেবতাগণকে জানিতে হইবে। দেবতাগণই স্থূল বিশ্বের মূল। কাজেই দেবতার আরাধনা ব্যতীত ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হইতে পারা যাইবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আরাধনা।

শিষ্য। সর্ব্বভূতের পরমাত্মা পরব্রহ্ম,—তাঁহারই অদৃষ্ট-সূক্ষ্ম শক্তি ত্রিজগতের কার্য্য করিবার জন্য দেবতারূপে আবির্ভূত; কিন্তু তাঁহাদিগের আরাধনা করিবার মানুষের প্রয়োজন কি?

গুরু। দুইটি প্রয়োজনে মানুষকে দেবতার আরাধনা করিতে হয়। কিন্তু আরাধনা কি তাহা জান ত?

শিষ্য। বোধ হয়, আরাধ্য জনকে স্ববশে আনিয়া, আপন অভীষ্ট-কার্য্য সম্পাদনের নাম আরাধনা হইতে পারে।

গুরু। হাঁ,—তাহাই। উপাসনা শব্দের অর্থ অবগত আছ?

শিষ্য। উপাস্য পদার্থে আপনাকে ভাসাইয়া দেওয়া, অর্থাৎ তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করা বা করিবার চেষ্টাকে উপাসনা বলা হইয়া থাকে।

গুরু। তাহাই। এক্ষণে দেবতার আরাধনা করিবার প্রয়োজন কি,—এই বিষয় আলোচনা করিবার আগে, প্রয়োজন শব্দটিরও অর্থ করিতে হইবে। কেন না,—

সর্ব্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্ম্মণো বাপি কস্যচিৎ।
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবত্তৎ কেন গৃহ্যতে॥

সিদ্ধার্থং সিদ্ধসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে।
গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সাভিধেয়কঃ ॥

দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ-কৃত মুগ্ধবোধ-টীকা।

"সমস্ত শাস্ত্রে কর্ম্ম প্রভৃতি যাহা কিছু হউক, যে পর্য্যন্ত তাহার প্রয়োজন বলা না হয়, সে পর্য্যন্ত কেহই উহা গ্রহণ করে না; অর্থাৎ শাস্ত্রবিধিই হউক বা কোন কর্ম্মই হউক, তাহার প্রয়োজন বিদিত হইতে না পারিলে, কেহই তাহা গ্রহণ করে না;—প্রয়োজন জানিতে পারিলে, তবেই লোকে উহাতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব প্রয়োজন-বোধই সমস্ত কার্য্যের প্রবর্ত্তক কারণ। সিদ্ধার্থ ও সিদ্ধসম্বন্ধকে * শ্রবণ করিতেই শ্রোতার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সেইজন্য, কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইলে, পূর্ব্বকালে গ্রন্থের প্রারম্ভেই তাহার প্রয়োজন ও সাভিধেয় সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দিতেন।"

যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্।

ন্যায়দর্শন ১।১।২৪

"যে পদার্থকে অভিলাষ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে তাহাই প্রয়োজন।"

পিপাসা নিবৃত্তি হইবে বলিয়া জীবে জলপান করে, অতএব জল-সংগ্রহ করিয়া রাখা প্রয়োজন। ঝড়, বাতাস এবং উত্তাপ ও শীতলতা হইতে দেহ রক্ষা না করিলে, আমাদিগের দুঃখ উপস্থিত হয়, সেই দুঃখ নিবৃত্তির জন্য গৃহ বাঁধিবার প্রয়োজন, গৃহের জন্য আবার ইট, কাঠ, চূণ ও বালি সংগ্রহের প্রয়োজন।

যেন প্রযুক্তঃ প্রবর্ত্ততে, তৎপ্রয়োজনম্। তেনানেন সর্ব্বে প্রাণিনঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বাশ্চ বিদ্যা ব্যাপ্তাঃ।

বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১।১।১

---

* যাহার প্রয়োজন জানা হইয়াছে, তাহাই সিদ্ধার্থ।
প্রতিপাদিত হইয়াছে যাহার সম্বন্ধ, তাহাই সিদ্ধসম্বন্ধ।

"যৎকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা প্রয়োজন। সমুদয় জীবই প্রয়োজনবিশিষ্ট। কর্ম্মমাত্রই সপ্রয়োজন। সকল বিদ্যাই প্রয়োজনব্যাপ্ত। প্রয়োজন না থাকিলে, কেহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। চেতন অচেতন সমস্ত পদার্থ ই কর্ম্মশীল;—জগতের কোন পদার্থই কর্ম্মশূন্য নহে। অতএব, জগতের সমুদয় পদার্থ ই কর্ম্মে ব্যাপ্ত।"

শিষ্য। যাহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই প্রয়োজন। কিন্তু কাহার কর্ত্তৃক লোক প্রযুক্ত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়?

গুরু। বোধ হয় সুখ। সুখের আশাতেই লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়;—বোধ হয়, সুখই প্রয়োজন।

শিষ্য। সুখের আশাতেই কি লোকে সমুদয় কর্ম্ম করিয়া থাকে?

গুরু। হাঁ। কেবল লোক কেন, চেতন অচেতন প্রভৃতি জগতীস্থ সমস্ত পদার্থ ই সুখের জন্যই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

শিষ্য। ঐ ক্ষুদ্র শিশু টাঁপি টাঁপি হাটিয়া যাইতে দশবার পড়িয়া যাইতেছে, হাটিয়া ও কি সুখ পাইতেছে,—বা কি সুখের জন্য ও হাটিতে চেষ্টা করিতেছে—উহাতে উহার কি প্রয়োজন বা সুখের আশা আছে?

গুরু। একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারিলে, নূতন নূতন পদার্থ দেখিতে পাইবে,—স্বাবলম্বনে ভ্রমণ করিতে পাইবে, এই আশাতেই তাহার হাটিবার প্রবৃত্তি। পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি তাহাকে ঐ সুখের আশায় আশান্বিত করাইয়া থাকে। ফলতঃ জগতের সমস্ত কার্য্যেই সুখের আশা করিয়া সমস্ত জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ এই প্রয়োজনকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক মুখ্য প্রয়োজন, দ্বিতীয় গৌণ প্রয়োজন। সুখ এবং দুঃখের অভাব ইহাই মুখ্য প্রয়োজন; এবং সুখের সাধন ও দুঃখের অভাব সাধন—ইহাই গৌণ প্রয়োজন।

অথ নিরুপাধীচ্ছাবিষয়ত্বাৎ সুখদুঃখাভাবয়োর্মুখ্যপ্রয়োজনত্বং, তদুপায়স্ত তু তদিচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়ত্বাদ্ গৌণপ্রয়োজনত্বম্ ॥

ন্যায়-সূত্রবৃত্তি ১।১।২৪

গৃহ বাঁধিবার প্রয়োজন,—গৃহ বাঁধিবার ইচ্ছার বিষয় তাহাতে বাস করা,—বাস করিবার জন্য ঐ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গৃহে বাস করিবার প্রয়োজন, শীত আতপাদি হইতে দেহ রক্ষা—দুঃখের হাত হইতে দেহ রক্ষা করিয়া সুখপ্রাপ্তি। সুখবিশেষ প্রাপ্তির প্রয়োজনের অন্য প্রয়োজন নাই, ইহা অন্যেচ্ছাধীনতা নহে, ইহা নিরুপাধি ইচ্ছার বিষয়। দুঃখাভাবরূপ প্রয়োজনও এই প্রকার অন্যের ইচ্ছার অধীন বিষয় নহে, কাজেই ইহা নিরুপাধি ইচ্ছার বিষয়। যাহা অন্যের ইচ্ছার অধীন ইচ্ছার বিষয় নহে (Not dependent on other motive or end) তাহাকেই মুখ্য প্রয়োজন, আর যাহা অন্যের ইচ্ছার অধীনেচ্ছা-বিষয় (Dependent on other motive or motives), মুখ্য প্রয়োজন সিদ্ধির যাহা করণ অথবা সাধন তাহাকেই গৌণ প্রয়োজন বলা যায়।

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম যে, প্রয়োজন (motive) ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না ; এবং যাহার উদ্দেশ্যে বা যাহাকে ইচ্ছা করিয়া অথবা যাহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া কার্য্য করা যায়, তাহাই প্রয়োজন। আপনার প্রসাদে বুঝিতে পারিলাম, একমাত্র সুখই জগতের চেতনাচেতন জগতের সমস্ত পদার্থেরই অভিলষিত পদার্থ। সুখের কামনাতেই জগতের সকলের কার্য্য করা, সুখ দ্বারা প্রযুক্ত হইয়াই কার্য্য করা যায়,—অতএব সুখই প্রয়োজন। কিন্তু সুখ এমন কি পদার্থ ;—যাহার জন্য চেতনাচেতন জগতের সমস্ত পদার্থ আকাঙ্ক্ষিত ? সুখের স্বরূপ ব্যাখ্যাটি বলুন।

গুরু। অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্তির জন্য যে মনের বিকৃতি ভাব হয়,

তাহাকেই সাধারণতঃ "সুখ" বলা যাইতে পারে। নিরুক্ত এবং নিরুক্তের টীকাতে সুখের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে,—

সুখং কস্মাৎ সুহিতং খেভ্যঃ। খং পুনঃ খনতেঃ।

নিরুক্তঃ ৩।৩।১

অতিশয়েন হিতং পুরুষস্য খেভ্যঃ খহেতুকমিত্যর্থঃ। হিতং বা পুরুষে আত্মধর্ম্মত্বাৎ সুখাদীনাং ধর্ম্মাধিকরণত্বাচ্চ ধর্ম্মিণাম্। * * "খ" পুনঃ খনতেঃ উৎপূর্ব্বস্য উৎখনতি বিনাশয়তি,—কিম্? পরব্রহ্মপ্রাপ্তি সুখম্। কথম্? কায়সুখপ্রবৃত্তেরধীগমনাৎ ইতি সুখম্।

শ্রীদেবরাজযজ্ব কৃত নির্ঘণ্ট টীকা।

সুহিতং সুষ্ঠু হিতমেতঃ খেভ্যঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ। খং পুনঃ ইন্দ্রিয়ম্ খনতেঃ ধাতোঃ।

দুর্গাচার্য্য কৃত টীকা।

"খ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। খ-হেতুক—ইন্দ্রিয়জন্য—বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ জনিত মানস-বিকার বিশেষের নাম সুখ; অথবা পুরুষ বা আত্মার যাহা ধর্ম্ম, তাহা সুখ; কিম্বা পরব্রহ্মপ্রাপ্তি সুখকে যাহা খনন করে—নাশ করে—পরিচ্ছিন্ন করে—আবৃত করিয়া রাখে, তাহা সুখ।" *

শিষ্য। এই স্থলেই গোল বাধিল।

গুরু। কোন্ স্থলে?

শিষ্য। সুখের যে ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ করিলেন,—তাহা পরস্পর পরস্পরার্থের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল।

গুরু। কোন্ কোন্ স্থলে?

শিষ্য। প্রথমে বলিলেন ত—ইন্দ্রিয়ের বিষয়গোচর জ্ঞান দ্বারা মনের যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহাকে সুখ বলে?

গুরু। হাঁ, স্থূলার্থ ঐরূপই।

* আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ।

শিষ্য। আবার বলিলেন,—আত্মার যাহা ধর্ম্ম, তাহাই সুখ। কিন্তু আত্মার ধর্ম্ম কি?—বোধ হয়, মুক্তি হওয়া বা ঈশ্বর-সাজুয্য-লাভ করা।

গুরু। ঠিক ঐরূপ নহে, তবে ভাবটা উহাই বটে,—ভগবান্ পূর্ণ, পূর্ণতা লাভ করাই আত্মার ধর্ম্ম।

শিষ্য। তারপরে, আবার বলিলেন,—পরব্রহ্মপ্রাপ্তি সুখকে যাহা নষ্ট করে,—আবৃত করিয়া রাখে, তাহাই সুখ। পূর্ব্বোক্ত অর্থের সহিত, এ কথার কি অনৈক্য হয় নাই?

গুরু। না; যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ে আনন্দ—তাহাতে আমাদিগকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়,—দেবতার সন্নিকটস্থ করে, অথবা নরত্ব ঘুচাইয়া দেবত্বে পরিণত করতঃ স্বর্গে লইয়া যায়,—কিন্তু তাহাই আমাদিগকে ব্রহ্মানন্দ বিষয়ে আবৃত রাখে। কথাটা একটু পরে পরিস্ফুট করা যাইবে। তবে—

এষোহস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

"বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ জনিত আনন্দের পরমাবস্থাই পরমানন্দ। বৈষয়িক আনন্দ * বাস্তবিক পরমানন্দ ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। পরমানন্দের মাত্রা বা অংশই বিষয়ানন্দ। ভগবান্ আনন্দ-স্বরূপ,—তিনিই পূর্ণানন্দ বা পরমানন্দ; জীব সেই পরমানন্দেরই কণামাত্র বিষয়ে উপভোগ করে,—পরমানন্দের কণামাত্র আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে।"

তুমি বোধ হয়, বুঝিতে পারিয়াছ যে, আমাদের যে আনন্দ, তাহা

---

* বিষয় অর্থাৎ পদার্থ হইতে যে আনন্দ হয়। স্ত্রী-পুত্রাদির মিলনে যে আনন্দ, তাহাদিগকে সুখী দেখিলে যে আনন্দ, টাকা কড়ি বিষয়াদি পাইলে যে আনন্দ, যে কোন বস্তুর উপভোগে যে আনন্দ—স্থূলকথা, পার্থিব পদার্থের যে কোন বিষয় হইতেই আনন্দ হয়, তাহাকেই বৈষয়িক আনন্দ বলে।

আনন্দের কণামাত্র—আর আনন্দের পূর্ণতা পরমানন্দ। যখন সুখই জগতের সমুদয় পদার্থের বাঞ্ছিত, তখন সেই পূর্ণানন্দ ভগবান্‌ই জগতের বস্তু মাত্রেরই লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়। সেই পূর্ণানন্দ—সেই অখণ্ড সুখ পাইবার জন্যই জগৎ নিয়ত কর্ম্মশীল এবং সতত চঞ্চল।

এক্ষণে কি উপায়ে সেই সুখ বা আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই জানিবার প্রয়োজন। সুখ পাইবার জন্য—সুখী হইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। সুখের আশাতেই জীব-জগৎ লালায়িত, সুখলাভ করিবার জন্যই দেবতা ও আরাধনার প্রয়োজন। দেবতার আরাধনা সেই সুখপ্রাপ্তির জন্যই হইয়া থাকে, অথবা দেবারাধনা সুখপ্রাপ্তির উপায় বলা যাইতে পারে।

সূক্ষ্ম অদৃষ্ট-শক্তিকে আপন বশে আনিয়া তদ্দ্বারা সুখলাভ করাই দেবতার আরাধনা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুখের স্বরূপ।

শিষ্য। দেবতার আরাধনা করিলে সুখ লাভ হয়?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। কি প্রকারে?

গুরু। বলিয়াছি ত, সূক্ষ্ম অদৃষ্ট-শক্তিকে স্ববশে আনিয়া তদ্দ্বারা অভীষ্ট পূরণ করাই দেবতার আরাধনা।

শিষ্য। কথাটি আমি আদৌ বুঝিতে পারি নাই। পূর্ণব্রহ্ম অখণ্ড আনন্দময়—পরমানন্দ। তিনি ভিন্ন আর সকলই আনন্দের কলা বা কণা। পূর্ণতম সুখাধারই তিনি,—সুখ বা আনন্দ লাভ করিতে হইলে,

তাঁহাকেই জানা বা তাঁহারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য। দেবদেবীর আরাধনা করিলে কি, হইবে?

গুরু। সুখলাভ এবং দুঃখের নিবৃত্তি,—এই দুইটি জীবমাত্রেরই প্রয়োজন। কিন্তু জানিতে হইবে,—জীব যে সুখের আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ নিবৃত্তির কামনা করে,—সেই সুখ ও দুঃখ কি প্রকার? সুখ কি,—তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; দুঃখ কি, তাহা বলিতেছি। আলোর অভাব যেমন ছায়া, সুখের অভাবই তদ্রূপ দুঃখ। এই দুঃখ ত্রিবিধ আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। শরীর ও মনোমাত্র দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই দোষত্রয়ের বৈষম্য জন্য যে দুঃখ হয়, তাহাকে শরীর হইতে উৎপন্ন দুঃখ এবং কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি মানস পদার্থ হইতে যে দুঃখ হয়, তাহাকে মানস দুঃখ বলে। এই উভয় প্রকারে সমুৎপন্ন দুঃখকেই আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে।

দেবতাগণ কর্ত্তৃক যে দুঃখ হয়, তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে। অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, বরুণ, নবগ্রহ প্রভৃতি দেবতা বা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহদ্বারা যে সকল দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাই দৈব কর্ত্তৃক দুঃখ বা আধিদৈবিক দুঃখ। ভূত সকলের দ্বারা অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জীব ও স্থাবর পদার্থজাত হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহাই আধিভৌতিক দুঃখ।

এখন, এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিই সুখ।

শিষ্য। কি উপায়ে এই ত্রিবিধ প্রকারের দুঃখ সম্পূর্ণভাবে নিবারিত হইতে পারে?

গুরু। এক কথায় বলিতে হইলে, বলা যাইতে পারে—দেবতার আরাধনায়।

শিষ্য। দেবতার আরাধনা করিলে, এই ত্রিবিধ প্রকার দুঃখেরই সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদ হইয়া থাকে ?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। দেবতাগণ কি আরাধনায় তুষ্ট হইয়া বরদানপূর্ব্বক এই সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিয়া থাকেন।

গুরু। দেবতা আমাদের দেহেই আছেন,—আমাদের আশে পাশেই আছেন। তাঁহারা বর দান করেন বৈ কি,—বর দানেই আমাদিগের দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া থাকেন।

শিষ্য। কলিকালেও কি দেবতা প্রসন্ন হইয়া বর দান করিয়া থাকেন ?

গুরু। নিশ্চয়ই। তবে আমরা কলির জীব—আমরা কলি-কল্মষময় হইয়া পড়িয়াছি—দেবতার আরাধনা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, তাই দেবতাগণ আমাদিগকে বর দান করেন না। তুমি যদি আমার নিকটে এই সকল কথা শুনিতে না আসিতে, শুনিবার জন্য যদি তোমার আকুল-আকাঙ্ক্ষা না হইত, আমি কি তোমাকে শুনাইতাম ? তেমনি, দেবতাগণকে আমরা আরাধনা না করিলে,—আমাদের অভাব মোচনের জন্য চেষ্টা না করিলে, তাঁহারা কি করিয়া আমাদের দুঃখের নিবৃত্তি করিবেন ?

শিষ্য। দেবতার আরাধনাতেই যদি রোগ-শোক-কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদির জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, দেবতার আরাধনাতেই যদি ঝড় জল অগ্নি ইত্যাদির হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়,—দেবতার আরাধনাতেই যদি অন্নের অভাব ঘুচিয়া যায়, তবে মানুষের এত ছুটাছুটি কেন ? মানুষের এত বিজ্ঞান দর্শনের ঘাটাঘাটিই বা কেন ?

গুরু। আমি যদি তোমাকে বলি, হিমশৈলের সৈকত-প্রস্রবণে স্বর্ণ বিন্দু পাওয়া যায়,—আর তুমি যদি আমার নিকটে দাঁড়াইয়াই বল যে, হাঁ মহাশয়! তাহা হইলে কি আর ভাবনা থাকিত—তাহা হইলে মানুষ কি আর এত হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া দাসত্ব করিয়া কষ্টে সৃষ্টে উদর পূরণ করিত? তাহা হইলে সকলে মিলিয়া হিমশৈলের সৈকত-স্রোতে গিয়া আচল পাতিয়া বসিয়া থাকিত; এবং স্বর্ণ কুড়াইয়া আনিয়া রাজত্ব করিত;—ইহা বলাও যেমন অসঙ্গত, আর তোমার প্রাগুক্ত কথা বলাও তদ্রূপ অসঙ্গত। কারণ, আমার নিকটে কথাটি শুনিয়া, তোমার আগে বিশেষরূপে সন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য যে, হিমশৈলে সোণা পাওয়া যায় কি না,—সন্ধান লইয়া তোমার একবার সেখানে যাওয়া কর্ত্তব্য,—স্বর্ণোদ্ধারের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তখন যদি না পাও—তবে বলিতে পার, সোণা পাওয়ার অমন সুবিধা থাকিলে কি আর মানুষ চাকুরী করিয়া মরিত? দেবতা ও আরাধনা কি বুঝিয়া, কথিত নিয়মে তাঁহাদের আরাধনা কর,—অভীষ্ট ফললাভে বঞ্চিত হও, তখন বলিও দেবতার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধ হইলে, লোকের আর ভাবনা কি ছিল?

শিষ্য। তাহা হইলে আপনি বলিতে চাহেন, কেবলমাত্র দেবতার আরাধনা করিলেই আমাদের রোগ-শোক নিবৃত্তি হয়, আমাদের দুঃখ দারিদ্র্য বিদূরিত হয়, আমাদের কাম-কামনাপূর্ণ হয়,—আমাদের রিপুগণ বশীভূত হয়, আমাদের অগ্নি জল ঝড় প্রভৃতির ভয় থাকে না,—এক কথায় আমরা সর্ব্বসুখে সুখী হই?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। ধরুন, আমার পুত্রটির বড় জ্বর হইয়াছে, আমি তখন দেবতা ও আরাধনা লইয়া বসিব, কি ডাক্তার ডাকিতে যাইব?

গুরু। আমাদের প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ ও দৈবীচিকিৎসা।

তাহাতেও সূক্ষ্ম অদৃষ্ট-শক্তির শক্তি-প্রাবল্য। তাহাতেও মন্ত্রাদির প্রয়োগ আছে। সে কথা যাউক—ফল কথা, চিকিৎসকে কি রোগ আরোগ্য করিতে পারে? ঔষধ দিয়া প্রকৃতির সহায়তা করে মাত্র। যদি জড় পদার্থে রোগ আরোগ্যকারিণী শক্তি নিশ্চয় থাকিত, তবে যে ঔষধ খাইয়া রাম হ্যাবারোগ হইতে মুক্ত হইল, তাহা খাইয়া শ্যামের কোন উপকার হইল না কেন? যে ঔষধ খাইয়া গদাধর মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিল, সে ঔষধ খাইয়া হলধর শ্মশানে গেল কেন? ফলতঃ কোন ঔষধেরই এমন ক্ষমতা নাই,—রোগ সারিবার পক্ষে যাহার নিশ্চয়াত্মিকতা আছে। ঔষধ প্রকৃতির সহায়তা করে মাত্র। প্রকৃতি যাহাকে আরোগ্যের পথে লইয়া যান, ঔষধ তাহার সহায়তা করে,—আর প্রকৃতি যাহাকে ধ্বংস-পথে লইয়া যান, ঔষধের সাধ্য নাই যে, তাহাকে আরোগ্যের পথে লইয়া আইসে। ঔষধের সে ক্ষমতা থাকিলে, ধনকুবেরগণের কেহ মরিত না—শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণের কেহ মরিত না। তোমার বোধ হয়, স্মরণ আছে;—সেবার কলিকাতায় কোন এক ধনিসন্তানের ব্যাধি হইলে, তাঁহার মাতা কলিকাতার বিখ্যাত বিখ্যাত ইংরাজ বাঙ্গালী এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, বড় বড় কবিরাজ ও হাকিমগণকে একত্রে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন;—"আমার পুত্রকে যিনি বাঁচাইতে পারিবেন, তাঁহাকে প্রত্যহ ভিজিট ও ঔষধের মূল্যত দিবই—তদ্বাদে পুত্র আরোগ্য হইলে, পুত্রের ওজনে স্বর্ণ মুদ্রা দিব।" কিন্তু প্রকৃতি সংহারকর্ত্রী—কাহার বা কোন্ ঔষধের সাধ্য আছে যে, তাহাকে রক্ষা করিতে পারে। আমার পরিচিত একটি ভদ্রলোক কার্য্যোপলক্ষে একটা স্থানে গমন করেন। যেখানে তিনি গমন করিয়াছিলেন; সেখানে তখন সংক্রামকরূপে কলেরা রোগ হইতেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ও তাঁহার সহিস উভয়েই ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া

আসিলেন। দেখা গেল, তাঁহা হইতে তাঁহার সহিসের অবস্থা যেন আরও মন্দ। কিন্তু সহিসের দিকে কে তখন দৃষ্টি করে? সে আস্তাবলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। আর ভদ্রলোকটির জন্য তখনই বিশেষ বন্দোবস্ত হইল,—তখনই তিন চারি জন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আনান হইল, যথোচিত প্রকারে সেবা-শুশ্রূষা করা হইতে লাগিল এবং ঔষধাদি সেবন করান হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না,—তিন দিন পরে, ভদ্রলোকটি ইহলোক হইতে বিদায় হইলেন। আর সেই সহিসটি আস্তাবলের ন্যায় জঞ্জালের রাজ্যে পড়িয়া গড়াইয়া গড়াইয়া দুই তিনদিন পরে উত্তমরূপে আরোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ ভদ্রলোকটিকে যে সকল ডাক্তারগণ চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যের একজনের নিকট হইতে তাহার জন্য কয়েক মাত্রা ঔষধ চাহিয়া লইয়া সেবন করান হইয়াছিল মাত্র। ইহাতে কি বুঝিবে যে, রোগ আরোগ্য করে চিকিৎসকে, না প্রকৃতিতে? যখন কোন স্থলে মহামারী উপস্থিত হয়, তখন শত শত চিকিৎসকের বিজ্ঞাপন ও যুক্তিমতে সেই স্থানের বায়ুর বিশুদ্ধি করণ, জঞ্জাল-আপদ দূরীকরণ ও কঠোর আইনের প্রচলন প্রভৃতি করিয়াও কি সেই মহামারীর নিবারণ করা যাইতে পারে? পুনা-বোম্বের ব্যাপার বোধ হয়, তোমার উত্তমরূপই মনে আছে,—এত হাঙ্গাম হুজ্জত, এত কাটাকাটি মারামারী, এত মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা, কিন্তু মহামারীর কি কিছু হইয়াছিল? কে কি করিবে? প্রকৃতির সংহার মূর্ত্তিই ত মহামারী;—তাহার বিকৃতি করিবার ক্ষমতা কাহার আছে? প্রকৃতিই জগৎ রক্ষা করিতেছেন, প্রকৃতিই জগৎ পালন করিতেছেন এবং তিনিই মহামারীরূপে জগতের ধ্বংস করিয়া থাকেন। * কাহার সাধ্য যে, তাঁহার কার্য্যের গতিরোধ

* মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া॥ মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী।

করে? তবে তিনিই তাঁহার লীলা সংহরণ করিতে পারেন। সর্ব্বপ্রকারে তাহারই শরণাগত হইলে, তিনি সকলই রক্ষা করিয়া বাঞ্ছিত ফলদানে সমর্থা। মানবের শক্তি, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণে সক্ষম নহে। দেবতার আরাধনায় মানুষের শক্তি দেবশক্তিতে পরিণত হয়,—দেবতার আরাধনায় মানুষ দৈব-নরত্বলাভ করিয়া থাকে,—তখন প্রকৃতি তাঁহার বশীভূতা। তিনি ইচ্ছা করিয়া দুঃখ বিনাশ করতঃ পূর্ণসুখের দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়েন।

ন দৃষ্টাৎ তৎ সিদ্ধিনিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ।

সাংখ্যদর্শন, ১।২

মানবীয় উপায় দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ ঔষধাদির প্রয়োগে রোগাদির বিনাশ, ধনাদি লাভে চিত্তের শান্তি প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে হয় না। যেহেতু ঔষধদ্বারা রোগ আরোগ্য সকল স্থলে হয় না, হইলেও পুনরায় রোগ হইয়া থাকে। ধনাদিদ্বারা অভাবের যন্ত্রণা বিদূরিত হয় না, অথবা সময়ে অভাব বিদূরিত হইয়া পুনরায় সমধিক দুঃখও উপস্থিত হয়,—পুত্র না হইলে দুঃখ, হইলেও তাহার শরীর ভাল থাকা চাই, তাহার প্রার্থনার পূরণ করা চাই, তাহার স্বভাবচরিত্র ভাল থাকা চাই—এই সকলের অন্তরায় হইলেই দুঃখের উৎপত্তি হয়, এবং ইহা না হইলেও তাহার মরণ-ভীতি, তাহার ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কা প্রভৃতি এই সকলের দ্বারা লৌকিক কোন উপায়েই দুঃখের নিবৃত্তি হয় না; এবং যে দুঃখ নিবৃত্তি হইল বলিয়া আমরা সময় সময় মনে করি, সেই নিবৃত্ত দুঃখেরও অনুবৃত্তি হইয়া থাকে—অর্থাৎ লৌকিক উপায়ে কথঞ্চিৎ প্রকারে উপশমিত হইলেও সেই শান্ত দুঃখের পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে।

কিন্তু মানুষ চায় কি,—মানুষের কি দুঃখ আবার ফিরিয়া আসুক?

তাহা নহে। মানুষের ইচ্ছা,—দুঃখের একেবারে তিরোভাব ও নিরবচ্ছিন্ন সুখের আবির্ভাব। তাহা হয় কৈ? হয় না, আমরা সুখের উপায় করিতে জানি না বলিয়াই হয় না।

পরিণামতাপ-সংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ।
পাতঞ্জল।

"বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজনিত এক প্রকার মনের বিকারই সুখ। কিন্তু সংসারের সকলই ক্ষণভঙ্গুর,—যে রাজ্যে নিবৃত্তিকে পশ্চাতে রাখিয়া উৎপত্তি দর্শন দেয়, যে দেশে মৃত্যুকে সঙ্গে করিয়া জন্ম আগমন করে, যে পরিবর্ত্তনশীল জগতে মরিবার জন্যই জন্ম হইয়া থাকে, যে সংসারে বিয়োগ-যাতনা ভোগ করিবার জন্যই সংযোগ হইয়া থাকে, সে দেশের—সে সংসারের সুখও দুঃখের আকারে পরিণত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

এ পরিবর্ত্তনের জগতে দুঃখ নয় কিসে? সে দিন যে ফুল্ল-কুসুম-কান্তি শিশুকে কোলে লইয়া তাহার মৃদু মধুর হাস্যাধর দর্শন করিয়া, শিশুর পিতাকে আনন্দে বিভোর হইতে দেখিয়া আসিয়াছিলাম,—সহসা এক দিন পথে যাইতে দেখি, সেই শিশুর মৃতদেহ বক্ষের উপর ফেলিয়া, জগৎ ঘোর দুঃখের আকর জ্ঞান করিয়া চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইয়া সেই বালকের পিতা শ্মশানাভিমুখে চলিয়াছে,—সুখ কোথায়? আজি যে বর সাজিয়া বিবাহের বাজনার মধ্যে জগৎ সুখময় দেখিয়া বিবাহ করিতে যাইতেছে,—দুই বৎসর পরে হয়ত, সেই যুবক, তাহার স্ত্রীকে অন্যা-ভিলাষিণী দেখিয়া সংসার হইতে বিদায় পাইবার জন্য বিষ ভক্ষণ করি-তেছে। আজি যে সুখের জন্য অপরিমিত আহার করিতেছে, কালি সে অম্লাজীর্ণে জীর্ণ হইয়া হতাশের দীর্ঘশ্বাসে অনুতপ্ত হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম,—সুখ কোথায়?

তোমাদের পাড়ার প্রভাত আগে চরিত্রবান্ যুবক ছিল,—মাঝে সে বড় খারাপ হইয়া যায়—তাহার পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কের কালিমা আবৃত হয়, তুমি বোধ হয় তাহা জান। সে বাজারের একটি বেশ্যার কুহকে পতিত হয়। সে সুখের জন্যই। সে অবশ্যই সেই বেশ্যার সন্দর্শনে সুখলাভ করিত,—তাহার সহিত কথা কহিলে, তাহার কাছে বসিলে, তাহার সন্তোষ বিধান করিতে পারিলে,—প্রভাত তখন নিশ্চয়ই সুখী হইত, সন্দেহ নাই। যদি সে সুখী না হইবে, তবে তাহা করিত কেন? প্রভাতকে ঐ পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রভাতের আত্মীয়-স্বজন বিধিমতেই চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তখন কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তারপরে, পরিবর্ত্তনের জগতে পরিবর্ত্তন আপনিই হইয়া গেল,—প্রভাতের ঘোর কাটিল, সে দেখিল—যাহাকে সুখ বলিয়া সে আত্মসমর্পিত হইয়াছিল তাহা সুখ নহে, দুঃখ। এ সুখের পরিণতিই দুঃখ! দুঃখ জানিতে পারিয়া প্রভাত ফিরিয়া পড়িল। তার পরে, এখন সেই বেশ্যার নাম করিতেও প্রভাত ঘৃণা বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু যখন তাহার সুখের মোহ ছিল, তখন যেন তাহার মর্ম্মপটে সেই বেশ্যার নামটি খোদিত করিয়া লইতে পারিলে, তাহার আনন্দ হইত।

ফলকথা,—সাংসারিক-সুখ পরিণাম-দুঃখের প্রসূতি; ইহাতে স্থায়ী সুখ হইতেই পারে না।

শিষ্য। এতক্ষণে আপনার কথার ভাব অনেকটা বুঝিতে পারিতেছি।

গুরু। কি বুঝিতেছ?

শিষ্য। আপনি বোধ হয় বলিবেন, ঈশ্বর-উপাসনাই সুখ,—দেবতা-গণ তাহার সূক্ষ্মাদৃষ্টশক্তি; অতএব, তাঁহাদের পূজাদি লইয়া জীবনটা অতিবাহিত করিয়া দিলে, আর কোন ভাবনাই নাই। সংসারের সুখ-দুঃখে লিপ্ত হইতে হইবে না।

গুরু। তোমার মত পাগল কি সকলেই?

শিষ্য। কেন, আমি পাগলের মত কি বলিলাম, ঠাকুর?

গুরু। এমন একটি সোজা কথা বলিবার জন্য কি, হিন্দুর অগাধ শাস্ত্র? এমন একটি সোজা সূত্র লইয়া কি হিন্দুর পূজা ও আরাধনার এত বিপুল আয়োজন? এমন একটি সহজ তত্ত্বের উপরে কি হিন্দুর তন্ত্র-মন্ত্র বেদ-বেদান্ত পুরাণাদি? তাহা নহে। তুমি যে কথাটা ধারণা করিয়াছ—উহা পাগলেরই ধারণা।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, এই পরিবর্ত্তনের জগতে যে কিছু সুখ, তাহা সমুদয়ই পরিবর্ত্তনশীল। এই দৃশ্যমান সংসারে যে কিছু সুখ তাহা পরিণাম দুঃখের প্রসূতি। আপনার কথা, এক কথায় বলিতে হইলে, বোধ হয় এইরূপ হয় যে, Premature consolation is but remembrancer of sorrow.

গুরু। হাঁ, কথাটা তাহাই বটে। কিন্তু কি প্রকারে সেই অস্থায়ী সুখকে স্থায়ী সুখে পরিণত করিতে হয়, কি প্রকারে জীবের সেই চির সহচর দুঃখকে একেবারে নাশ করিতে হয়, তাহা তুমি যে প্রকার বলিলে, সে প্রকারে নহে;—অধিকন্তু ঐরূপ বলা পাগলেরই প্রলাপ। অবশ্য হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মে সুখের উপায় ঐ প্রকারে বর্ণনা করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম বিজ্ঞানতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গঠনে গঠিত। ইহা—"ঈশ্বরকে ভজনা কর, তিনি পাপ হইতে তাপ হইতে তোমাদিগকে ত্রাণ করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবেন।"—এমন অসার বাক্যময় ধর্ম্ম নহে। ঈশ্বর পাপ তাপ হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবেন কেন, জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিবেন,—"কৃপা করিয়া ঈশ্বর তোমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন।" কেন কৃপা করেন? তাঁহাকে দুটি মুখের কথায় স্তব খোসামোদ করিলেই তিনি কেন আমাদিগকে

দয়া করিবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেই তাঁহাদের চক্ষু স্থির হইয়া যায়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম বিজ্ঞানের ধর্ম্ম এমন বাজে কথায় মন বজায় রাখিতে চাহে না। ঈশ্বরোপাসনা করিলে সুখ হয়,—দেবতাগণ তাঁহারই বিভূতি; অতএব সংসার ছাড়িয়া, গৃহস্থালী ছাড়িয়া, কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দেবতার পূজা আরাধনা কর—যাহা কিছু টাকা পয়সা আছে, গুরু, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণকে দান করিয়া তুমি গাছতলায় আশ্রয় লও—ইহাই কি হিন্দুধর্ম্ম? তাহা যদি হইত, এত অত্যাচারেও হিন্দুধর্ম্ম এখনও অক্ষুণ্ণ থাকিত না। যাহা অসার, তাহার বিনাশ হইতে কয় দিন লাগিয়া থাকে?

হিন্দু ধর্ম্মে চারিটি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে। যে, যেমন গুণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে সেই আশ্রমে থাকিয়া আশ্রমোচিত ধর্ম্ম প্রতি-পালন করিতে হইবে। যাহারা কাম-কামনাদি জড়িত বদ্ধ-জীব, তাহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া গাছতলায় যাইতে পারিবে কেন? তাহারা আশ্রমে থাকিয়া পুত্র-কলত্রাদি লইয়া, বিষয়-বিভব লইয়া বাস করিবে এবং যাহাতে সুখী হইতে পারে, তাহাই করিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সুখের সংস্কার।

শিষ্য। সংসারের সুখ, সুখই নহে—সে সুখের পরিণতি দুঃখ, ইহা আপনিই বলিলেন। আবার বলিতেছেন,—সংসারে থাকিয়া যাহাতে সুখী হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে। পুত্র কলত্রাদি অস্থায়ী, টাকা-কড়ি অস্থায়ী, স্বাস্থ্য চঞ্চল,—তবে কি লইয়া সুখী হইবে? সংসারের আনন্দ বা সুখ সুখই নহে। তবে সংসারে থাকিয়া কি প্রকারে সুখী হইবে?

দেবতা ও আরাধনা।

গুরু। সাংসারিক সুখ স্থায়ী না হইলেও উহাতে যে সুখের অংশ বা কণা আছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত ভাব বোধ হয় এইরূপ হইবে যে, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির নামই পূর্ণ সুখ। আর সম্পূর্ণরূপে দুঃখ নিবৃত্তি না করিয়া যে সুখ হয়, তাহা পূর্ণ সুখ নহে,—সুখের কণা মাত্র। যাহা পূর্ণ নহে এবং যাহা অচিরে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহা নিশ্চয়ই প্রার্থিত নহে। কিন্তু প্রার্থিত না হইলেও জীব সেই একটুকুরই কাঙ্গাল। তবে, তৃষা ভাঙ্গে না,—প্রাণভরা পিপাসায় একবিন্দু জলে কি হইতে পারে? জীব কিন্তু সেই একটুকুর জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।

সাংসারিক সুখেও একটু সুখ ভোগ হয়,—নতুবা জীব কিসের জন্য এত লালায়িত? কিন্তু যেই সে সুখটুকু অনুভব হয়, আর সেই মুহূর্ত্তেই দুঃখ উপস্থিত হইয়া সুখটুকুকে ঢাকিয়া ফেলে। সাংসারিক দুঃখে এ অভিসম্পাত কেন? এমন হয় কেন?

তোমাদের সহিত যদু নামক যে যুবকটি কলেজে অধ্যয়ন করিত, তাহার কথা মনে আছে কি?

শিষ্য। খুব আছে।

গুরু। সে যখন কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বাহির হয়, তখন তাহার সংসারের আর্থিক অবস্থা অতিশয় মন্দ,—সে বলিত, মাসিক ত্রিশ টাকা আয় হইলে, আমি পরম সুখী হইতে পারি। ত্রিশ টাকার স্থলে চল্লিশ টাকার চাকুরী হইল, একমাস পরেই তাহার নিকট শুনিলাম, আমার দিন চলে না,—একশত টাকা না হইলে সংসার চালাইতে পারি না। এক শত টাকার চাকুরী হইল,—যদু হাসিমুখে বলিল, হাঁ এখন একটু সুখী হইতে পারিব,—একমাস পরে আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন বলিল। মহাশয়! কতকগুলি টাকা কর্জ্জ হইয়া

পড়িয়াছে, কৈ একশত টাকাতেও ত চলে না। তার পরে এখন যদু-নাথের বেতন মাসিক তিনশত টাকা—কিন্তু সে তথাপিও সুখী নহে। আরও চাহে—টাকার পূর্ণতা কোথায়? যতদিন পূর্ণতার দিকে না যাইতে পারিতেছে, ততদিন তাহার অসুখ যাইবে না।

একশ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা প্রেমের কাঙ্গাল—রূপ দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ভালবাসিতে পাইলেও অসুখী; না বাসিতে পাইলেও অসুখী।—দুদিন না হয়, বাঞ্ছিতের বাহুপাশে সুখলাভ করিল,—তারপরে ছাড়িয়া পলাইতে পারিলে সুখ। পলাইয়াও ভালবাসার প্রবৃত্তি যায় না,—আবার চাই যাহা খুঁজিয়াছিলাম তাহা কৈ?

আমার পুত্রটির কৃষ্ণনগরের সর ভাজার উপরে ভারি লোভ, সে বড় আব্দার ধরিয়াছে—কৃষ্ণনগর হইতে সরভাজা আসিয়াছে বলিলেই চুপ করিয়া বাহিরে ছুটিয়া যায়। প্রায়ই তাহার জন্য উহা আনিয়া গৃহে রাখা হইত, কিন্তু উদরের পীড়া হইবে বলিয়া সামান্য পরিমাণে মধ্যে মধ্যে দেওয়া হইত। আমার একটি বন্ধু, বালকের ঐরূপ অত্যাসক্তি শুনিয়া এক দিন অনেকখানি সরভাজা আনিয়া একবারে তাহাকে খাইতে দিলেন,—সে যতখানি খাইতে পারিয়াছিল, ততখানিই খাইতে দিলেন,—কিন্তু সেইদিন হইতেই সে আর সরভাজাতে তত তুষ্ট ছিল না। সে বুঝি, সরভাজার শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া ভাবিল,—এই—ই!

কোন দ্রব্য অধিক ব্যবহার করিলে, তাহাতে যে অনাসক্তি জন্মে, তাহার কারণই জীব দেখিতে পায়, তাহার চরমেও কোন সুখ নাই—যে আশা করিয়াছিল, তাহা মিলিতেছে না। এমন হয় কেন, তাহা জান?

শিষ্য। ঐরূপ হয়, তাহা জানি;—কিন্তু কেন হয়, তাহার কারণ জানি না, অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিন।

গুরু। যে কোন প্রকারের হউক, সাংসারিক সুখ ভোগ করিবার